চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার
নিশ্চিন্তের
প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 16 December, 2020 ■ আগরতলা, ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৩০ অগ্রহায়ন ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কৃষকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে ঃ প্রধানমন্ত্রী

গান্ধীনগর, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.)।। কৃষিক্ষেত্রে সংস্কার নিয়ে কৃষকদের বিভ্রান্ত করা হচ্ছে। কৃষক সংগঠন এবং বিরোধী দলগুলো যে দাবী বহু বছর ধরে করে এসেছিল, তা এই নতুন আইনের মাধ্যমে পূরণ করা হয়েছে। মঙ্গলবার গুজরাটের কচ্ছে এক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।

এদিন প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, কৃষকদের উন্নতিকল্পে অঙ্গীকারবদ্ধ কেন্দ্রীয় সরকার। কৃষকদের সমস্যা যাতে না হয় সেই জন্য তৎপর কেন্দ্র। বিরোধী বেঞ্চে বসে যারা আজ কৃষকদের বিভ্রান্ত করছে তারাই একটা সময় যে দাবি করে এসেছিল সেই সকল দাবি নতুন কৃষি আইনে বলা হয়েছে। নাম না করে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, তাদের (কংগ্রেস) সরকার যখন কেন্দ্রে ছিল

মঙ্গলবার গুজরাটে বিভিন্ন পেশার লোকদের সাথে কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ছবি-পিআইবি।

তখন কৃষিক্ষেত্রে এই সংস্কার করার ইচ্ছে বাস্তবায়িত করে দেখানোর সাহস পায়নি। এখন যখন দেশ ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নিয়েছে তখন এরা কৃষকদের বিভ্রান্ত করে চলেছে। দিল্লির চারিদিকে কৃষকদের বিভ্রান্ত করার জন্য চক্রান্ত করা হয়েছে। বিভ্রান্ত করার জন্য কৃষকদের এমনটাও বোঝানো হয়েছে যে নতুন কৃষি বিল সংস্কারের পরে কৃষকদের জমি জোর করে কেড়ে নেওয়া হবে।

এদিনের সভায় কচ্ছের কৃষকদের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিজেকে পরিবর্তন করা একান্ত জরুরী। আন্তর্জাতিক মানের পদক্ষেপ নেওয়াটা প্রয়োজন। কচ্ছের কৃষকরা এখন বিদেশে ফল রফতানি করছে। দশকের পর দশক ধরে কৃষকদের ক্ষমতায়নের জন্য কাজ হয়েছে গুজরাটে। প্রযুক্তির ব্যবহার কৃষিক্ষেত্রে একান্ত ভাবে যে প্রয়োজন সেদিকে আলোকপাত করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

উল্লেখ করা যেতে পারে, এদিন গুজরাটের কচ্ছ থেকে একাধিক প্রকল্পের শুভ সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রসঙ্গত রাজধানী দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে একাধিকবার কৃষক সংগঠনের নেতাদের সঙ্গে কেন্দ্রের তরফে বৈঠকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

একমত সমস্ত রাজনৈতিক দল এবার বসছে না শীতকালীন অধিবেশন

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ভারতে করোনাভাইরাসের প্রকোপ এখনও থামেনি। মৃত্যুর পাশাপাশি দৈনিক সংক্রমণও লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। মঙ্গলবারই ভারতে ৯৯-লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছে করোনা-সংক্রমণ। করোনা-প্রকোপে তাই এবার বসছে না সংসদের শীতকালীন অধিবেশন।

এ বিষয়ে একমত সমস্ত রাজনৈতিক দলও। কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি জানিয়েছেন, সব দলই এ বারের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করার বিষয়ে একমত হয়েছে। যাতে করোনা সংক্রমণ কোনওভাবে ছড়িয়ে পড়তে না পারে, তাই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এর ফলে সংসদ সরাসরি জানুয়ারি মাসে বাজেট অধিবেশন খুলবে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী কৃষি আইন নিয়ে অধিবেশনে আলোচনা চেয়েছিলেন। জবাবি চিঠিতে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশি জানান, মহামারী নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে, সমস্ত দল এ বারের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করার বিষয়ে একমত হয়েছে। তারপর সিদ্ধান্ত হয়েছে করোনা সংক্রমণ রুখতে এ বারের শীতকালীন অধিবেশন বাতিল করা হবে। একেবারে জানুয়ারিতে বসবে বাজেট অধিবেশন।

করোনার টিকাকরণে রাজ্যের জন্য ১ লক্ষ ৯২ হাজার এডি সিরিঞ্জ মঞ্জুর করেছে কেন্দ্র

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। ত্রিপুরায় প্রথম ধাপে ১ লক্ষ ৯২ হাজার করোনা-র টিকা কেন্দ্রীয় সরকার মঞ্জুর করেছে। এছাড়া, ৭টি আইএলআর পাঠাবে কেন্দ্রীয় সরকার। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর দিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।

এদিন তিনি বলেন, স্বাস্থ্য মন্ত্রকের নির্দেশ অনুযায়ী করোনা-র টিকাকরণের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের অধীনে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধি দল পণ্ডিত নেহরু কমপ্লেক্সস্থিত স্বাস্থ্য অধিকর্তার অফিসে কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন মজুত করার বিষয়গুলি খতিয়ে দেখেছে। এই দলের প্রধান ছিলেন মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ শিব জয়সওয়াল সহ অন্যান্য আধিকারিকগণ। মিশন অধিকর্তা আলোচনা করেন স্টেট ইম্যুনাইজেশন অফিসার ডা. কল্লোল রায়, প্রকৌশলী রজত ভট্টাচার্য, ইম্যুনাইজেশন প্রকল্পের প্রোগ্রাম অফিসার ডা. জয়দীপ চক্রবর্তী ও 'ই-ভিন' প্রকল্পের আধিকারিক ড় সুপ্রতীম বিশ্বাসের সঙ্গে। বর্তমানে আইস লাইন বেফ্রিজাবেটবগুলিতে (আইএলআর) কী পরিমান আরআই ভ্যাকসিন (শিশুদের টিকা) মজুত আছে তা খতিয়ে দেখেন। পরবর্তীতে

কোভিড-১৯ ভ্যাকসিন রাজ্যে এলে কত পরিমাণ রাখা যাবে, তা খতিয়ে দেখেন। পাশাপাশি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে আরও ৭টি আইএলআর পাঠানোর প্রয়োজনীয়তা ও প্রস্তাব পাঠানোর বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, করোনা-র টিকাকরণের জন্য সমস্ত ধরনের কমিটি গঠন হয়ে গেছে। এমন-কি টিকা কর্মীদের প্রশিক্ষণ দেওয়াও হয়ে গেছে। ফলে, ত্রিপুরায় টিকা এসে পৌঁছালেই তার পরবর্তী কাজ শুরু হবে। তাঁর কথায়, খুব শীঘ্রই করোনা-র টিকা ত্রিপুরায় আসবে। তিনি জানান, কেন্দ্রীয় সরকার ১ লক্ষ ৯২ হাজার এডি সিরিঞ্জ ত্রিপুরার জন্য মঞ্জুর করেছে। এছাড়া ত্রিপুরার প্রস্তাব মেনে ৭টি আইএলআর পাঠাবে।

দিল্লির সীমান্তে কৃষক আন্দোলনের জেরে বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক গতিবিধি

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.)।। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষক আন্দোলন মঙ্গলবার ২০ তম দিনে পড়ল। এই আন্দোলন শেষ হওয়ার কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। দীর্ঘ সময় ধরে দিল্লি- হরিয়ানা সীমান্ত অবরুদ্ধ হয়ে পড়ার কারণে দুর্ভোগের মুখে পড়েছে ব্যবসায়ীরা।

জানা গিয়েছে হরিয়ানায় চাল ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের কয়েক কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে। আনুমানিক এক হাজার কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজ্যের আম্বালায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিল্প এবং পানিপথের কম্বল শিল্পে ২০ থেকে ২৫ শতাংশ পতন হয়েছে। রাস্তা বন্ধ থাকার কারণে কাঁচামালের সরবরাহ বন্ধ হয়ে গিয়েছে। অন্যান্য পণ্যের সরবরাহ ব্যাহত হয়ে চলেছে। অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক গতিবিধিকে চাঙ্গা করতে হলে অবিলম্বে বৈঠকে বসা উচিত কৃষক এবং সরকারকে। আলোচনার মাধ্যমে রফাসূত্র বের করে আনতে হবে।

কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং অর্থনীতিবীদ মদনমোহন গোয়েল মনে করেন, কৃষক আন্দোলনের ফলে ক্রেতা, উৎপাদনকারী এবং সার্বিক বাণিজ্য ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে চলেছে। এমনিতে নেতিবাচকঃ প্রভাব পড়ছে হরিয়ানা, পঞ্জাব এবং দেশের বাকি অংশের অর্থনীতিতে। অবিলম্বে সরকারের তরফ থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে লকডাউনের থেকেও খারাপ পরিস্থিতি হবে। হরিয়ানায় কারখানাগুলির জন্য কাঁচামাল আসা বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে শিল্প।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রের তরফে কৃষকদেরকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল যে নতুন তিনটি কৃষি আইন সংশোধন করা হবে। কিন্তু কৃষকদের পক্ষ থেকে স্পষ্ট বলে দেওয়া হয়েছে সংশোধন নয় আইনগুলিকে প্রত্যাহার করে নিতে হবে।

জিবি বাজারে নাশকতার আগুনে পুড়ল গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। সোমবার গভীর রাতে রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার জিবি বাজারের রামকৃষ্ণ পল্লীতে একটি গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে রামকৃষ্ণ পল্লীতে বিপ্লব ঘোষ নামে এক ব্যক্তি তার গাড়িটি রাস্তার পাশে রেখে ছিলেন। প্রতিদিন এই তিনি গাড়িটি ওই জায়গায় রাখতেন।

গতকাল রাতে কে বা কারা গাড়িতে অগ্নিসংযোগ করেছে।মঙ্গলবার সকালে স্থানীয় লোকজন লক্ষ্য করেন গাড়িটি অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে ভস্মীভূত হয়ে গেছে।গাড়িটি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে যাওয়ার পর স্থানীয় লোকজন বিষয়টি গাড়ির মালিক বিপ্লব ঘোষকে জানান। খবর পেয়ে গাড়ির মালিক ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন।খবর পাঠানো হয় জিবি আউটপোস্ট এর পুলিশকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে আসে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গাড়ির মালিক বিপ্লব ঘোষ জানিয়েছেন তার সঙ্গে ব্যক্তিগত কোনো বিরোধ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আইসিপির জন্য কেন্দ্র দিল ৯০.৬০ কোটি টাকা খুশি মুখ্যমন্ত্রী, বয়স্কদের রেশন সংগ্রহে এবার নমিনি

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। বিকাশের পথে আরও এক ধাপ উত্তীর্ণ হল ত্রিপুরা। সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট (আইসিপি)-এর জন্য ৯০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। মঙ্গলবার এভাবেই উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। তাঁর মতে, ইন্দো-বাংলা দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট মাইলফলক হয়ে উঠতে চলেছে। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক বিকাশের ক্ষেত্রেও সাব্রুমের আইসিপি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরার বয়স্ক নাগরিকদের অনলাইন রেশন ব্যবস্থায় রেশনসামগ্রী গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে বিকল্প বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার।

আজ মুখ্যমন্ত্রী সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টের জন্য অর্থ বরাদ্দের জন্য সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন। তাঁর কথায়, প্রধানমন্ত্রীর দিশাতেই ত্রিপুরা বিকাশের পথে অগ্রসর হচ্ছে। আত্মনির্ভর হয়ে ওঠার অভিমুখে কার্যধারা পরিচালনা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতা এবং রাজ্যবাসীর সার্বিক অংশগ্রহণের মাধ্যমেই ত্রিপুরা কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সক্ষম হবে।

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ত্রিপুরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিকল্প জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ বন্ধ করে দিলেন ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৫ ডিসেম্বর।। বিকল্প জাতীয় সড়ক নির্মাণে কৈলাসহরের কামরাংগাবাড়ি গ্রামের গ্রামবাসীরা প্রশাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে এবং এই বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ালেন প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা। প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়িয়ে রীতিমতো প্রশাসনের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, গ্রামবাসীদের উপযুক্ত জমির মূল্য সহ ক্ষতিপুরন দিয়ে প্রত্যেককে সরকারি ঘর প্রদান করার দাবী করেন। এই দাবী পুরন

কৈলাসহর

না হওয়া অব্দি এই এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়কের নির্মাণ কাজ আজ থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা।

উল্লেখ্য, বিকল্প জাতীয় সড়কটি উত্তর জেলার কুর্তি থেকে শুরু হয়ে ঊনকোটি জেলার জেলাসদর কৈলাসহরের ভগবান নগর, চিরাকুটি, কীর্তন থলী, কামরাংগাবাড়ি, ছৈনতল হয়ে কমলপুর, খোয়াই হয়ে তেলিয়ামুড়া যাবে। গত এক সপ্তাহ ধরে কৈলাসহরের ভগবান নগর, চিরাকুটি, কীর্তন থলী এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়কের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে সাধারণ মানুষের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

১০ মে মর্ধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা নেওয়ার পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। আগামী দশ মে ত্রিপুরা মধ্যশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষা শুরু করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। এর আগে ১লা এপ্রিল শুরু করা হবে দশম ও দ্বাদশ শ্রেণীর প্রি-বোর্ড পরীক্ষা। এই পরীক্ষার প্রশ্নপত্র কেন্দ্রীয়ভাবে করা হবে। এদিকে, যদি সিবিএসসি পরীক্ষা দশ মে এর আগে শুরু হয় তাহলে তার সাথে সংগতি রেখে ত্রিপুরা মর্ধশিক্ষা পর্ষদের পরীক্ষাও এগিয়ে আনা হবে। আগামীকাল পর্ষদ এবং শিক্ষা দপ্তরের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা হবে।

অনলাইনে খাবার, রাজ্যে সংস্থার কর্মীরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতিতে

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.)।। অনলাইন খাবার সরবরাহকারী সংস্থা-র এখন ত্রিপুরায় ব্যবসা চালু দায় হয়ে উঠেছে। ফলে, আরামে ঘরে বসে বিভিন্ন রকমারি খাবারের মজা নেওয়া আপাতত সম্ভব হচ্ছে না। ত্রিপুরায় অনলাইনে খাবার সরবরাহের অন্যতম সংস্থা সুইগি-র ব্যবসা ফের বড়সড় ধাক্কা খেয়েছে। বাড়ি-বাড়ি খাবার পৌঁছে দেওয়ার কাজে নিযুক্ত কর্মী-রা আজ থেকে কর্মবিরতি শুরু করেছে। তাঁদের অভিযোগ, খরচ মিটিয়ে সারাদিনে যৎসামান্য আয় হচ্ছে। তাই, সংস্থার তরফে লিখিতভাবে জ্বালানি তেল খরচের মূল্য বাড়ানো সহ অন্যান্য খাতে আয় বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিতে হবে। সম্প্রতি, বিভিন্ন হোটেল সুইগি এবং জোমেটো-র সাথে ব্যবসায়িক লেনদেন বন্ধ রেখেছে। তাদের অভিযোগ, কোন আলোচনা ছাড়াই কমিশন বাড়িয়ে দিয়েছে সংস্থাগুলি।

এদিন জনৈক কর্মী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় বর্তমানে পেট্রোলের মূল্য লিটার প্রতি ৮৫ টাকা। কিন্তু, তাদের ৬৫ টাকা প্রতি লিটার দরে পেট্রোলের জন্য মূল্য চুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, সারাদিনে ৩০০ থেকে ৩৫০ টাকা আয় হলেও পেট্রোল-র জন্য খরচ করতে হচ্ছে ২০০ থেকে ২৫০ টাকা। ফলে, সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করার পর ভাগে জুটছে সাকুল্যে ১০০ থেকে ১৫০ টাকা। তিনি বলেন, শুরুতে বৃষ্টির সময় রেইনকোট-র খরচ বাবদ খরচ দেওয়া হতো। এখন সেখানেও কাঁচি চালিয়েছে সংস্থা। তাঁর কথায়, এছাড়াও আরও সমস্যা রয়েছে, সমস্ত কিছুই সংস্থার উর্দতন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-তে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু আজও সমাধান হয়নি।

তিনি বলেন, সংস্থার তরফে ১০ দিনের মধ্যে আমাদের দাবিগুলির ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কিন্তু, ১০ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আজ থেকে আমরা অনির্দিষ্টকালের কর্মবিরতি শুরু করেছি। তাঁর বক্তব্য, সারা ত্রিপুরায় সুইগি-র অধীনে প্রায় ৩৭৯ জন খাবার সরবরাহকারী কর্মী রয়েছেন। তারা সকলেই একযোগে কর্মবিরতি পালন করছেন।

করোনায় মৃত্যু, ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার যোজনার মেয়াদ সমাপ্ত হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর

আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.)।। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুতে ক্ষতিপূরণ বাবদ ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তার যোজনা চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকবে। এরই মধ্যে মৃতের পরিবারকে সংশ্লিষ্ট জেলাশাসকের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ এই তথ্য দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্য, তিনটি ধাপে ক্ষতিপূরণের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে। তাতে, প্রথম দুই ধাপে তিন লক্ষ করে এবং অন্তিম ধাপে চার লক্ষ টাকা দেবে ত্রিপুরা সরকার।

তাঁর কথায়, করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের পরিবারকে আর্থিক

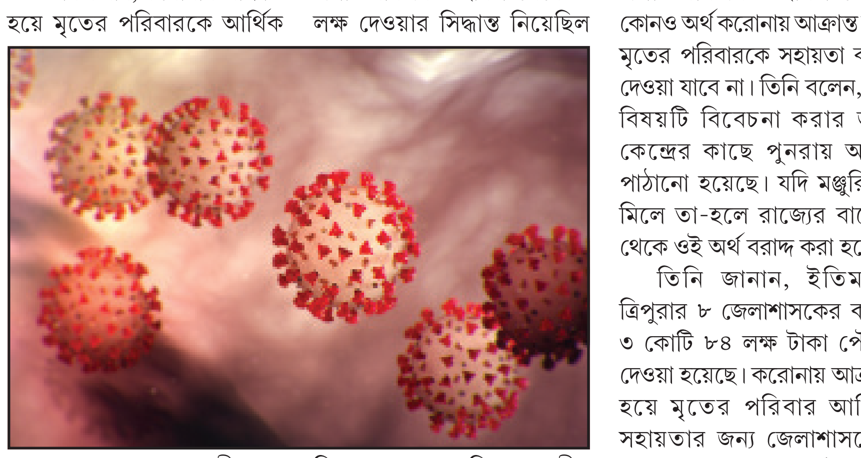

সহায়তা বাবদ মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিল থেকে ৬ লক্ষ টাকা এবং এসডিআরএফ তহবিল থেকে ৪ লক্ষ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল ত্রিপুরা সরকার। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সাফ জানিয়েছে, এসডিআরএফ তহবিল থেকে কোনও অর্থ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের পরিবারকে সহায়তা বাবদ দেওয়া যাবে না। তিনি বলেন, এই বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য কেন্দ্রের কাছে পুনরায় আর্জি পাঠানো হয়েছে। যদি মঞ্জুরি না মিলে তা-হলে রাজ্যের বাজেট থেকে ওই অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

তিনি জানান, ইতিমধ্যে ত্রিপুরার ৮ জেলাশাসকের কাছে ৩ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃতের পরিবার আর্থিক সহায়তার জন্য জেলাশাসকের কাছে আবেদন করবে। তাঁর দাবি, ওই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মেশিনে ধান মাড়াই করতে গিয়ে গুরুতর আহত কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ার রাজনগরের জয়চাঁদপুর এলাকায় মেশিন দিয়ে ধান মারাতে গিয়ে হাত কেটে গেল এক কৃষকের। কৃষকের নাম বাবুল দাস।তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখান থেকে তাকে উদয়পুর গোমতী জেলা হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।সংবাদ সূত্রে জানা গেছে যে চাঁদপুর এলাকার কৃষক বাবুল দাস মেশিন দিয়ে ধান মাড়াইয়ের কাজ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ■ বর্ষ-৬৭ ■ সংখ্যা ৬৮ ■ ১৬ ডিসেম্বর ২০২০ ইং ■ ৩০ অগ্রহায়ণ ■ বুধবার ■ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অধঃপতনের কারণ

ভারতীয় সমাজে শতকের পর শতক ধরিয়া চলা জাতিপ্রথার কারণে সামাজিক উৎপীড়নের যে আবহ ছিল, তা এখনও বর্তমান। এই প্রথা সমাজের এক কোণে অবহেলায় নির্বিষ, নির্জীব হইয়া পড়িয়া নাই, রীতিমতো যাপিত হইতেছে। এখনও 'উঁচু জাতি'-এর বিরাট একটা অংশ 'দলিত' মানুষকে দলন করিয়া রাখিতে সক্ষম হইতেছে, কারণ আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক আবহাওয়া এখনও জাতপাতভিত্তিক শোষণ চালাইয়া যাওয়ার পক্ষে যথেষ্ট অনুকূল।

জাতপাতগত উৎপীড়নের কীর্তিকলাপ এক দিনে গজাইয়া ওঠেনি, অতএব সুইচ টিপিয়া তাহাকে রদ করাও সম্ভব নয়, এ কথা ভারত স্বাধীন হওয়ার আগেই বার বার আলোচিত হইয়াছিল। ১৯২৭ সালে সাইমন কমিশনের নথিতে ধরা পড়িয়াছিল, ভারতে এই পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর প্রতি সামাজিক সহিষ্ণুতার মাত্রা অতীতের তুলনায় বাড়িয়াছে যৎকিঞ্চিৎ। এমনই কম সেই অগ্রগতি, তা কমিশনকে প্রস্তাব করিতে বাধ্য করিয়াছিল যে, বঞ্চিত বর্গের জন্য বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন আছে। স্বাধীনতার আগে, 'অস্পৃশ্যতা'র প্রসঙ্গে অনেকেই যেমন বলিয়িছেন যে, জাতব্যবস্থাকে ঝাড়িয়ামুছিয়া নিয়া এই সমস্যা ঘোচাইতে হইবে, তেমনই অম্বেডকরের মতো অনেকেই এও বলিয়াছেন যে, হিন্দু ধর্ম থেকে 'জাতব্যবস্থা'কে শিকড়-সুদ্ধ ওপড়ানো গেলে তবেই এই সমস্যার সমাধান সম্ভব। প্রথম প্রস্তাবটি নিয়ে ভাবিলে বিস্ময় তৈরি হইতে বাধ্য অমানবিক রীতিবিধি নিয়ে গৌরবের সঙ্গে চলিতে থাকা একটি ব্যবস্থাকে ঝাড়িয়ামুছিয়া আদ্যন্ত মানবিক করিবার গূঢ়ার্থ ঠিক কী? কে করিবে সেই আশ্চর্য কাজ? সেই ভালমানুষটি, যিনি দর্শনগত ভাবে স্বীকারই করিয়াছেন না যে, উচ্চাবচতা ছাড়া জাতব্যবস্থার অস্তিত্ব থাকে না, আবার উচ্চাবচতার কারবারই হল বৈষম্যচর্চা!

একের পর এক শতক অতিক্রম করিয়া যাওয়া এই প্রথার শিকার যাঁহিরা, তাঁহাদের জন্য বহু বছর ধরিয়া নানা যোজনা, সঙ্ঘ, সেবা ইত্যাদির উদ্যোগ করা হইয়াছে। পরাধীন ভারতে একাধিক কারণে সংরক্ষণের প্রস্তাবও আসে, যা নিয়ে বিতর্কও চলিতে থাকে নিরন্তর।

তবে সব বিতর্কের একটি সাধারণ সুর ছিল, আর তাহা হইল: বৈষম্যের এই কুপ্রথা বন্ধ করিতে হইবে। শিক্ষা, চাকরি, জনপ্রতিনিধিত্বে সংরক্ষণ চালু হয় সংবিধানে। নিত্য-বিবাদে জর্জরিত জাতভিত্তিক সংরক্ষণকে টিকাইয়া রাখা বা তাহার ধারা পরিমার্জনের প্রসঙ্গ নিয়ে যত বার আলোচনা হইয়াছে, প্রত্যেক বার 'উঁচু জাত'-এর কাছ থেকে সম্মিলিত প্রশ্ন শোনা গিয়াছে: কবে উঠিবে সংরক্ষণ? কোনও বারই বঞ্চিত মানুষেরা পাল্টা-দর হেঁকে জিজ্ঞেস করিতে পারেননি: কবে উঠিবে জাতব্যবস্থা? অথচ, শিশুও বোঝে, ক্রিয়া বন্ধ না হইলে প্রতিক্রিয়া বন্ধ হয় না, ক্রিয়া বন্ধ না হওয়া সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হইলে ক্রিয়ার দাপট আরও বাড়িয়া যাইতে পারে।

একটি আপাত-দরদি এবং আপাত-লড়াকু যুক্তিও শোনা যায় সংরক্ষণের বিপক্ষে: বঞ্চিতের মুক্তিসংগ্রামের যে স্পৃহা, সংরক্ষণের মতো স্বস্তির বন্দোবস্তের কারণে তা নাকি মাঠে মারা যাইতেছে। সামন্ততন্ত্রকে ফুসফুস বানাইয়া ধনতন্ত্রের দৌরাত্ম্য চলে যে দেশে, সে দেশে মর্যাদা নিয়ে 'নিচু জাত'-এর টিকিয়া থাকাটাই এক আশ্চর্য সংগ্রাম। এর পর তাহাকে শুনিতে হইবে যে, হকের ঢাল-তরোয়ালগুলি ত্যাগ দিয়ে রণক্ষেত্রে নামিতে পারিলে তবেই সে সাচ্চা যোদ্ধা!

সংরক্ষণের কারণে দেশের মেধার গৌরব রসাতলে যাওয়ার যুক্তিও ওঠে। ভারতের মাটিতে দাঁড়াইয়া যখন মেধা নয়, প্রবণতা নয়, দক্ষতা নয়, চেষ্টা নয়, পরিশ্রম নয় চাইলেই স্রেফ কাঁচা টাকা দিয়েও হইহই করে স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় অবধি শিক্ষাকে কিনে ফেলা যায়, তখন 'মেধায় আপস' নিয়ে সংরক্ষণের দিকে আঙুল ওঠে কেন? বেসরকারি ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কিনতে দেওয়া হয় কোন মেধার ভরসায়!

আসলে, দখল নেওয়ার দোষ যদি এক বার মগজে ঢোকে, তবে কিসের উপর কোন স্পর্ধায় দখল নিতে চাইছি, সে খেয়াল থাকে না। যদি একটি সমাজে শতকের পর শতক পৈশাচিক বৈষম্য চলিতে থাকে, তবে সভ্যতার টিকে থাকার জন্যই বহু ইতিবাচক বৈষম্যও তৈরি করিতে হইবে, নিপীড়িতের জন্য এমন কিছু বিশেষ অধিকার তৈরি করিতে হইবে, যাহা সুবিধাপ্রাপ্তের অধিকারের তালিকায় মোটেই থাকিবে না এই বোধ বহু সুবিধাপ্রাপ্তের মনে তৈরিই হইল না। মোট আসনের যতটুকু সংরক্ষিত, তাহার দিকে লোলুপ চোখে তাকাইয়া থাকা যে চলে না, সে দিকে পা বাড়ানো যে 'অনধিকার প্রবেশ', এই কাণ্ডজ্ঞান 'উঁচু জাত'-এর মধ্যে সার্বিক ভাবে তৈরি হইতে এখনও সমস্যা হইতেছে। এখনও বহু সুবিধাপ্রাপ্ত জানেনই না যে, সমাজে বাস করিতে হইলে শুধুমাত্র ভোগ করিতে জানিলেই চলে না, অধিকারের সীমা পেরোতে নেই। তাঁহিরা মনে করেন, 'সংরক্ষিত'টুকু তাঁহাদের প্রাপ্য থেকে নেওয়া হইয়াছে। সারসত্যটি বিপরীত: 'সংরক্ষিত'টুকু 'উঁচু জাত'-এর প্রাপ্যের মধ্যে কোনও দিন ছিলই না, তাই ওগুলিকে কব্জা করিবার প্রসঙ্গই অবান্তর।

গত ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গে করোনায় আক্রান্ত ২২৮৯জন

কলকাতা, ১৫ডিসেম্বর (হি. স.): সোমবার বেশ খানিকটা কমেছিল সংক্রমণ। তবে ২৪ ঘন্টায় আবার বৃদ্ধি পেল করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। রাজ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ২২৮৯জন আক্রান্ত হয়েছেন। একদিনে সুস্থ হয়ে উঠছেন ২৯৬৫জন। তবে সুস্থতার হার বেড়ে হয়েছে ৯৪.৩৩শতাংশ। রাজ্যে নতুন করে করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৪৫জনের। এদিকে কমেছে মোট পরীক্ষিত নমুনা অনুযায়ী সংক্রমিত মানুষের হার। ২৪ ঘন্টায় পরীক্ষিত নমুনার ৮.১০শতাংশ মানুষ এদিন সংক্রমিত হয়েছেন। মঙ্গলবার স্বাস্থ্য দফতর বুলেটিন সূত্রে অন্তত খবর এমনটাই।

এখন রাজ্যে সক্রিয় চিকিৎসাধীন করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২০হাজার ৬৬৩জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫লাখ ২৫হাজার ৯১৮জন। রাজ্যে মোট করোনা মুক্ত হয়েছেন ৪লাখ ৯৬হাজার ১১০জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৯১৪৫জনের।

এদিকে গত একদিনে কলকাতায় নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৫০৩জন। সুস্থ হয়েছেন গত ২৪ ঘন্টায় ৭১৬জন। শহরে গত একদিনে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে ১৪ জনের। বর্তমানে এখন করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৯৩০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৩জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৬৯২জন।

এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪১হাজার ৫৬৯টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ৬৪লাখ ৯৬হাজার ৭৩৬টি। এখন রাজ্যে ৯৬টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

জাতিগত হিংসার অবসান ও বাঙালী সমস্যার সমাধান কোন পথে

এইচ, এন, মাহাতো

ত্রিপুরা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ অবগত আছেন যে, সুপ্রাচীন কাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যটি বাঙালীস্থান বা সুবেবাঙলার ব্রিটিশ আমলে যা প্রেসিডেন্সি বিভাগের অংশ ছিলো, যাকে শ্রীভূম বলা হত। বাঙালীরাই এখানকার মূল অধিবাসী ভূমিপুত্র। নৃতাত্বিকাভাবে বাঙালীরাই মূলতঃ অষ্ট্রিক রক্তভুক্ত ভারতের মূল অধিবাসী। সুপ্রাচীন কাল ভারতের সম্পদ ও ঐশ্বর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে আর্য, নিগ্রো ও মঙ্গোলিয়ান রক্তের মানুষরা এখানে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে সকলে মিলে মিশে একাকার হয়ে যায়। ঐতিহাসিক তথ্য মতে মঙ্গোলিয়ান ত্রিপুরার জনজাতিরা পঞ্চদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি মায়ানমারও পাশ্ববর্তী দেশ থেকে ভারতের ত্রিপুরা রাজ্যে প্রবেশ করে। আরো অনেকেই আসেন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। স্থানীয় বাঙালীরা তাদের কখনোই পর বা বিদেশী ভাবেননি। সেই থেকে বাঙালীও জনজাতিরা সকলে মিলে জাতিপ্রথা, ভাষার বেড়াজাল থেকে বেড়িয়ে বাঙালীস্তানের সদস্য হয়ে ওঠে। গড়ে তোলা মিলন ও মিশ্রণের চারণভূমি শান্তি ও সমৃদ্ধির ত্রিপুরা। দেশ ভাগের পর ত্রিপুরা ভারতভুক্তি হওয়ার পরেও বাঙালী ও জনজাতির মধ্যের ভাতৃত্বের বন্ধন দেখেছি। কোনো প্রকারের বিবাদ, বিরোধ বা অশান্ত পরিস্থিতি আমাদের চোখে পরেনি। সেই সময়ে বাঙালীদের সংমিশ্রণে থাকা জনজাতিরা শিক্ষা স্বাস্থ্য আচার-আচরণ সকল দিকে উন্নত হতে থাকে। কারণ বাঙালী জাতিসত্ত্বার মূল বৈশিষ্ট্য হলো সকলকে আপন করে নেওয়ার। এটাই বাঙালীর মহত্ত্বের প্রকাশ। বাঙালীকে এই উদারতা ও মহত্বের জন্য বারবার আঘাত খেতে হয়েছে পরবর্তী অবস্থায় কংগ্রেস, সিপিএম আজকের বিজেপি (এরা আসলে কংগ্রেস ও সিপিএমের ঔরসজাত) সাধারণ জনজাতিদেরকে বাঙালী শোষক ও বহিরাগত এই বদনাম দিয়ে খেপিয়েছে। শুধুমাত্র ভোটব্যাংক তৈরি করার নামে জনজাতিদেরকে উগ্রপন্থী তৈরি করে বাঙালী বিদ্বেষী করে তুলেছে। শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্ত করে তোলার পরিণতি ১৯৮০ সালের জুন মাসের একতরফা ভাবে একটার একটা বাঙালী গণহত্যা, বাঙালী বাড়ি ঘর, দোকান পাট লুটপাট অগিনি সংযোগ, নারী নির্যাতন শিশু হত্যা কোন কিছুই বাদ যায়নি। তখন হাজার হাজার বাঙালী গৃহহীন হয়ে বিভিন্ন ত্রাণ শিবিরে স্থান নেয়। এখন ত্রিপুরায় মিজোরাম থেকে বিতারিত রিয়াংদের পুর্নবাসন দেওয়াকে কেন্দ্র করে যে অগ্নিগর্ভ অবস্থা তৈরি হয়েছে তারজন্য বর্তমান বিজেপি সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন দায়ী। গত তিন দশক ধরে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার রিয়াংদেরকে ত্রিপুরার মাটিতে ভরনপোষণ করে যাচ্ছে। আমরা জানি ত্রিপুরার আয়তন ১০ হাজার ৬ শত ৯১ বর্গ কিলোমিটারের, জন্য সংখ্যা ৩৬ লাখ ৭১ হাজার জন। পাশাপাশি মিজোরামের আয়তন ২১ হাজার ৮ শত ৭০ বর্গ কিলোমিটার, জন সংখ্যা মাত্র ১০ লাখ ৯১ হাজার ২০১১ জনগণনার রিপোর্ট। অর্থাৎ ত্রিপুরা থেকে মিজোরামের জমির পরিমাণ অনেক বেশি অন্য দিকে জন সংখ্যাও অনেক কম। জন সংখ্যার নিরিখে ভারতের মধ্যে কম বসবাসকারি রাজ্যে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে মিজোরাম। ত্রিপুরায় রিয়াংদের পুর্নবাসন দিলে স্থানীয় ভাবে কতগুলো সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে সরকারকে। যেমন---চল্লিশ হাজারের অধিক মানুষের পুর্নবাসন মানেই এদেরকে মিনিমাম গ্যারান্টির ব্যবস্থা করতে গিয়ে অর্থনৈতিক ভাবে ত্রিপুরাকে আরো পিছিয়ে যেতে হবে। কারণ বর্তমান বিজেপি সরকারই নয় কোন রাজনৈতিক দলের কাছেই অর্থনৈতিক সুষ্ঠু সমাধান নেই। পাশাপাশি ধীরে ধীরে এদের আত্মীয়রা নানা রকমের প্রভাব খাটিয়ে ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে বসতি করে নেবে। উক্ত রিয়াংদের কর্মসংস্থান দেওয়া মানেই স্থানীয় নাগরিকদের বঞ্চিত করা। রিয়াংদের ভাষা ও সাংস্কৃতি স্থানীয়দের মত না হওয়ার জন্য সকল সময় স্থানীয়দের সঙ্গে লড়াই হওয়ার সম্ভাবনা থেকেই যাবে। কেননা আমরা দেখেছি শিবিরে থাককালিন এরা সব সময় স্থানীয়দের ওপর অত্যাচার, বাড়িতে অগ্নি সংযোগ, লুটপাট করে এমনকি গৃহপালিত পশুকে বলপূর্বক নিয়ে খাদ্যে পরিণত করে, অথচ সরকারের পক্ষ থেকে তাদের খাবার জোগানের অভাব ছিলো না। তাই তারা যেখানেই থাকবে সেখানেই শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে।

মিজোরাম থেকে তাড়া খেয়ে আসা উদ্বাস্তু রিয়াংদের যদি শরণার্থী বলা হয় ও তাদের জন্য কোটি কোটি টাকার পুর্নবাসনের প্যাকেজ হতে পারে তবে ৮০ জুনের পর থেকে আজ অবধি উগ্রবাদীদের আক্রমণে ত্রিপুরা, অসম, মেঘালয়, মণিপুর, অরুণাচল প্রভৃতি রাজ্য থেকে বিতারিত হয়ে আসা বাঙালীদের পুর্নবাসনের জন্যে কোনো সরকারি আর্থিক সাহায্যের প্যাকেজ নেই কেন এটাই মানুষ জানতে চায়।

এই পরিস্থিতিতে মিজোরাম থেকে তাড়া খেয়ে আসা রিয়াংদের ত্রিপুরা থেকে মিজোরামে ফেরৎ পাঠানো, গত ২১ শে নভেম্বর পানিসাগরে শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীদের ওপর ত্রিপুরা পুলিশের গুলি চালানোর উচ্চ ন্যায়ালয়ের বিচারপিত দিয়ে তদন্তের করা গুলি চালানোর ফলে নিহত শ্রীকান্ত দাসের পরিবারকে ৩০ লাখ টাকার ক্ষতিপূরণ দেওয়া ও বাড়ির একজনকে সরকারি চাকুরির ব্যবস্থা করা ও পুলিশের গুলিতে গুরুতর আহত পা কেটে ফেলো হরেকৃষ্ণ দাসকে ২০ লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ ও সরকারি চাকুরি দেওয়া। অন্যান্য আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তিদের উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও ক্ষতিপুরণ প্রদান করা ও তাদেরকে সরকারি চাকুরি দেওয়া। তাছাড়া সিপিএমের আমলে গণহত্যা ও অসমের গণতহত্যার উচ্চ ন্যায়ালয়েরদ্বারা বিচার বিভাগীয় তদন্ত দোষী ব্যক্তিদের উপযুক্ত শাস্তি বিধান করা উচিত যাতে কোনো দিন বাঙালীকে অত্যাচরি করতে সাহস না পায়।

আর যা করা দরকার বাঙালীদেরকে কোনঠাসা করার জন্য সরকার প্রত্যক্ষ মদতে উগ্রপন্থী জঙ্গিদের দ্বারা ক্রমাগত বাঙালী অপহরণকারীদের শাস্তি বিধান ও এদের সঙ্গে জড়িত সকল ব্যক্তিকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা যাতে এই ধরনের অপকর্মে করতে সাহস না পায়, ত্রিপুরার মিজোরাম সহ সকল সীমান্ত ও প্রত্যান্ত মিশ্রবসিত অঞ্চলে সুরক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় বাহিনী অবিলম্বে নিয়োগ করা। তৎসঙ্গে ত্রিপুরা ও অসমের শান্তি সম্প্রীতি বিঘ্নকারী, সাম্প্রদায়ীক বীজ বপনকারী এ ডি সি ও অসম চুক্তি সহ বাঙালী বিদ্বেষী সকল আইন বাতিল করা। এমতাবস্থায় যা বলা দরকার বহিরাগত নাগাদের জন্য নাগাল্যান্ড, মিজোদের জন্য মিজোরাম, অসমিয়াদের জন্য অসম রাজ্য, ত্রিপুরীদের জন্য ত্রিপুরাল্যান্ড হলে, বাঙালীদের বাঙালীস্তান হতে আপত্তি কোথায়? ভারতের বাংলা ভাষাভাষী স্থানকে নিয়ে বাঙালীস্তানই ভারত ভূমিতে বাঙালী সমস্যা সমাধানের রাস্তা হতে পারে।

আজকের কৃষক আন্দোলন ও কিছু প্রশ্ন

নরেন্দ্রনাথ কুলে

কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিতে অনড় কৃষক সংগঠনগুলি। লাগাতার আন্দোলনের যে ডাক দিয়েছে তার সমাধান সূত্র এখনও হয়ে ওঠেনি। সমস্ত আলোচনা এখনও পর্যন্ত ব্যর্থ। এই ব্যর্থতার কারণ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার। আজকে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার সরকার। আজকে সেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার কাছে কৃষকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ যে হতে পারে না তা বোঝাই যাচ্ছে। সব থেকে বড়ো কথা কৃষকের মতো সাধারণ মানুষদের কাছে সরকার মাথা নত করলে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতার গর্ব থাকে না। গর্ব বলা ঠিক হবে না। আসলে ইগো নামক বস্তুটি সরকারের থাকতে পারে না। শুধু এই কারণে যদি দেশের সরকার কৃষকদের দাবি না মানতে পারে, তাহলে আবার সেই কথাটা বলা যায়, সরকার গণতান্ত্রিক হলেও কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা হয় না। কৃষকদের স্বার্থ ব্যাহত মানে দেশের সব সাধারণ মানুষের স্বার্থ যে অটুটু থাকবে তা বলা হচ্ছে না। তাই কৃষকদের এই আন্দোলন একন সব মানুষের আন্দোলন হয়ে উঠেছে। বিজেপি ছাড়া সমস্ত বিরোধী দল এমনকি বিজেপি'র শরিকি দলও এই আন্দোলনকে সমর্থন করছে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এই সমর্থন নিয়ে কৃষকরা অনুরোধ করেছেন যে তাঁরা নিজেদের দলের পতাকায় নয় কৃষকদের পতাকার তলে যেন তাঁরা সমর্থন করেন। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় কৃষকদের ডাকা ভারত বন্ধের বিরোধিতা সরকার যতই করুক না কেন, দিল্লি অবরুদ্ধ। কৃষকদের এই বন্ধ কতটা সফল আর কতটা ব্যর্থ তার চর্চার থেকেও বড় কথা হল, আন্দোলনের ধারাবাহিকতা যে সার্থকতার পথে এগিয়ে চলে তাকেই নির্দেশ করছে। পুরো পরিবার নিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়ে কৃষকরা বুঝিয়ে দিচ্ছে তাঁদের এ লড়াই শ্লোগান সর্বস্ব লড়াই নয়। এ হলতাঁদের সত্যিকারের বাঁচার লড়াই। এই বাঁচার লড়াইয়ে নানা কারণে এ পর্যন্ত পনেরো জনের মৃতু ঘটেছে। যদিও এই লড়াইয়ে কেউ ধর্মের রঙ খুঁজে দেখছেন যা কৃষকদের দাবিকে ছোটো করে, কৃষকদেরও ছোট করে। আবার কেউ কেউ রাজনৈতিক বলে মন্তব্য করছেন। এ কথাও ঠিক এই লড়াইয়ে দাবি আদায়ের সঙ্গে সঠিক রাজনৈতিক পথ যদি দেখতে পায় কৃষকরা, তবে ক্ষতি কি? তাই কৃষকের এই আন্দোলন অমেক প্রশ্ন তুলে ধরছে।

এই প্রশ্ন কৃষকদের অবস্থা নিয়ে বিভিন্ন মহলের ও মানুষের সমর্থন যেমন আছে, তেমনই তার অন্যরূপে মন্তব্য করা শুরু করে দিয়েছে কেউ কেউ। এরকমই এক বলিউড অভিনেত্রী তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায় কৃষকের অবস্থান নিয়ে এক কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করেছিলেন এবং তা পরক্ষণে তার সমালোচনা শুরু হতেই তাঁর মন্তব্য মুছেও ফেলেছেন। আসলে তাঁর মন্তব্যে শাহিনবাগের এনপিআর সিএএ'র আন্দোলনের অন্যতম মুখ দাবিকে তিনি দেখিয়ে বলেছিলেন আন্দোলনের ভাড়াটে হিসেবে সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যু ঘিরে যে রহস্য ঘনীভূত হয়েছিল তার বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদীদের এক স্বর হয়ে উঠেছিলেন যার জন্য তাঁকে হেনস্থা হতেও হয়েছে। এক প্রতিবাদী কণ্ঠে আর এক প্রতিবাদী কণ্ঠের বিরুদ্ধে নিম্নরুচির মন্তব্য কখনওই সমাজিক সুস্থতার পরিচয় হতে পারে না কৃষকের এই আন্দোলন নিয়ে বিজেপি'র এক সাংসদও এই আন্দোলনকে দ্বিতীয় শাহিনবাগ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এটা ঠিক যে শাহিনবাগের আন্দোলন একটা শিক্ষা দিয়েছে যে অস্থির সময় তৈরি হলেও কিভাবে শান্তিপূর্ণ অবস্থানে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হয়। কিন্তু শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে অশান্তি তৈরি করার জন্য প্রশাসসনের দালালরা ওৎ পেতে থাকে সেদিকে সাবধানে থাকতে হবে আন্দোলনকারীদেরও তাঁর নেতাদের। কারণ অশান্তির পুরো দায় আন্দোলনের বিশৃঙ্খলার ঘাড়ে চেপে যায়, আর শান্তিভঙ্গারী দালালদের প্রশাসন খুঁজে পায় না। দু'সপ্তাহের বেশি এই আন্দোলন যেখানে শান্তিপূর্ণভাবে চলছে সেখানে হঠাৎ করে কোনও অশান্তির বাতাবরণ তৈরি যাতে না হয় প্রশাসনেরও সচেতন থাকা উচিত।

সচেতনভাবে আন্দোলনের বিরুদ্ধে কারো মন্তব্য মানুষের এই আন্দোলনকে ছোটো করতে গিয়ে তাঁরা ছোটো করে সাধারণ মানুষকে। তাই মানুষে মানুষে পরস্পরের প্রতি সৌজন্যবোধের সংস্কৃতি এখন ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। আর তার স্রোত সমাজের নানা স্তরে বয়ে চলেছে। কৃষকদের এই আন্দোলন কেউ তাঁদেরকে বলছে কালিস্তানি, আবার কেউ বলছে রাষ্ট্রদ্রোহী। খালিস্তানি বলার কারণ যেহেতু আন্দোলন শুরু হয়েছে পাঞ্জাব হরিয়ানা থেকে। কিন্তু রাষ্ট্রদ্রোহী বলে প্রচার করার পিছনে আবার সেই একই কায়দা। সরকারি পদক্ষেপের বিরোধিতা যারা করবে তাঁদের এই কথা বলে এক ঘৃণ্যতম সংস্কৃতির আবহাওয়া তৈরি করার প্রয়াস। সব থেকে আশ্চর্য হচ্ছে এই যে একটা শান্তিপূর্ণ আন্দোলনরত মানুষদের রাষ্ট্রদ্রোহি বলার পিছনে একটা আলাদা মোটিভ যে কাজ করছে তা বলা যায়। আসলে স্তাবকতার বাতাবরণ একটা সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু এই স্তাবকবৃন্দের দল একদিন বুঝতেই পারবে না যে তাঁদের মেরুদণ্ডকে যে সোজা করে রেখেছে আজকের আন্দোলন তা দেখিয়ে দিচ্ছে। যদিও এ নিয়ে এখন যে সময় তার তর্ক চলতে পারে। কাণর স্বাধীনতার ইতিহাসে আত্মত্যাগের মাহাত্ম নতুনভাবে এখন গড়ে তুলতে হচ্ছে। সেইসব আত্মত্যাগের মাহাত্ম্যের বিচারে আন্দোলনরত কৃষকদের রাষ্ট্রদ্রোহি বলার স্পর্ধা হয়তো পেতে পারে যা কিন্তু স্বাভাবিক নয় যাঁরা বলছে তাঁদের কাছে আর সমাজের কাছেও আসলে স্তাবকতা করে বেঁচে থাকাটা বেঁচে থাকা নয় তা কিন্তু কোনও কালেই স্তাবকবৃন্দরা বোঝেনি। আজও তার ব্যতিক্রম নয়।

কৃষকদের আন্দোলনের কথা বলতে গিয়ে অনেকে বলছেন যে পাঞ্জাবের কৃষকরা ধনী। এই আইন তাঁদের স্বার্থে ঘা লেগেছে বলে তাঁরা আন্দোলন করছে। এই আন্দোলনের সঙ্গে দেশের বাকি কৃষকদের কোনও সম্পর্কে নেই। তার মানে এই আইনে শুধু পাঞ্জাবের কৃষকদের ক্ষতি হবে না। এমনটা বলার বা ভাবার অর্থে এই যে এই আইনে বৃহৎ চাষিদের ক্ষতি হবে আর ক্ষুদ্র চাষিদের হবে না। তাকি হতে পারে। হতে পারে না। তাহলে এই কথা থেকেই বলা যায় যে এই আনিে বৃহৎ চাষিদের ক্ষতি হলে ক্ষুদ্র চাষিদের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন থেকে যায়। এই ক্ষুদ্র চাষির সংখ্যা চুরাশি শতাংশ। তাহলে সরকারকে বোঝাতে হবে যে এই আইন চুরাশি শতাংশ কৃষকের স্বার্থ রক্ষা করবে যেখানে, সেখানে এই বিরোধীতার কোনও সার্থকতা নেই। কিন্তু সে বোঝানোতে সরকার ব্যর্থ। কৃষকদের দাবি এই আইনের কোনও সংসশাধন নয়, তারা চায় একেবারে বাতিল। সরকার আইন বাতিল করলে আন্দোলনের কাছে সরকার পরাজিত হবে এই ভেবে বাতিল না করার একটা জেদ সরকারের থাকতে পারে। কিন্তু একটা কথা ভাবতে হবে সরকারটা কাদের। এই কৃষকদের কি সরকার নয়। আসলে সরকারের বিরুদ্ধে স্বর থেকে সরকারের পথ চলা সঠিক যে হতে পারে তা কিন্তু এখন কোনও শাসকের কাছে সহনীয় নয়। যত সময় এগিয়েছে তত শাসকের এই ভাবনা আরও জোরদার হয়েছে। কৃষকের এই আন্দোলনের সমর্থনে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য দু'দেশের সম্পর্কের ভবিষ্যত নিয়ে কথা উঠেছে। গণতান্ত্রিক দেশের আভ্যন্তরীণ ইস্যু নিয়ে আন্তর্জাতিক স্তরের এই কণ্ঠ যে সঠিক নয় তা জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে দেশের অব্যন্তরে ধীরে ধীরে যে সমর্থন জড়ো হচ্ছে তাও কি সঠিক নয়। যেমন এই আন্দোলনের সমর্থনে পাঞ্জাবের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর পদ্মবিভূষণ খেতার ফিরিয়ে দেওয়া। আবার বাংলার মুখ্যমন্ত্রী দেশজুড়ে আন্দোলনের ডাক দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। যদি না নয়া কৃষি আইন বাতিলকরে সরকার। যদিও দেশজুড়ে তাঁর আন্দোলনের চেহারা গদিতে বসার পর আর দেখা যায়নি। গদিতে বসার পর প্রতিবাদের চেহারা পাল্টে যায় ঠিকই। কিন্তু সেই চেহারায় দাবি আদায় কতটা হয় তা বলা মুশকিল। আজকের কৃষি আইন থেকে নানা সংস্থার বেসরকারিকরণে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর দলের প্রতিবাদ মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। যেভাবে সিঙ্গুরে জমি আন্দোলনে তাঁর অনশনের ছবি আর ধর্মঘটের পর ধর্মঘট গতে আমরা দেখেছি, সেভাবে এখন আর দেখা যায়নি। তার মানে সিঙ্গুরের মতো এখন আর জনস্বার্থবিরোধী সরকারি পদক্ষেপ হচ্ছে না। তা তো নয়। কৃষি আইন শুধু নয়, শ্রম আইন ও অন্যান্য আইন যা যা এই সরকার পাশ করেছে তার জন্য তৃণমূলের কঠোর বিরোধিতা সেভাবে চোখে পড়েনি। আজকে কৃষি আইনের বিরোধিতায় কৃষকের আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন এবং দেশজুড়ে এই আন্দোলনের সমর্থনে আন্দোলন করছে। গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শেষ অস্ত্র ধর্মঘট বলে বলা হয়, কিন্তু কৃষকদের ধর্মঘটে তিনি বা তাঁর দল সামিল না হলেও নৈতিক সমর্থন করেছেন। কারণ তিনি ধর্মঘটের বিরোধী। তবে গদিতে বসার পর তা বুঝেছেন। গত ২৬ নভেম্বর ধর্মঘটের ইস্যু নিয়ে ওইদিনও প্রতিবাদের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখন তাঁর প্রতিবাদের কর্মসূচি নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে এখন তাঁর প্রতিবাদের ধরন বলে দিচ্ছে তাঁর উদ্দেশ্য। তিনি এই আইন নিয়ে মানুষের জন্য আদৌ বিচলিত কিনা। কিন্তু কৃষকদের আন্দোলনে একে একে মানুষের সমর্থনে শাসক ও তাঁর পারিষদ ও অনুগামীদের কাছে অন্য মানে হয়ে উঠবে হয়তো, কারণ শাসক সবসময় মনে করে যে সে যা করে সব ঠিকই করে। তাই শাসকদল বলছে বিরোধীরা কৃষকদের ভুল বুঝছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় বিশ্ব মানবাধিকার দিবসের এক র‍্যালী আয়োজন করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভা, করিমগঞ্জে সম্পন্ন ভূমিপূজন

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো কোনও রাজনৈতিক দলের এত বিশাল সমাবেশ হতে চলছে। চলতি মাসের ২৩ এবং ২৪ তারিখ, দুদিন বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভাকে ঘিরে শহরের চারদিকে সাজ সাজ রব। দস্তুরমতো সমগ্র জেলায় প্রস্তাবিত সভাকে কেন্দ্র করে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে। সভার মূল অনুষ্ঠানস্থল করিমগঞ্জ সরকারি উচ্চ স্কুলের খেলার মাঠে নির্মাণ হবে সুবিশাল মঞ্চ। গেরুয়া রঙের চাদরে মোড়ে দেওয়া হবে গোটা মাঠ। শহরের প্রবেশপথ সহ বিভিন্ন স্থানে বসানো হবে বড় বড় তোরণ। দলীয় প্রদেশ সভাপতি, মুখ্যমন্ত্রী, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সহ দলের কেন্দ্রীয় ও রাজ্যস্তরের নেতাদের করিমগঞ্জ জেলায় স্বাগত জানাতে বড় বড় কাটআউটে সাজিয়ে তোলা হবে মূল সভাস্থল সহ গোটা শহরকে।

এ উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার সকালে এক শুভলগ্নে সরকারি বালক উচ্চ মাধমিক স্কুলের খেলার মাঠে জেলা বিজেপির পক্ষ থেকে পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী ভূমিপূজন করা হয়। জেলা বিজেপি পরিবারের পক্ষ থেকে সংঘের প্রাক্তন প্রচারক তথা বিশ্বহিন্দু পরিষদের প্রাক্তন প্রান্ত কার্যকরী সভাপতি রথীন্দ্র অধ্যাপক সংকল্প পাঠ করিয়ে সম্পূর্ণ বৈদিক রীতি অনুসারে ভূমিপূজন করেন। প্রদেশ বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী সভাকে ঘিরে এদিন সরকারি স্কুলের খেলার মাঠ উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। শঙ্খধ্বনি, উলুধ্বনি কিছুই বাদ যায়নি। ভূমিপুজা চলাকালীন জেলার বিদগ্ধ নয়জন পণ্ডিতের বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণে এলাকার আকাশবাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ভূমিপূজার মতো মাঙ্গলিক কাজে যাতে কোনও ধরনের ব্যাঘাত না ঘটে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে সকাল থেকে অনুষ্ঠানস্থলে দাঁড়িয়ে থেকে সবকিছুর তদারকি করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। ভূমিপূজনকে স্বার্থক করে তুলতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন প্রদেশ বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য।

সরকারি উচ্চ স্কুলের খেলার মাঠের এক কোণায় ভূমিপূজনের ব্যবস্থা করা হয়। কলাগাছ, ফুল বেলপাতা, নারিকেল, ধূপ-ধুনো কিছুই বাদ যায়নি। এক কথায় পুরো শাস্ত্রীয় বিধান মেনেই ভূমি পূজনের আয়োজন করা হয়। প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ মন্ত্রীপরিষদের অন্যান্য সদস্য, দলীয় বিধায়ক, সাংসদ সহ সাংগঠনিক কার্যকর্তাদের উপস্থিতিতে রাজ্য কার্যনির্বাহী সভা যাতে প্রান্তিক শহরে সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে ওঠে, এই কামনায় ভূমিপূজনের দায়িত্বভার সামলান রথীন্দ্র অধ্যাপক। যদিও এই কর্মযজ্ঞে তাঁকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন জেলারই স্বনামধন্য আরও নয়জন পণ্ডিত।২৩ এবং ২৪ ডিসেম্বর শহরের সরকারি উচ্চ স্কুলের খেলার মাঠে অনুষ্ঠেয় দু-দিনব্যাপী অসম প্রদেশ বিজেপির রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির সভায় যাতে কোনও ধরনের খামতি না থাকে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে দিনরাত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন জেলা বিজেপির বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তাগণ। সভা সম্পর্কে বলতে গিয়ে জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য ও প্রদেশ বিজেপির অন্যতম মুখপাত্র বিশ্বরূপ ভট্টাচার্য বলেন, প্রথমবারের মতো করিমগঞ্জে অনুষ্ঠেয় দলীয় রাজ্য কার্যনির্বাহী কমিটির দু-দিনের সভায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দলীয় উচ্চস্তরের কার্যকর্তাগণ এখানে এসে উপস্থিত হবেন। এছাড়া প্রদেশ বিজেপি সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সহ রাজ্য সরকারের গোটা মন্ত্রিমণ্ডল ও দলীয় বিধায়ক, সাংসদরাও উপস্থিত থাকবেন। তাই অতিথিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় এবং সভাও সুন্দর ও সফল হয়ে ওঠে, সেদিকে নজর রেখেই জেলা বিজেপি দিনরাত কাজ করে যাচ্ছে।সভাস্থলকে সাজিয়ে তুলতে গুয়াহাটি থেকে লোক এসেছে। হাইভোল্টেজ এই সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে দলের পাশাপাশি জেলাবাসীর সহযোগিতা কামনা করেছেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য। এদিন ভূমিপুজোকে স্বার্থক করে তুলতে যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পালের নেতৃত্বে শুভপ্রকাশ দেব, রাহুল চন্দ, দেবদুলাল দাস সহ অন্যান্য কর্মকর্তারা নিরলস পরিশ্রম করেছেন।

ভূমিপূজনে বিশিষ্টজনের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের জেলা সভাপতি নারায়ণ বণিক, আরএসএস- জেলা সংঘচালক নর্মদা চক্রবর্তী, সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের অধ্যক্ষ অঞ্জন গোস্বামী, বিজিত দাস। আজকের ভূমিপূজন অনুষ্ঠানে দলের পক্ষ থেকে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির সাধারন সম্পাদক নির্মল বণিক, সুধাংশু দাস, অজয় ভট্টাচার্য, শ্যামল ভট্টাচার্য, দীপক দাস, বিজিত চক্রবর্তী প্রমুখ।

ফের এনআরসিতে কাঁচি, উদ্বেগ সিআরপিসির, 'মাতৃভাষা নিয়ে আজমলের মন্তব্য অসাংবিধানিক'

শিলচর (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : জাতীয় নাগরিকপঞ্জি (এনআরসি)-র বর্তমান রাজ্য সমন্বয়ক হীতেশ দেবশর্মা জারিকৃত তালিকায় ত্রুটি রয়েছে বলে বহু মানুষের নাম ছেঁটে ফেলার যে ফরমান জারি করছেন এতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি (সিআরপিসিসি) অসম-এর কেন্দ্রীয় কমিটি। কমিটির সভাপতি প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এক প্রেস বার্তায় বলেছেন, উগ্র-প্রাদেশিকতাবাদি শক্তি ও বর্তমান সরকার ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব নিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। যে সরকার এনআরসি প্রক্রিয়া চলাকালে মহামান্য সুপ্রিম কোর্টের দোহাই তুলে প্রক্রিয়ায় বিদ্যমান ত্রুটিগুলোর বিরুদ্ধে কোনও কথা বললে বাধা দিয়েছে। সেই সরকারের ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা এখন ওই তালিকা বাতিল করে নতুন করে এনআরসি করার কথা বলছেন।এতেই স্পষ্ট, রাজ্যের ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব সহ সমস্ত সাংবিধানিক অধিকার কেড়ে নিতে সরকার বদ্ধপরিকর।

নাগরিক অধিকার সুরক্ষা সমন্বয় সমিতি সরকারের এ ধরনের জঘন্য কারসাজির তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষ থেকে সরকারকে ভাষিক ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নাগরিকত্ব সহ সমস্ত সাংবিধানিক স্বীকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখতে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে। এছাড়া, সিআরপিসিসি অসম-এর পক্ষ থেকে ধুবড়ির সাংসদ এআইইউডিএফ-প্রধান বদরউদ্দিন আজমলের মাতৃভাষা সংক্রান্ত বিতর্কিত মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়েছে, ২০২১ সালের আদমশুমারিতে রাজ্যের সাধারণ মানুষ তাঁদের মাতৃভাষা কী লেখাবেন তা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোনও নেতার এ ব্যাপারে মন্তব্য করা উচিত নয়। কারণ মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে রাজ্যের জনগণের যথেষ্ট জ্ঞান ও বুদ্ধি রয়েছে। দীর্ঘ বছর ধরে রাজ্যের উগ্র-প্রাদেশিকতাবাদি শক্তি ভাষিক সংখ্যালঘুদের মাতৃভাষার মর্যাদা কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। নির্বাচনে কতগুলো আসন লাভের লোভে বদরউদ্দিন আজমল উগ্র-প্রাদেশিকতাবাদিদের চক্রান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কাজ করছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক এবং চূড়ান্ত অসাংবিধানিক, অসহিষ্ণুতার নগ্ন দৃষ্টান্ত গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের মূলেই কুঠারাঘাত করে। ভবিষ্যতে এ ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকতে বদরউদ্দিনকে সংগঠনের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলায় ব্যর্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল সিদ্ধার্থ নাথ সিং

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): করোনা পরিস্থিতিতে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের প্রশাসনিক অদক্ষতা তীব্রভাবে প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এ কথা জানিয়েছেন উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রী তথা বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ নাথ সিং।

২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচন লড়বে আম আদমি পার্টি। এদিন এ কথা ঘোষণা করেছিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। এর পরেই আপ নেতাকে কটাক্ষ করে সিদ্ধার্থ নাথ সিং জানিয়েছেন, উত্তরপ্রদেশবাসী এর আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে বাতিল করে দিয়েছিল। কেজরিওয়ালের সুশাসনের দাবি ভিত্তিহীন। তীব্রতম সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে একজন প্রশাসকের দক্ষতা প্রমাণিত হয়। সে ক্ষেত্রে চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়েছেন কেজরিওয়াল। করোনা পরিস্থিতির সময় দিল্লিতে বসবাসকারী উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দাদের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেননি কেজরিওয়াল। এই সকল মানুষের পাশে ছিলেন উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। বিনামূল্যের রেশন এবং ভাতা প্রদান করে এইসকল দুর্গত মানুষকে সাহায্য করেছিল উত্তরপ্রদেশ সরকার। যোগী প্রশাসনের তরফ থেকে তাদেরকে বিনামূল্যে করোনা পরীক্ষাও করানো হয়। উত্তরপ্রদেশ যেখানে দু কোটিরও বেশি করোনা পরীক্ষা করিয়েছে সেখানে দিল্লি আটকে রয়েছে মাত্র ৭২ লাখে।

কাছাড়ের ভারত-বাংলা সীমান্তবর্তী জালালপুরে দুঃসাহসিক ডাকাতি, দুষ্কৃতীদের ধরতে পুলিশি অভিযান শুরু

কাটিগড়া (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : কাছাড়ের ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জালালপুরের গুমড়াগ্রান্টে এক দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংগঠিত হয়েছে। কিছুদিন পর পর কাটিগড়ায় সংঘটিত চুরি ডাকাতির ঘটনায় এলাকার জনমনে তীব্র আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে।

জানা গেছে, কিছুদিন আগে একটি অজ্ঞাতপরিচয় নম্বর থেকে গুমড়া গ্রান্টের সুপারি ব্যবসায়ী হাজি আব্দুল কালামকে ২০ লক্ষ টাকার দাবি করা হয়েছিল। টাকা দাবি করার পর কাটিগড়া থানায় একটি এফআইআর দাখিল করেন হাজি আব্দুল কালাম। নিজের নিরাপত্তার জন্য এসপিও প্রদানের আর্জি জানিয়েছিলেন হাজি আব্দুল কালাম। এই আর্জি জানানোর দেড় মাসের মাথায় সোমবার রাত দুটায় দুঃসাহসিক ডাকাতির ঘটনা সংঘটিত হয় হাজি আব্দুল কালামের ঘরে।

ঘরের গ্রিল ভেঙে ভেতরে প্রবেশ করে দুষ্কৃতীরা। এরা ঘরের বিভিন্ন জিনিসপত্র তছনছ করে দিয়েছে। নগদ ২০ হাজার টাকা নিয়ে গেছে বলে ব্যবসায়ী হাজি আব্দুল কালাম জানান। তবে বাড়ির লোকজনদের মারধর করনি দুষ্কৃতী। এদিকে ডাকাতির খবর পেয়ে আশপাশের লোকজন জমায়েত হওয়ায় তড়িঘড়ি পালিয়ে যাওয়ার পথে এলোপাথারি তিন রাউন্ড গুলি করে আতঙ্কের পরিবশ সৃষ্টি করে ডাকাত দল।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার জগদীশ দাস, কাটিগড়া থানার ওসি নয়নমণি ছয়ের পাতায়

পশ্চিমবঙ্গের নারী নির্যাতন নিয়ে কমিশনের উষ্মা, কী বলছেন প্রতিষ্ঠিত মহিলারা

অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : বাংলার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, নারী নিরাপত্তা নিয়ে এবার অভিযোগ তুলল জাতীয় মহিলা কমিশনও। অতি সম্প্রতি দু'দিনের রাজ্য সফরে এসেছিলেন জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা। রাজ্য প্রশাসনের নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে সরব হলেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, নারী নিরাপত্তা যথাযথ নয় এ রাজ্যে। নারীপাচারের মতো ঘটনাও ঘটে চলেছে অবাধে। অথচ সেসব রুখতে সক্রিয় নয় প্রশাসন। বাংলায় নারী নির্যাতনের যাবতীয় রিপোর্ট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যপালের কাছে নালিশ জানাতে চান রেখা শর্মা।

রেখা শর্মা এ রাজ্যে নারীদের উপর অত্যাচার নিয়ে আড়াইশোরও বেশি মামলার বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়ে আগে থেকে চিঠি লিখে রাজ্য পুলিশের ডিজি বীরেন্দ্রর সঙ্গে দেখা করার কথা জানিয়েছিলেন। সেইমতো, উভয়ের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল। বৈঠকে থাকার কথা ছিল কলকাতার পুলিশ কমিশনার, মুখ্যসচিবেরও। কিন্তু রেখা শর্মার অভিযোগ, শেষমুহূর্তে বৈঠকে তাঁরা হাজির হতে পারছেন না বলে জানান ডিজিপি।

অন্যদিকে প্রশাসনের বক্তব্য, জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের সঙ্গে বৈঠক হয়েছে। রাজ্য পুলিশের তরফে কয়েকজন প্রতিনিধিকে পাঠানো হয়েছিল সেই বৈঠকে। এই প্রসঙ্গে রেখা শর্মার অভিযোগ, যাঁরা রিপোর্ট নিয়ে আলোচনার জন্য এসেছিলেন, তাঁরা কেউই গত ৬ মাসে রাজ্যে নারী নিরাপত্তার কী পরিস্থিতি, তার খোঁজখবরই রাখেননি। অন্তত ২৭৬টি মামলার কোনও বিস্তারিত তথ্য নেই তাঁদের কাছে। এসব দেখেই কার্যত রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা নিয়ে ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন রেখা শর্মা। পকসো আইন এবং স্বতঃপ্রণোদিত মামলাগুলি নিয়েও তাঁরা বিশেষ ওয়াকিবহাল নন বলে অভিযোগ জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন। তাঁর দাবি, উত্তরবঙ্গের সীমান্তগুলিতে সুরক্ষার যথেষ্ট অভাব, তাই এই পথ নারী পাচারের জন্য আদর্শ।

পশ্চিমবঙ্গের নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের মন্ত্রী শশী পাঁজা এর প্রেক্ষিতে বলেন, "যে প্রসঙ্গে বলছেন, উত্তরবঙ্গের ঘটনার ক্ষেত্রে বিজেপি-ই যোগসূত্র ছিল। ওই দলের এখনকার এক সাংসদ জড়িত আছেন। তাঁদের এক নেত্রীকে হেফাজতে নেওয়া হয়েছিল। জাতীয় মহিলা কমিশনকে অবশ্যই শ্রদ্ধা জানাই। কারণ, ওটা একটা প্রতিষ্ঠান। কিন্তু এটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত মনে হচ্ছে। কারণ, তাঁরা রাজনৈতিক বিশারদের কাজ করছেন। বোঝাই যাচ্ছে, জাতীয় মহিলা কমিশনও বিজেপির সুরেই কথা বলছে।"

প্রতিক্রিয়ায় মানবাধিকার ও পরিবেশকর্মী সুমিতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "নারী নিগ্রহের বিষয়গুলো পুলিশ কিছু করছে না, সেটা জানা। কারণ মুখ্যমন্ত্রী তথা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কিছু করতে না দিলে পুলিশ কী করবে? গত বছর ১২ মে রবীন্দ্র সরোবরে সাফারি পার্কে কেএমডিএ-এর বন্ধ ফটকের সামনে পেট্রোল ঢেলে আমাকে পুড়িয়ে মারছিল। আমি জাতীয় মহিলা কমিশনকে জানাই। ওঁরা মামলা করেন। এখনও কিছু হয়নি। গত ২৭ নভেম্বর নবান্ন থেকে উপসচিব চিঠিতে জানান তদন্তের জন্য পুলিশ কমিশনারকে আমার চিঠি পাঠানো হচ্ছে। তারপর আবারও একটা চিঠি আসে। আজও তদন্ত শুরু হলনা। আমি রবীন্দ্র সরোবর থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে ওসি জয়ন্ত মুখার্জি আমাকে ঘাড় ধরে থানা থেকে বার করে দিতে বলেন। এ ব্যাপারে তৃণমূল কাউন্সিলারও জড়িত ছিলেন। অভিযুক্তদের কোনও সাজা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী মহিাদের সুরক্ষা দিতে বলছেন, আর ওসি থানা থেকে ঘাড় ধরে মহিলা অভিযোগকারীকে বার করে দিচ্ছেন।

রবীন্দ্র সরোবর সরকারি সম্পত্তি। অথচ, এর একটা অংশ তৃণমূল মন্ত্রীরা মসজিদকে দিয়ে দিচ্ছিল। আমরা যাঁরা সকালে হাঁটি সেই চেষ্টা বন্ধ করেছি। চার বছর ওই জায়গায় প্রতিবাদমিছিল করেছি। যেহেতু আমি প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিয়েছি, আমার নামে পাঁচটা মামলা হয়েছে। দুটো পরোয়ানা জারি হয়েছে। একটা বিজ্ঞপ্তি দিতে সামাজিক হেনস্থার জন্য রাত সাড়ে আটটায় আমার বাড়িতে আট জন পুলিশ এসেছে। এটা বেআইনি কাজ। সন্ধ্যা ছ'টার পর কারও বাড়িতে পুলিশ যেতে পারে? বিশেষ করে যেখানে আমি একা মহিলা থাকি। পশ্চিমবঙ্গ সরকার এইভাবে মহিলাদের ওপর বিনাকারণে নির্যাতন করে। আমার সঙ্গেই যখন এরকম করে, সাধারণ মহিলাদের কী অবস্থা হতে পারে ভাবুন! মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে গিয়ে আমি বিষয়টা জানিয়ে এসেছিলাম। কোনও লাভ হয়নি। এটাই এরাজ্যের মহিলাদের অবস্থা। অথচ, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা।"

একই মত পোষণ করেছেন সাংসদ তথা বিজেপি-র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেছেন, "পশ্চিমবঙ্গে মহিলাদের অবস্থা শোচনীয়। ২০১১-তে যখন পরিবর্তনের হাওয়া তোলা হয়েছিল, মহিলা মুখ্যমন্ত্রী স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। বলেঠিলেন মহিলাদের ওপর আর অত্যাচার হবে না। তাঁরা সুরক্ষিত থাকবেন। কিন্তু উনি রাজ্যে দায়িত্বে আসার পর সবচেয়ে বেশি অত্যাচার হয়েছে মহিলাদের ওপর। অবিচারের সবচেয়ে বেশি শিকার হয়েছে মহিলারা। আগামী দিনে এটা একটা বড় ইস্যু। বাংলার মহিলারা এটা নিয়ে আওয়াজ তুলেছে।"

রেখা শর্মার দাবি, তিনি বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে নিগৃহীত মহিলা এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছেন। বুঝেছেন যে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রেই নিষ্ক্রিয় ছিল, সঠিক ভূমিকা পালন করেনি। জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সনের এই অভিযোগের যথারীতি বিরোধিতায় সরব রাজ্য প্রশাসনের।

এ প্রসঙ্গে লেখিকা, বক্তা, সমাজকর্মী 'শুকতারা, ও 'নবকল্লোল'-এর সম্পাদিকা রূপা মজুমদার এই প্রতিবেদককে বলেন, মহিলাদের যে সমস্যা গুলোর কথা উঠছে সে তো আজকের নয়। এ জিনিস যুগ যুগ ধরে হয়ে আসছে। অথচ অদ্ভূত লাগে এই ভেবে যে এর কোনো সুরাহা কোনো কালেই হয় নি। মঞ্চে উঠে এই সমস্যা নিয়ে বক্তৃতা দিয়ে হাত তালি পাওয়া যায়। বা একটা সিনেমাতে মহিলাদের ওপর নির্যাতনের প্রতিবাদ দেখিয়ে বক্স অফিসে হিট দেখানো যায়, কিন্তু বাস্তবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য কী সত্যি কেউ এগিয়ে আসেন? আমি ইন্টার্ন ন্যাশানাল জাস্টিস মিশনের বেশ কয়েকটি আলোচনায় অংশ নিয়েছি, শিউরে যেতে হয় তাদের সমীক্ষার কথা জেনে। প্রত্যন্ত অঞ্চলে কিভাবে অবাধে নারী পাচার সংঘটিত হচ্ছে তার খবর বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই প্রচারমাধ্যমে আসে না। এমনকি অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসন বা পুলিশের কাছেও নথিভুক্ত করা হয় না। যদি বা অভিযোগ করাও হয়, আইনের গোলকধাঁধায় বছরের পর বছর আটকে পরে থাকে। সেই কবে কবিগুরু লিখে গিয়েছিলেন, বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। আজও তা প্রযোজ্য।

তাছাড়া সত্যি বলতে কী, নারী নির্যাতনের ঘটনা সমাজের সর্বস্তরেই, গ্রাম শহর নির্বিশেষে এত আকছার ঘটে তার ক'টাই বা জনসমক্ষে আসে? কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দল, বা প্রশাসন বা পুলিশকে দোষ দিয়ে লাভ নেই।

কারণ যে কোনো ব্যাপারেই বিচার আজ প্রহসনে গিয়ে ঠেকেছে। তাহলে কি এর সমাধান নেই? নারী পাচার বা নারী নির্যাতনের আমরা মেনে নেব? না। কখনোই না। এর জন্য চাই শিক্ষা, শুধু পুঁথিগত নয়, প্রকৃত শিক্ষা যার সূত্রপাত নিজেদের বাড়ি অর্থাৎ অভিভাবক থেকে হওয়া উচিত।

মেয়েদের সংঘবদ্ধ হয়ে এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্যা সমাধানের জন্য। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোকে আরো দেশী, বিদেশি বিভিন্ন সংস্থা যেমন মানবাধিকার সংগঠন বা রাষ্ট্রসঙ্ঘের সঙ্গে মিলে কাজ করতে হবে। অনেক বেশি স্বয়ংক্রিয় হতে হবে, অর্থাৎ এদের হাতে আরো বেশি ক্ষমতা প্রয়োজন। শিক্ষার আলোই একমাত্র এই অন্ধকার কে দূর করতে পারবে।'

বিটিআর চুক্তির বলে জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে, বহু প্রকল্পের ঘোষণা করে বলেছেন অর্থমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব

কোকরাঝাড় (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর) চুক্তির বলে এই অঞ্চলের জনসাধারণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ হবে। সকল জাতি-জনগোষ্ঠীর সমমর্যাদা এবং সম-উন্নয়নের মাধ্যমে বডোফা (উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্ম)-র কল্পনার বড়োভূমিকে গড়তে হবে। মঙ্গলবার সকালে কোকরাঝাড়ের বডোফানগরে গ্রিন ফিল্ডে লক্ষাধিক জনতার উপস্থিতিতে বিটিআর-এর মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদে প্রমোদ বড়োর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের পর ভাষণ দিচ্ছিলেন রাজ্যের বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

আজ বিশাল এই সমাবেশে মন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বেশ কয়েকটি প্রকল্প ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, বড়ো ভাষাকে রাজ্যস্তরে মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। বড়োল্যান্ড এলাকার বাইরে বসবাসকারী বড়ো জনগোষ্ঠীর জন্য বড়ো-কাছাড়ি স্বশাসিত পরিষদ গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে সরকার। বড়োল্যান্ডের বিদ্যালয়গুলিকে প্রাদেশিকীকরণ করতে সরকার বেশ কিছু নিয়মাবালি শিথিল করেছে। তিনি জানান, বড়োল্যান্ড এলাকার প্রতিটি জেলায় নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, নতুন স্টেডিয়াম, ওদালগুড়িতে বড়োল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস স্থাপন, তামুলপুরে নতুন মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, ৪০টি পরিষদীয় নির্বাচন এলাকায় একেকটি কলেজ এবং একেকটি স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হবে।

মন্ত্রী হিমন্তবিশ্বের আরও ঘোষণা, ২০২১ সালের পর কোকরাঝাড় মেডিক্যাল কলেজের নির্মাণকার্য শুরু হয়ে যাবে। ২০২২ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ওই মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চিকিৎসা প্রক্রিয়া শুরু হবে। বিটিআর চুক্তির অধীনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষণা অনুযায়ী ১,৫০০ কোটি টাকার প্যাকেজের মধ্যে ৭৫০ কোটি টাকার বাজেট ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়ে গেছে। নতুন পরিষদ কার্যভার গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে এই টাকা রিলিজ করে দেওয়া হবে, বিশাল সমাবেশে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

২০ ও ২১ ডিসেম্বর করোনা পরিস্থিতি সমীক্ষা করবে কেজরিওয়াল সরকার

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): বেসরকারি হাসপাতালে করোনা চিকিৎসার জন্য ৮০ শতাংশ শয্যার সংরক্ষণের নির্দেশ দিল্লি সরকার দিয়েছে। এর বিরুদ্ধে দিল্লি হাইকোর্টে দায়ের করা মামলায় দিল্লি সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে করোনা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখার জন্য ২০ ও ২১ ডিসেম্বর সমীক্ষা চালানো হবে। দিল্লি সরকারের তরফ থেকে হাইকোর্টকে জানানো হয়েছে যে আবহাওয়া এখন খারাপ রয়েছে। শীতকাল এখনও তীব্র রয়েছে। ফলে করোনা পরিস্থিতি নিয়ে ভবিষ্যৎবাণী করাটা দুষ্কর। এইসব শুনে বিচারপতি নবীন চাওলার ডিভিশন বেঞ্চ পরবর্তী মামলার শুনানি করবে ২৩ ডিসেম্বর।

এদিন শুনানি চলাকালীন দিল্লি সরকারের হয়ে সঞ্জয় জৈন জানিয়েছেন, ১১ ডিসেম্বর হলফনামা দায়ের করা হয়েছিল। হলফনামায় বলা হয়েছিল ২০ ও ২১ ডিসেম্বর করোনা সমীক্ষা চালানো হবে। তিনি আরও জানিয়েছেন যে প্রত্যেকদিন করোনা পরিস্থিতি পরিবর্তিত হতে শুরু করেছে। সপ্তাহের শেষে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

বিভ্রন্ত নয় কৃষকরা : সঞ্জয় রাউত

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): মঙ্গলবার দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তে কৃষক আন্দোলন ২০ তম দিনে পড়ল। এই আন্দোলন আরও দীর্ঘায়িত হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কেন্দ্রের তরফ থেকে আইন সংশোধন করার প্রস্তাব দেওয়া হলেও মানতে নারাজ কৃষকরা। কৃষকদের দাবি নতুন তিনটি কৃষি আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। ফলে পরিস্থিতি আরো জটিল আকার ধারণ করেছে। বিজেপির তরফ থেকে দাবি করা হয়েছিল যে কৃষকদেরকে বিভ্রান্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ কথা মানতে নারাজ শিবসেনা মুখপাত্র সঞ্জয় রাউত।

মঙ্গলবার তিনি জানিয়েছেন, কৃষকরা একেবারেই বিভ্রান্ত নয়। নির্বাচনে যখন এইসব কৃষকরা পঞ্জাবে বিজেপিকে জয়যুক্ত করেছিল তখন তাদের বিভ্রান্ত বলা হয়নি। ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার বিজেপির পশ্চিম জেলার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

যে স্টান্ট---এ মৃত্যু হতে পারত জ্যাকি চ্যানের

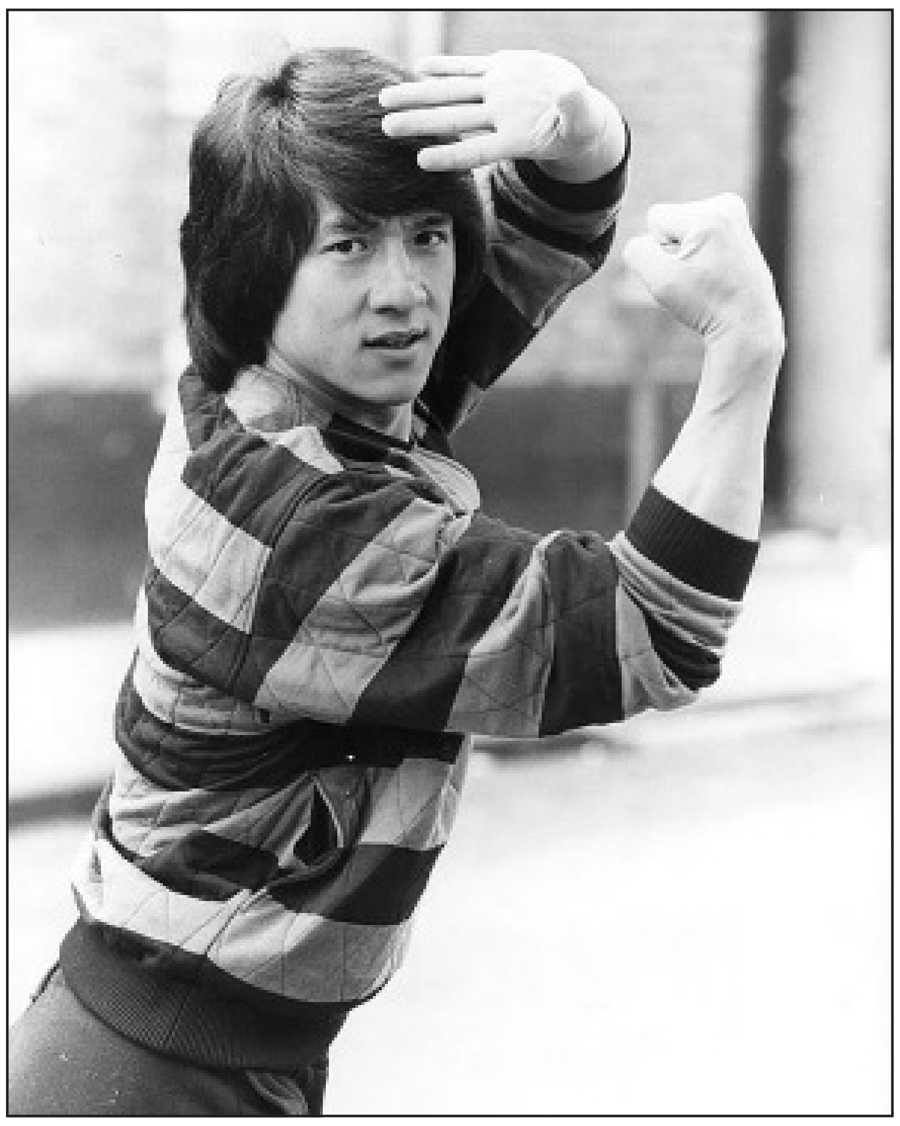

মার্শাল আর্টসের কারিকুরি আর কৌতুকপূর্ণ অভিনয় মানেই জ্যাকি চ্যান। হংকংয়ের এই জনপ্রিয় অভিনেতা ভক্তদের পছন্দের প্রথম দিকের তারকা। কিন্তু ভক্তদের মন জয় করতে কম কসরত করতে হয়নি তাঁকে। সিনেমার দৃশ্য বাস্তবসম্মত করতে জ্যাকি নিজেই করেন নিজের স্টান্ট। এটি করতে গিয়ে মাঝেমধ্যে মৃত্যুঝুঁকিতেও পড়তেন এই অভিনেতা। সম্প্রতি এমনই একটি স্টান্ট নিয়ে খবরের শিরোনাম হলেন জ্যাকি। এক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, পুলিশ স্টোরি ছবিটি করতে গিয়ে প্রায় মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছিলেন জ্যাকি চ্যান। এই ছবির স্টান্ট করতে গিয়ে বৈদ্যুতিক শক খেয়ে মৃত্যু হতে পারত তাঁর। মার্শাল আর্টসে পারদর্শী এই অভিনেতা স্টান্ট করতে গিয়ে দীর্ঘ চলচ্চিত্র ক্যারিয়ারে প্রচুর দুর্ঘটনার শিকার হয়েছেন। সবচেয়ে ভয়ংকর ঘটনা ঘটেছিল ১৯৮৫ সালে, 'পুলিশ স্টোরি' সিনেমাতে। শুটিংয়ের সময় সবকিছু সহজে হয়ে গেলেও পরবর্তী সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন, কতটা ভয়ংকর ছিল এটি।

পুলিশ স্টোরি সিরিজের ছবিগুলো দর্শকপ্রিয় যেমন, তেমনি স্টান্টও ছিল বেশ ঝুঁকিপূর্ণ। ছবিটির শেষ দিকের একটি মারামারির দৃশ্যে গুন্ডাদের ধাওয়া করে জ্যাকি চ্যানকে একটি শপিং মলের পুল বেয়ে নামতে দেখা যায়। সেখানে ছিল প্রচুর ঝাড়বাতি। পুল বেয়ে নামার সময় তাঁর শরীরে লেগে ঝাড়বাতিগুলো ঝলসে ওঠে। ঠিকঠাক নিজেই স্টান্ট করেছিলেন, ছবিতেও দেখতে লেগেছিল বেশ। কিন্তু জ্যাকি পরবর্তী সময়ে বুঝতে পেরেছিলেন, এটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। ওই ঝাড়বাতির তার ছিঁড়ে বৈদ্যুতিক শকে মারাও যেতে পারতেন জ্যাকি। শুধু তা—ই নয়, শুটিংস্পটে কোনো সুরক্ষা জালও ছিল না। যদি তিনি পুল বেয়ে নামার সময় পড়ে যেতেন, তাহলেও হতে পারত দুর্ঘটনা। ঝাড়বাতির তার ছিঁড়ে যাওয়ায় জ্যাকির হাতও পুড়ে যায় খানিকটা। ওই ছবিতেই আরেকটি স্টান্ট করতে গিয়ে হাতে আঘাত পেয়েছিলেন জ্যাকি। শুধু এই ছবিতেই নয়, আরও নানা অ্যাকশনভিত্তিক ছবি করতে গিয়ে নানা সময় জ্যাকি চ্যানকে হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।এখনো কাজ করে যাচ্ছেন জ্যাকি চ্যান। অসাধারণ সব ছবি দিয়ে ভক্তদের মন জয় করে যাচ্ছেন। তাঁর ঝুলিতে আছে বেশ কিছু সিনেমা। উইশ ড্রাগন, প্রজেক্ট এক্স-ট্রাকশন, দ্য হ্যান্ডসাম, ফাইভ অ্যাগেইনস্ট আ বুলেট, চায়নিজ জোডিয়াক টু ইত্যাদি।

৮৪৮ কোটি টাকার মামলায় জিতেছে মাইকেল জ্যাকসন স্টেট

টেলিভিশন নেটওয়ার্ক এইচবিওর বিরুদ্ধে করা মামলা জিতেছেন প্রয়াত পপতারকা মাইকেল জ্যাকসনের তত্ত্বাবধায়কেরা। এইচবিও নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র 'লিভিং নেভারল্যান্ড'—এ জ্যাকসনকে শিশু যৌন হেনস্তাকারী হিসেবে দেখানো হয়। জ্যাকসন তত্ত্বাবধায়কদের দাবি, বহু বছর আগে মীমাংসিত মিথ্যা এ ঘটনাকে পুনরায় সামনে এনে চ্যানেলটি জ্যাকসনের সঙ্গে চুক্তি ভেঙেছে। চুক্তিভঙ্গের দায়ে টেলিভিশন চ্যানেল এইচবিওর বিরুদ্ধে ১০ কোটি মার্কিন ডলারের (বাংলাদেশি মুদ্রায় ৮৪৮ কোটি টাকা) মানহানির মামলা করেছিল মাইকেল জ্যাকসনের তত্ত্বাবধায়কেরা। গত সোমবার আদালত মামলার রায় ঘোষণা করেন।

১৯৯২ সালে 'বুখারেস্ট: দ্য ডেঞ্জারাস ট্যুর' কনসার্টটি প্রচারের আগে এইচবিওর সঙ্গে মাইকেল জ্যাকসনের একটি চুক্তি হয়। চুক্তির একটি ধারা ভেঙে এইচবিও জ্যাকসনকে নিয়ে বিতর্কিত প্রামাণ্যচিত্র 'লিভিং নেভারল্যান্ড' নির্মাণ ও প্রচার করে। ২০১৯ সালের ২৫ অক্টোবর সানড্যান্স চলচ্চিত্র উৎসবে তথ্যচিত্রটির উদ্বোধনী প্রদর্শনী হয়।

এক প্রতিবেদনে ভ্যারাইটি জানিয়েছে, এইচবিও এই মামলার বিরোধিতা করে আপিল করে জানিয়েছিল, যে ধারায় মামলা করা হয়েছে, সেটি পুরোপুরি অপ্রাসঙ্গিক। শুধু তা—ই নয়, জ্যাকসন তত্ত্বাবধায়কেরা যৌন নিগ্রহের শিকার শিশুদের মুখ বন্ধ করে রেখেছেন। কিন্তু এইচবিওর করা ওই আপিল গতকাল সোমবার আপিল বিভাগের নবম সার্কিট কোর্টের তিন বিচারক খারিজ করে দিয়ে নিম্ন আদালতের রায় বহাল রাখেন। গত বছর নিম্ন আদালত মাইকেল জ্যাকসন তত্ত্বাবধায়কদের অভিযোগটি সালিসের জন্য আমলে নিয়েছিলেন। তাদের ভাষ্যমতে, এই প্রামাণ্যচিত্রে পপস্টার মাইকেল জ্যাকসনকে হেয় করা হয়েছে। এখানে জ্যাকসনের মতো পাবলিক ফিগারকে অবজ্ঞাও করা হয়েছে। জ্যাকসনের তত্ত্বাবধায়কেরা ৫৩ পৃষ্ঠার ওই অভিযোগপত্রে উল্লেখ করেন, তথ্যচিত্রটি অপপ্রচারমূলক ও একপেশে। এক পক্ষের বক্তব্যের ভিত্তিতে নির্মিত এ তথ্যচিত্র শিল্পীর সম্মানহানির উদ্দেশ্যেই নির্মাণ করা হয়েছে। এমনকি কোনো সত্যতাও নিশ্চিত করা হয়নি। মাইকেল জ্যাকসনের অ্যাটর্নি হাওয়ার্ড উইজম্যান জানিয়েছিলেন, এইচবিওকে প্রমাণ করতে হবে যে সার্বিক বাস্তবতার নিরিখে সত্য ও ভারসাম্য রেখেই তারা তথ্যচিত্রটি তৈরি করেছে। অন্যদিকে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ বলেছিল, মামলা-মোকদ্দমায় তারা দমছে না, এমনকি তথ্যচিত্র প্রচার বন্ধ করেনি। যথাসময়েই চার ঘণ্টার এ তথ্যচিত্র দুই পর্বে প্রচার করে। কিন্তু শেষে মামলা হেরেই গেল এইচবিও কর্তৃপক্ষ।

কথিত আছে, মাইকেল জ্যাকসন তাঁর জীবদ্দশায় ৭ ও ১০ বছর বয়সী দুই বালককে যৌন নির্যাতন করেছিলেন। তাঁরা এখন ৩০ বছরের যুবক। তাঁদের ভাষ্যের ওপর ভিত্তি করে নির্মিত হয়েছে ওই তথ্যচিত্র। এ দুজনের একজন ওয়েড রবসন এখন একজন কোরিওগ্রাফার। ব্রিটনি স্পিয়ার্সসহ নামী সব শিল্পী নিয়ে কাজ করেন তিনি।

মাইকেল জ্যাকসনের কাছে যৌন নির্যাতনের শিকার এক কিশোরের অভিযোগের ভিত্তিতে ২০০৩ সালে পুলিশ তাঁর ক্যালিফোর্নিয়ার খামারবাড়ি 'নেভারল্যান্ড'-এ তল্লাশি চালিয়েছিল। সেই খামারবাড়ির নামানুসারে তথ্যচিত্রের নামকরণ করা হয়েছে। জ্যাকসনের তত্ত্বাবধায়কদের দাবি, তথ্যচিত্রে ওয়েড রবসন ও জেমস সেফচাককে এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে জ্যাকসনের ঘনিষ্ঠ অন্য সবাই সেখানে রীতিমতো উপেক্ষিত। জ্যাকসন কখনোই শিশুদের সঙ্গে বাজে আচরণ করতেন না। বরং সব সময় তিনি তাদের আদর করতেন।

ভালোবাসা, জ্ঞান, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের নানা ঘটনা নিয়ে নির্মিত হয়েছিল আ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস, দ্য রোড টু গ্লোরি, ১৯১৭—এর মতো বেশ কিছু সিনেমা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে স্তালিনগ্রাদ, দ্য ক্রেনস আর ফ্লাইং, জো জো র‍্যাবিট—এর মতো অনেক সিনেমা। এগুলো যুদ্ধের নৃশংসতা তুলে রেখেছে, নতুন প্রজন্মকে যুদ্ধের ইতিহাস আর শান্তির প্রয়োজনীয়তা জানানোর জন্য। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়েও কিছু সিনেমা তৈরি হয়েছে। তবে সেই পরিমাণ অপ্রতুল আর যথেষ্ট মানসম্পন্ন নয় বলে মনে করেন খোদ চলচ্চিত্র অঙ্গনের মানুষেরাই। তাঁরা মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের প্রতি ভালোবাসা, জ্ঞান, নির্মাণের পৃষ্ঠপোষকতা নেই বলেই মানসম্পন্ন সিনেমা তৈরি করা হয়ে ওঠেনি। এমনকি এখনো হচ্ছে না।

মুক্তিযুদ্ধের প্রথম ছবি ওরা ১১ জন---এর প্রযোজক ও অভিনেতা সোহেল রানা মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধ ও দেশের প্রতি ভালোবাসা থাকলে যুদ্ধের ছবি বানানো সম্ভব হতো। ১৯৭১ সালের পর থেকে যতগুলো সিনেমা তৈরি হয়েছে, সেগুলোর প্রযোজক—পরিচালকেরা হয় মুক্তিযুদ্ধ করেছেন, নয়তো দেখেছেন। সে কারণে তাঁরা কিছু ছবি নির্মাণের চেষ্টা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'ওই সময়ের প্রযোজক—পরিচালকদের হয়তো টেকনিক্যাল জ্ঞান তেমন ছিল না, কিন্তু হৃদয় দিয়ে তাঁরা সেদিন সিনেমাগুলো বানিয়েছিলেন।' আক্ষেপ নিয়ে তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে তেমন কোনো ভালো ছবি গত ৪৯ বছরে হয়নি, এ জন্য অনেকটাই দায়ী আমাদের লেখকেরাও। তাঁরা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে সে রকম গল্প---উপন্যাস লেখেননি, যা মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ছবি তুলে ধরতে পারে। লিখলে সেসবের ওপর ভিত্তি করে ছবি বানানো যেত।'

একসময় হারুনর রশীদ বানিয়েছিলেন মেঘের অনেক রং। আমরা এখন সে রকমও বানাতে পারি না, কারণ, আমাদের ইচ্ছাও নেই। চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম, সামাজিক আন্দোলনের একটা হাতিয়ার। সেই বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ সামনে রেখে সরকারকে কিছু কিছু জায়গায় ভূমিকা রাখতে হবে।

সারাহ বেগম কবরীপ্রথম আলো

অভিনেত্রী ও পরিচালক সারাহ বেগম কবরী মনে করেন, মুক্তিযুদ্ধের আবেগকে কাজে লাগিয়ে বেশ কিছু ছবি নির্মাণের চেষ্টা করেছেন বেশ কয়েকজন পরিচালক। কিন্তু সেসব তেমন ভালো ছবি হয়নি। যে দু—একটা হয়েছে, সেগুলো তেমন অর্থসহায়তা পায়নি, এমনকি পায়নি প্রদর্শনের জায়গাও। তিনি বলেন, 'সিনেমা মানেই বিনোদন। সিনেমাকে আমি সর্বজনীনভাবে দেখি। সিনেমায় জীবন আসবে, যুদ্ধ সেই জীবনের অনুষঙ্গ হয়ে আসবে। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ভালো সিনেমা নেই। এখন অনুদান নিয়ে যারা সিনেমা বানাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে এদের কেউ সারা জীবন অভিনয় করে হঠাৎ নির্মাণে এসেছে, অনেকে প্রথম সিনেমা বানাচ্ছে। এই পরিচালকদের অনেকেরই নেই প্রশিক্ষণ, পড়াশোনা বা সিনেমা দেখার অভিজ্ঞতা।'

নাসির উদ্দিন ইউসুফপ্রথম আলো

গেরিলা ছবির পরিচালক নাসির উদ্দীন ইউসুফ মনে করেন, যুদ্ধের সিনেমা নির্মাণে আমাদের নির্মাতাদের জ্ঞানের ঘাটতি রয়েছে। তিনি বলেন, 'মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। একসময় হারুনর রশীদ বানিয়েছিলেন মেঘের অনেক রং। আমরা এখন সে রকমও বানাতে পারি না, কারণ আমাদের ইচ্ছাও নেই। চলচ্চিত্র একটি শক্তিশালী মাধ্যম, সামাজিক আন্দোলনের একটা হাতিয়ার। সেই বিবেচনায় মুক্তিযুদ্ধ সামনে রেখে সরকারকে কিছু কিছু জায়গায় ভূমিকা রাখতে হবে।'

অন্যদিকে মুক্তিযুদ্ধের ছবি তেমন নির্মিত হয়নি বলে নিরাশ হতে চাননি জয়যাত্রা ছবির পরিচালক তৌকীর আহমেদ। তিনি বলেন, 'এ ধরনের পিরিয়ডিক কাজ সময় ও ব্যয়সাপেক্ষ। তবে বিশ্বযুদ্ধের শতবর্ষ পরও তা নিয়ে ছবি নির্মিত হয়েছে।

আইসোলেশনে মাহিরা কী সিনেমা দেখবেন, পরামর্শ চাইলেন

করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন শাহরুখ খানের 'রইস' সিনেমার অভিনেত্রী মাহিরা খান। ৩৫ বছর বয়সী এই পাকিস্তানি তারকা নিজেই একটি ইনস্টাগ্রাম পোস্টের মাধ্যমে নিশ্চিত করেছেন এই খবর। মাহিরা জানিয়েছেন, তিনি আইসোলেশনে আছেন। গত কয়েক দিনে যাঁরা মাহিরার সংস্পর্শে এসেছেন, তাদেরকেও করোনা পরীক্ষা করাতে বলেছেন এই অভিনেত্রী।

ইনস্টাগ্রামে মাহিরা লেখেন, 'আমার করোনা পজিটিভ। আমি নিজেকে সবার থেকে আলাদা রাখছি। গত কয়েক দিনে যাঁরা আমার সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁদেরকে আমি আমার করোনায় আক্রান্তের খবর জানিয়েছি।'মাহিরা আরও লেখেন, 'সময়টা খারাপ যাচ্ছে। তবে আমি বিশ্বাস করি, দ্রুত সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনারা প্লিজ মাস্ক পরুন। আর অন্যান্য স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন। এটা আপনাকেও বাঁচাবে, অন্যদেরকেও বাঁচাবে। আমার জন্য দোয়া করুন। আর জানান, এই সময়ে কী কী সিনেমা দেখে ফেলব।'

সম্প্রতি পাকিস্তানের লাহোরে ফাওয়াদ খানের সঙ্গে 'নিলুফার' নামে একটি সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন মাহিরা। জুলাই মাসে দীর্ঘ বিরতির পর শুটিংয়ে ফিরে লিখেছিলেন, 'মনে হচ্ছে নতুন জীবন পেলাম। নতুন করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়ানোর এই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করার মতো না।' এর আগে ২০১৭ সালে বলিউড সুপারস্টার শাহরুখ খানের বিপরীতে 'রইস' সিনেমাতে অভিনয় করে বলিউডে অভিষেক হয়েছিল তাঁর।ফাওয়াদ খানের সঙ্গেই টিভি সিরিয়াল 'হামসাফার'—এ অভিনয় করে ব্যাপক জনপ্রিয়তা পান এই অভিনেত্রী। ২০১১ ও ২০১২ সালে প্রচারিত হয় সিরিয়ালটি। এই মুহূর্তে একের পর এক সিনেমা আছে মাহিরার হাতে। তাঁকে সর্বশেষ দেখা গেছে 'সুপারস্টার' সিনেমায়। এরপর তাঁকে দেখা যাবে 'দ্য লিজেন্ড অব মওলা জাত' সিনেমায়।

মঙ্গলবার আগরতলায় আয়োজিত এগিয়ে চল সংঘের উদ্যোগে সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

নেতা নই, আপনাদের পুত্র-ভাই, বিটিআর-এর নয়া প্রধান পদে শপথ নিয়ে বললেন প্রমোদ, অবসান ১৭ বছরের হাগ্রামারাজ

কোকরাঝাড় (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : আমি নেতা নই, আপনাদের পুত্র-ভাই, কোনও ভুলভ্রান্তি হলে দিশা-নির্দেশ দেবেন। মঙ্গলবার বোড়োল্যান্ড টেরিটরিয়াল রিজিওন (বিটিআর)-এর প্রধান তথা মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে শপথ নিয়ে প্রদত্ত ভাষণে বলেছেন আবেগিক প্রমোদ বড়ো। আজ সকাল ১১.৪৭ মিনিটে কোকরাঝাড়ের বডোফানগরে গ্রিন ফিল্ডে লক্ষাধিক জনতা এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল, বহু দফতরের মন্ত্রী তথা নেডা-র আহ্বায়ক হিমন্তবিশ্ব শর্মা, মন্ত্রী ভবেশ কলিতা, বিজেপির সর্বভারতীয় অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তথা মঙ্গলদৈয়ের সাংসদ দিলীপ শইকিয়া, ত্রিপুরার মন্ত্রী মেবারকুমার জমাতিয়া, প্রদেশ সভাপতি রঞ্জিতকুমার দাস, কোকরাঝাড়ের সাংসদ গণ সুরক্ষা পার্টি জিএসপি-র সভাপতি নবকুমার শরণিয়া, সাংসদ পল্লবলোচন দাস, কয়েকজন বিধায়ক সহ বহু নেতা সরকারি শীর্ষ পদাধিকারীর উপস্থিতিতে মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদে প্রমোদ বড়োকে পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব জিষ্ণু বরুয়া। সেই সঙ্গে আরও চার পারিষদকেও পদ ও গোপনীয়তার শপথবাক্য পাঠ করিয়েছেন মুখ্যসচিব। তাঁরা উপ-মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পদে ইউপিপিএল-এর গোবিন্দ বসুমতারি, কার্যনির্বাহী সদস্য (ইএম) পদে তিনজন গণ সুরক্ষা পার্টি (জিএসপি)-র ঘনশ্যাম দাস, বিজেপির দিগন্ত বরুয়া এবং গৌতম দাস (বিজেপি)।

১৭ বছরের হাগ্রামারাজের অবসান ঘটিয়ে বিটিআর-এর ক্ষমতা দখল করেছে ইউপিপিএল-বিজেপি-জিএসপি জোট। ৪০ আসনবিশিষ্ট বিটিআর নির্বাচনে বিপিএফ সর্বাধিক ১৭টি আসন লাভ করেছিল। কিন্তু ম্যাজিক সংখ্যা ২১-এ পৌঁছতে পারেনি। তাই ১২ আসন লাভ করে ইউপিপিএল বিজেপির ৯ এবং জিএসপি-র ১ সদস্যকে নিয়ে বিটিআর-এর নতুন পরিষদ দখল করেছে।

শপথ গ্রহণের আগে নতুন মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বড়োর সঙ্গে উপ-মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য গোবিন্দ বসুমতারি বডোফা নগরে অবস্থিত বডোফা উপেন ব্রহ্মের প্রতিমূর্তিতে প্রদীপ প্রজ্বলন ও মাল্যর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছেন।

শপথ গ্রহণ করে লক্ষাধিক জনতার সামনে প্রদত্ত ভাষণে প্রমোদ বড়ো প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের উদ্যোগে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পন্ন বিটিআর চুক্তিকে মানবতার চুক্তি বলে অভিহিত করেছেন। প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, নরেন্দ্র মোদী এমন এক ব্যক্তি যিনি যে কোনও সমস্যা সমাধান করতে পারেনষ। মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং মন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মারও উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তিনি। প্রত্যাশা ব্যক্ত করে প্রমোদ বলেন, বিটিআর পরিষদ যে সকল কাজ সমাধান করতে পারবে না সে ব রাজ্য সরকার সমাধান করতে সচেষ্ট হবে।

বিটিআর এলাকার জনসাধারণের উদ্দেশ্যে নয়া মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বলেন, "আমি আপনাদের নেতা নই, আমি আপনাদের বেটা, পুত্র, ভাই। পুত্র যেমন পিতা-মাতার সেবা করে, আমিও তেমনই করে যাব।"

করিমগঞ্জের চেরাগিবাজার জবরদখলমুক্ত করার দাবি, জেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে স্মারকপত্র

করিমগঞ্জ (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : অবৈধ জবরদখলকারী সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে কঠোর আইনি ব্যবসা গ্রহণের দাবিতে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথের কাছে স্মারকপত্র প্রদান করেছেন দক্ষিণ করিমগঞ্জের স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রতিনিধিরা।

একটি জবর দখলকারী সিন্ডিকেট চেরাগি বাজারের সরকারি শেডঘরগুলি বেদখল করে বসতবাড়ি ও সায়ী দোকান বানিয়ে নেওয়ায় ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে। বাধ্য হয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা তাঁদের ফল সবজি সহ অন্যন্য সামগ্রীর পসরা সাজিয়ে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে বসতে হয় অসম-ত্রিপুরা জাতীয় সড়কের ফুটপাতে। জবর দখলকারীদের দৌরাত্ম্যে জেলার এক সময়ের ঐতিহ্যবাহী চেরাগি বাজার আজ জবরদখলে চলে গিয়েছে। এক সময় যে বাজার থেকে সরকারি লক্ষ লক্ষ টাকার রাজস্ব আদায় হতো বর্তমান সময়ে বাজারটি সরকারি রাজস্ব কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকায় এসে ঠেকেছে। ২০১৬ সালে জবরদখলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিল করিমগঞ্জ যুব কংগ্রেস। সেই সময় যুব কংগ্রেসের কর্মকর্তারা জবরদখলকারি চক্রের বিরুদ্ধে আইনি লড়াইয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু সে সময় বিধানসভা ভোটের তোড়জোড় শুরু হয়ে গেলে সেই আইনি লড়াই আর বেশি দূর এগোয়নি। তবে এবার জবর দখলকারীদের কাছ থেকে বাজারটি উদ্ধারে মাঠে নেমেছেন বারইগ্রাম জিপি সভানেত্রী মাসুমা পারভিন, আঞ্চলিক পঞ্চায়েত সদস্য কামাল উদ্দিন সহ বারইগ্রাম জিপি-র সিংহভাগ পঞ্চায়েত সদস্যা সদস্য।

চেরাগি বাজারটি প্রশাসনিক হস্তক্ষেপে জবরদখলকারী চক্রের হাত থেকে মুক্ত করে সাধারণ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়ার দাবিতে করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আশিস নাথকে একটি স্মারকপত্র প্রদান করা হয়েছে। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়েছে, জেলা পরিষদ থেকে স্মারকপত্রটি ইতিমধ্যে নিলামবাজার সার্কল অফিসে পাঠানো হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্ত প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে।

এদিকে চেরাগি বাজার জবরদখল মুক্তের অন্যতম আন্দোলনকারী যুব কংগ্রেস নেতা জাইজুল হুসেন প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, বিভাগীয় কর্তৃপক্ষ ও সানীয় প্রশাসনের উদাসীনতার সুযোগে ভূমাফিয়া চক্র বহাল তবিয়তে রয়েছে। কারণ এক সময় আইনি প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্বে আসার পর বিভাগীয় আধিকারিকরা ম্যানেজ হয়ে তাঁর লড়াই কার্যত থামিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এবারের লড়াই সফল করতে কোনও অবসায় পিছ পা হবেন না। প্রয়োজনে এবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে হলেও প্রস্তত বলে জানান জাইজুল হুসেন। চেরাগিবাজার বেদখল মুক্ত করতে এলাকার সকলস্তরের জনগণের সর্বিক সহযোগিতা কামনা করেছেন বারইগ্রাম জিপি সভানেত্রী মাসুমা পারভিন।

দল ছাড়লেন অগপ বিধায়ক পবিন্দ্র ডেকা, যোগ দেবেন নবগঠিত এজেপি-তে

গুয়াহাটি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন রাজ্যের প্রথমসারির আঞ্চলিক দল অসম গণ পরিষদ (অগপ)-এর নেতা তথা পাটাসারকুচির বিধায়ক পবিন্দ্র ডেকা। মঙ্গলবার দিশপুরে তাঁর সরকারি আবাসে সাংবাদিকদের ডেকে পদত্যাগের খবর শুনিয়েছেন দলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য পবিন্দ্র।

পবিন্দ্র ডেকা জানান, ইতিমধ্যে অগপ সভাপতি অতুল বরার কাছে তাঁর ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। দলের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, "আঞ্চলিকতাবাদী চরিত্র হারিয়ে অগপ এখন প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি"-তে পরিণত হয়েছে। নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইস্তফা দিয়েছেন। নাগরিকত্ব বিল পেশ হওয়ার আগে থেকে তিনি এর বিরুদ্ধাচরণ করে আসছেন। কিন্তু অগপ সভাপতি সহ তাঁর কয়েকজন অনুগামী এই আইনকে সমর্থন করে এখনও সরকারের শরিক দল হিসেবে রয়েছেন। তা তিনি কোনওভাবেই সমর্থন করেন না। তিনি বলেন, রাজ্যসভায় অগপ সাংসদ এই বিলের সমর্থনে ভোট দিয়ে দলের স্বরূপ প্রকাশ করে দিয়েছেন।

অগপকে প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানি বলে কটাক্ষ করে বিধায়ক ডেকা বলেন, 'অতুল বরা, কেশব মহন্ত এবং ফণীভূষণ চৌধুরীর নীতি-নির্দেশিকাই এখন সবাইকে শিরধার্য করে নিতে হবে। তা কখনও হয় না। দলের একটা স্পষ্ট নীতি ও অবস্থান আছে।' বিধায়ক পবিন্দ্রের অভিযোগ, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের প্রবল বিরোধিতা করার জন্য দলের ভিতর তাঁকে গত এক বছর ধরে কোণঠাসা করে রাখা হয়েছে। তবে এখনই বিধায়ক পদে ইস্তফা দেবেন না। প্রয়োজনে তাঁর নির্বাচন ক্ষেত্রের মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে পদ ছাড়বেন, জানান বিধায়ক পবিন্দ্র। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই আরও তিনজন অগপ বিধায়ক দল ছাড়বেন।

অগপ ছেড়ে নবগঠিত দল অসম জাতীয় পরিষদ (এজেপি)-এ যোগদান করবেন কিনা জানতে চাইলে ইতিবাচক ইঙ্গিত দিয়ে দু-একদিনের মধ্যে সে খবর খোলসা করবেন বলে জানান তিনি। এদিকে সূত্রের খবর, আগামীকাল ১৬ ডিসেম্বর থেকে শিবসাগরে অনুষ্ঠেয় এজেপি-র দুদিবসীয় অধিবশনে প্রাক্তন আসু নেতা লুরিনজ্যোতি গগৈয়ের সঙ্গে নবগঠিত দলে বিধায়ক পবিন্দ্র ডেকার যোগ দেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা।

পথ দুর্ঘটনায় নিহত আরএসএসের ভেঙ্কটরমণ হোল্লা

মেঙ্গালুরু, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের (আরএসএস) মেঙ্গালুরু মন্ডলের প্রমুখ ভেঙ্কটরমণ হোল্লা। মঙ্গলবার সকালে পথদুর্ঘটনায় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬০। মঙ্গলবার সকালে মোটরবাইকে করে বিসি রোডের এগ্রাবেলের নিজের বাড়িতে ফিরছিলেন তিনি। ফেরার পথে কাবকার পৌলথায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে তাঁর বাইকটি রাস্তার ব্যারিকেডে সজোরে ধাক্কা মারে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তাঁর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুত্তুরু থানার পুলিশ।

উল্লেখ করা যেতে পারে নিজের কর্ম কৌশলের মাধ্যমে আরএসএস এর মধ্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন তিনি। বিশিষ্ট বিজেপি নেতা নলিন কুমার কটিলের গুরু এবং পথপ্রদর্শন ছিলেন তিনি। গ্রামীণ বিকাশ সমিতির মেঙ্গালুরু ডিভিশনাল কো-অর্ডিনেটর হিসেবে তিনি স্থানীয় তরুণ প্রজন্মকে আত্মনির্ভর করে তুলেছিলেন।

২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনে লড়বে আপ : কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আম আদমি পার্টি (আপ) এবার ২০২২ সালের উত্তর প্রদেশ বিধানসভা নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। জানিয়ে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল। কিন্তু, কেন? উত্তরও দিয়েছেন কেজরিওয়াল। দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, উত্তর প্রদেশের জনগণ আমাদের কাছে দিল্লির মতোই সুযোগসুবিধা এবং সরকার চাইছেন। মঙ্গলবার কেজরিওয়াল জানান, "উত্তর প্রদেশে পরবর্তী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে আপ। উত্তর প্রদেশের জনগণ আমাদের কাছে দিল্লির মতোই সুযোগসুবিধা এবং সরকার চাইছেন।"

কেজরিওয়াল জানান, 'নোংরা রাজনীতি' এবং 'দুর্নীতিগ্রস্ত' রাজনীতিকদের জন্য অগ্রগতি ও বিকাশ থেকে পিছিয়ে পড়েছে উত্তর প্রদেশ। স্বাস্থ্য সুবিধা এবং শিক্ষার জন্য উত্তর প্রদেশের জনগণকে কেন দিল্লির দিকে তাঁকিয়ে থাকতে হবে, এই প্রশ্নে কেজরিওয়াল জানান, মহল্লা ক্লিনিক, বিনামূল্যে বিদ্যুৎ, জল, ভালো শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।

করিমগঞ্জের নাগ্রাবাজার হাসপাতালে ডাক্তার ও ফার্মাসিস্ট নিয়োগের দাবিতে স্মারকপত্র

বাজারিছড়া (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : করিমগঞ্জ জেলার বাজারিছড়া থানাধীন নাগ্রাবাজার মিনি হসপিটালে চিকিৎসক, ফার্মাসিস্ট সহ কর্মী নিযুক্তির দাবি জানিয়ে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের যুগ্ম অধিকর্তা তথা সদস্য সচিব (ডিএইচএস)-এর কাছে এক স্মারকপত্র প্রদান করেছেন স্থানীয় জনতা।

জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক পঙ্কজ নাগের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল স্মারকপত্রটি তুলে দেন যুগ্ম অধিকর্তা অনুপকুমার দৈতারির হাতে। প্রদত্ত স্মারকপত্রে স্থানীয়রা লিখেছেন, করিমগঞ্জ জেলার প্রত্যন্ত সীমান্তবর্তী অঞ্চলের এই মিনি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে দীর্ঘ দিন থেকে স্থায়ী মেডিক্যাল অফিসার ও ফার্মাসিস্ট না থাকার দরুন অনেক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের অধীনস্থ বিভিন্ন গ্রামের সাধারণ মানুষকে। এলাকাবাসীর কাছে এই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের গুরুত্ব অপরিসিম হলেও বর্তমান সরকারের অবহেলার শিকার হয়েছে স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি। ফলে এলাকার প্রায় দশ হাজার জনগণ ন্যূনতম স্বাস্থ্য পরিষেবা থেকে বঞ্চিত হয়ে বাইরে অন্যত্র গিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে চিকিৎসা করাতে বাধ্য হচ্ছেন। এতে অনেককে গৃহ পালিত পশু, খেতের জমিও বিক্রি করতে হচ্ছে।

বিষয়টি খতিয়ে দেখে উদ্ভূত সমস্যা সমাধান করতে নাগ্রাবাজার মিনি হসপিটালে একজন চিকিৎসক সহ একজন সহকারী চিকিৎসক নিয়োগের দাবি জানান এলাকার ভুক্তভোগীরা। স্মারকপত্রের প্রতিলিপি জেলাশাসক, পাথারকান্দির বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল, এসডিএমও, পাথারকান্দি ব্লক পিএইচসি মেডিক্যাল অফিসার, বাজারিছড়া এসএইচসি ইনচার্জ সহ ডিপিএম করিমগঞ্জ সকাশেও পাঠানো হয়েছে। স্মারকপত্রে স্বাক্ষর করেছেন হাজি আব্দুল রকিব, আব্দুল হাসিব, আয়াজ আলি, জাহিরুল ইসলাম, সালেম উদ্দিন, আব্বাস উদ্দিন প্রমুখ।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন নৌবাহিনী ভাইস এডমিরাল

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ভারতীয় নৌবাহিনীর ভাইস এডমিরাল শ্রীকান্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সোমবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। নৌবাহিনীর প্রজেক্ট সি বার্ড কারবার নৌঘাঁটির দায়িত্বে ছিলেন তিনি। এর আগে ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমীর কমান্ডার এবং পরমাণু সুরক্ষার মহানিরীক্ষক পদেও সাফল্যের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। নৌবাহিনীর মধ্যে তিনি "গ্রে ডলফিন " নামে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ভারতীয় নৌবাহিনীর মধ্যে ডুবোজাহাজ সংক্রান্ত বিষয়ে তিনি পারদর্শী ছিলেন। সোমবার গভীর রাতে দিল্লিতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আগামী ৩১ ডিসেম্বর অবসরগ্রহণ করতেন। কিন্তু তার আগেই ইহলোকের মায়া ত্যাগ করলেন তিনি।

তাঁর প্রয়াণে শোক প্রকাশ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং। শোকবার্তায় তিনি জানিয়েছেন, ডিজি সি বার্ড ভাইস এডমিরাল শ্রীকান্তের আকস্মিক মৃত্যুতে দুঃখ পেয়েছি। রাষ্ট্রের প্রতি তাঁর বিশেষ অবদান উল্লেখযোগ্য এবং সেবা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা রইল।

বিশ্বনাথ ঘাটে উদ্ধার জখম হরিণ

বিশ্বনাথ (অসম), ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিশ্বনাথ ঘাটের নতুন গ্রামের মিলন চুবুরিতে একটি জখম হরিণ উদ্ধার হয়েছে। ধারণা করা হচ্ছে, অন্য কোনও বন্য জন্তুর হামলায় ঘায়েল হয়েছে হরিণটি। দুই পা ঘায়েল হওয়ায় মাটিতে পড়ে রয়েছে সে।এদিকে আঘাতপ্রাপ্ত হরিণের খবর পেয়ে বিশ্বনাথ থেকে বন দফতরের কর্মীরা গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাকে উদ্ধার করে সেন্ট্রাল ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসে নিয়ে গেছেন। সেখানে হরিণটির চিকিৎসা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। বন আধিকারিকের ধারণা, খাদ্যের সন্ধানে হরিণটি সংলগ্ন কাজিরঙা জাতীয় উদ্যান থেকে বেরিয়ে জনবসতি এলাকায় এসে পড়েছিল।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রধান অতিথি বরিস জনসন : এস জয়শঙ্কর

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): ২০২১ সালের ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন ইংল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসন। মঙ্গলবার দিল্লির সাংবাদিক সম্মেলনে এ কথা জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর।

গোটা বিষয়টি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি দাবি করেছেন যে ভারত- ইংল্যান্ড এর সম্পর্কে নতুন যুগের সূচনা প্রতীক হতে চলেছে বরিস জনসনের প্রজাতন্ত্র দিবসে উপস্থিত থাকাটা। ভারতের কাছে ইংল্যান্ড যে অপরিসীম গুরুত্ব বহন করে চলেছে সেদিকে আলোকপাত করে এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন সংঘের মঞ্চে ভারতের কাছে ইংল্যান্ডের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগামী দিনে দুই দেশ আরও নিবিড় ভাবে কাজ করে যেতে চায়। দুই দেশের সম্পর্কে যে পরিমাণ উন্নতি হয়েছে তার থেকে প্রত্যাশা আরও বেড়ে গিয়েছে।

এর আগে ইংল্যান্ডের বিদেশ সচিব ডমিনিক রেবের সঙ্গে প্রায় চার ঘন্টা ম্যারাথন বৈঠকের পর ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর জানিয়েছেন, দুই দেশের সম্পর্ককে পরবর্তী পর্যায়ে নিয়ে যেতে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন, প্রতিরক্ষা ও সুরক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য মতন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। জানা গিয়েছে দুজনের মধ্যে বৈঠকে আফগানিস্থান, মধ্যপ্রাচ্য, প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, সন্ত্রাসবাদ ও বিচ্ছিন্নতাবাদ মত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

উল্লেখ করা যেতে পারে সোমবার চার দিনের ভারত সফরে এসেছেন ডমিনিক রেব। করোনা উত্তর পৃথিবীতে দুই দেশের সম্পর্ক যে নতুন যুগের ইঙ্গিত বহন করে চলেছে সেই কথা জানিয়েছেন এস জয়শঙ্কর।

এইমসের নার্সদের বিক্ষোভ প্রত্যাহারের আহ্বান করলেন অশ্বিনীকুমার চৌবে

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.): দিল্লির এইমসের নার্সদের কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ প্রত্যাহারের আহ্বান করলেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী অশ্বিনী কুমার চৌবে। বিক্ষোভরত নার্সদের উদ্দেশ্য করে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জানিয়েছেন যে সরকার গোটা বিষয়টি সহানুভূতি পূর্বক সমাধানে আগ্রহী। এইমস কর্তৃপক্ষ নার্সদের সমস্যা দূর করার জন্য কাজ করে যাবে। যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর এই আহ্বান নিয়ে নার্স ইউনিয়নের তরফ থেকে কোন বিবৃতি এখনও পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ করা যেতে পারে, কেন্দ্রীয় ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে বসেছে দিল্লির এইমসের নার্সরা। ফলে বিপর্যস্ত চিকিৎসা পরিষেবা। দুর্ভোগের মুখে পড়েছে রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা। এর জেরে মঙ্গলবার ব্যাহত হয় এইমসের চিকিৎসা পরিষেবা। সোমবারের পরে এদিনও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এইমসের চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে বসে নার্সরা।

নাগাল্যান্ডে ১৮ লক্ষাধিক টাকার ২৫৫ কার্টুন বেআইনি বিলেতি মদ সহ আটক দুই

কোহিমা, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : নাগাল্যান্ডে বেআইনি বিলেতি মদ সহ দুজন পুলিশের জালে ধরা পড়েছে। আসাম রাইফেলস এবং নাগাল্যান্ড পুলিশের যৌথ অভিযানে বখাঁ-র জিরো পয়েন্ট এলাকায় নেশা সামগ্রী সহ দুই পাচারকারীকে আটক করা হয়েছে। রাজ্য পুলিশ জানিয়েছে, ২৫৫ কার্টুন বিলেতি মদ উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধারকৃত মদগুলির বাজার মূল্য ১৮ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা।নাগাল্যান্ডে নেশা বিরোধী অভিযানের অন্তর্গত মাঝে মধ্যেই বিভিন্ন প্রান্তে অভিযান চালানো হয়। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে আজ মঙ্গলবার ওই অভিযানে সাফল্য মিলেছে। প্রসঙ্গত, নাগাল্যান্ডে অসামাজিক কাজকর্মের বিরুদ্ধেও নিরাপত্তা বাহিনী বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। ওই অভিযানকে এরই অঙ্গ হিসেবে মনে করা হচ্ছে। ধৃত দুই পাচারকারী এবং বিলেতি মদ বখাঁ থানার পুলিশের হেফাজতে রয়েছে।

শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন জিতেন্দ্র তিওয়ারি

আসানসোল, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : স্মার্ট সিটি বিতর্কে কথা বলতে আগামী শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন আসানসোলের মেয়র তথা বিধায়ক জিতেন্দ্র তিওয়ারি।

এই মুহূর্তে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে। ১৭ তারিখে তিনি ফিরবেন। তারপর ১৮ তারিখ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর কথা হতে পারে। এ বিষয়ে জিতেন্দ্রবাবু সাংবাদিকদের বলেন, "মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গে সোমবার রাতে কথা হয়েছে। তিনি জানিয়েছেন, ১৮ তারিখ ৫ মিনিটের জন্য মুখ্যমন্ত্রী সময় দিতে পারেন। সেখানেই আমি যেন কথা বলি।"

এই বিতর্কের মাঝেও এসব গুরুত্ব না দিয়ে জিতেন্দ্রবাবু এ দিনও দলীয় কর্মসূচি ও সরকারি কাজ স্বাভাবিকভাবেই করে চলেছেন। তিনি আসানসোল পুরনিগমে নিজের দফতরে বসে প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করেন। সাহায্যপ্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন, সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। তবে দলের প্রতি যে তিনি খানিক ক্ষুব্ধ, তা চেপে রাখলেন না। স্পষ্টই বারবার জানালেন, সমস্যা নিয়ে শুধু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেই কথা বলতে চান।

বেতন বৃদ্ধির দাবিতে বিক্ষোভ এইমসের নার্সদের

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : কেন্দ্রীয় ষষ্ঠ বেতন কমিশনের সুপারিশ কার্যকর করে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলনে বসেছে দিল্লির এইমসের নার্সরা। ফলে বিপর্যস্ত চিকিৎসা পরিষেবা। দুর্ভোগের মুখে পড়েছে রোগী এবং তাদের আত্মীয়রা। এর জেরে মঙ্গলবার ব্যাহত হয় এইমসের চিকিৎসা পরিষেবা। সোমবারের পরে এদিনও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে এইমসের চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে বসে নার্সরা। বিক্ষোভরত নার্সদের দাবি তাদের বকেয়া দাবিগুলিকে শুনতে চাইছে না কর্তৃপক্ষ। একমাস আগেই তারা যে বিক্ষোভে বসবে সেই সংক্রান্ত নোটিশ কর্তৃপক্ষকে দিয়েছিল তারা। কিন্তু ওই সময়ের মধ্যে তাদের সঙ্গে কোনও আলোচনায় বসার প্রয়োজন বোধ করেনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। এইমসের নার্সিং ইউনিয়নের সভাপতি হরিশ কুমার কাজলা জানিয়েছেন, প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠকে বসতে রাজি ইউনিয়ন। করোনা পরিস্থিতিতে রোগীদের জন্য খারাপও লাগছে। কিন্তু বাধ্য হয়ে এই আন্দোলনে যাওয়া হয়েছে। নিজেদের জীবনকে বিপন্ন করে সকল নার্সিং স্টাফই এগিয়ে গিয়েছে রোগীদের সেবায়। তবে বকেয়া দাবিগুলি এখনও পূরণ হয়নি। অন্যদিকে, দিল্লি এইমসের অধিকর্তা ডা: রণদীপ সিং গুলেরিয়া জানিয়েছেন, নার্সিং সংগঠনের তরফ থেকে কর্তৃপক্ষের কাছে ২৩ দাবি জানানো। তার অধিকাংশই পূরণ করা হয়েছে। করোনা পরিস্থিতিতে সকলের উচিত কাজে ফিরে আসা।

পুঁজিপতিরা মোদী সরকারের সেরা বন্ধু : রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): নরেন্দ্র মোদী সরকারের প্রতি কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর আক্রমণ অব্যাহত। মঙ্গলবার টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, "মোদী সরকারের কাছে ভিন্নমত পোষণকারী পড়ুয়ারা দেশ-বিরোধী, আন্দোলনরত কৃষকরা খালিস্তানী, কিন্তু পুঁজিপতিরা মোদী সরকারের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু।" ছয়ের পাতায়

মাদক মামলায় অর্জুন রামপালকে সমন এনসিবি-র, বুধবার হাজিরার নির্দেশ

মুম্বই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): মাদক মামলায় অভিনেতা অর্জুন রামপালকে ফের সমন পাঠাল নার্কোটিক্স কন্টোল ব্যুরো (এনসিবি)। সমন পাঠিয়ে অর্জুন রামপালকে বুধবার মুম্বইয়ে এনসিবি-র দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে। মঙ্গলবার এনসিবি সূত্রে জানা গিয়েছে, মাদক মামলায় নতুন কিছু তথ্যের ভিত্তিতে ফের সমন পাঠানো হয়েছে অভিনেতা অর্জুন রামপালকে। ১৬ ডিসেম্বর তাঁকে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

গত মাসেই অর্জুন রামপালের বান্দ্রার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়েছিল এনসিবি, সেই সময় তাঁর বাসভবন থেকে ইলেক্ট্রনিক্স সরঞ্জাম এবং কিছু মেডিসিন উদ্ধার করা হয়েছিল। তারপর ১৩ নভেম্বর প্রায় ৭ ঘন্টা ধরে অর্জুন রামপালকে জেরা করা হয়েছিল। এবার বুধবার ফের অর্জুনের ডাক পড়ল এনসিবি দফতরে।

আত্মহত্যায় প্ররোচনা! অভিনেত্রী চিত্রার স্বামী হেমন্ত গ্রেফতার

চেন্নাই, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): চলতি মাসের ৯ তারিখ চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে একটি হোটেল থেকে উদ্ধার হয়েছিল জনপ্রিয় দক্ষিণী অভিনেত্রী ভি জে চিত্রার দেহ। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশ জানিয়েছিল, অভিনেত্রী সম্ভবত আত্মহত্যা করেছেন। আরও জানা যায়, স্বামী হেমন্ত রাওয়ের উপস্থিতিতেই চেন্নাইয়ের উপকণ্ঠে নাজরেথপেট্টাই এলাকার হোটেলে আত্মহত্যা করেন অভিনেত্রী ভি জে চিত্রা! চিত্রার আত্মহত্যার ঘটনায় তাঁর স্বামী হেমন্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

হেমন্তের বিরুদ্ধে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ এনেছে পুলিশ। পদস্থ এক পুলিশ কর্তা জানিয়েছেন, "বিগত কয়েক দিনের তদন্তের ভিত্তিতে, হেমন্তের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৬ নম্বর ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।' মৃত্যুর কয়েক মাস আগেই ব্যবসায়ী হেমন্ত রাওয়ের সঙ্গে বিয়ের বাগদান সম্পন্ন হয়েছিল চিত্রার। চিত্রার আত্মহত্যার সময় ওই হোটেলেই ছিলেন হেমন্ত। প্রথম থেকেই চিত্রার মা দাবি করে আসছিলেন, তাঁর মেয়ের আত্মহত্যার নেপথ্যে হেমন্তেরই হাত রয়েছে। অবশেষে হেমন্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ৮,৯০৫, সক্রিয় রোগী ৪৮,০০৮

ইসলামাবাদ, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): একধাক্কায় ফের অনেকটাই মৃত্যু বাড়ল পাকিস্তানে, বাড়ল কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও। মৃত্যু যেমন বাড়ছে, তেমনই বাড়ছে সুস্থতার সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৪৫৯ জন। সোমবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। পাকিস্তানে এযাবৎ করোনা কেড়ে নিয়েছে ৮,৯০৫ জনের প্রাণ।

মঙ্গলবার সকালে পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে ছয়ের পাতায়

ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষকে এক জোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের

ঝাড়্গাম, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) : ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষকে এক জোট হয়ে লড়াই করার আহ্বান দিলেন তৃণমূলের মহসচিব তথা শিক্ষা মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার ঝাড়্গাম শহরের রঘুনাথপুরে কৃষি বিরোধী বিলের সভায় যোগ দিতে এসেছিলেন শিক্ষামন্ত্রী। এদিন তিনি বিজেপিকে আক্রমন করে বলনে, আমরা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। তখন বিজেপি সরকার কৃষকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে,মুখের গ্রাস কাড়ে নিচ্ছে,পেটে লাথি মারছে। পাশাপাশি এরাজ্যে রাজ্য সরকার সকলের জন্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য,কর্মসংস্থান সহ সার্বিক ক্ষেত্রে যে যে উন্নয়ন করেছে তা তুলে ধরেন।

তিনি বলেন " ঝাড়গ্রামে জঙ্গলমহলের লড়াইতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমস্ত নাগরিকদের সম্মান জানিয়েছেন ।উন্নয়ন ঘটিয়েছেন.তখন বিজেপি সরকার আদিবাসীদের জমি কেড়ে নিচ্ছে ।বলেছে জমির অধিকার তোমার নেই ।ওটা আমার ।কোন বাপের ব্যাটার শক্তি আছে যে আদিবাসীদের জমি কেড়ে নেয় ।জল জঙ্গলের অধিকার কেড়ে নেয় দেখতে চাই ।মন কি বাত আসলে ওটা ধ্বংস কি বাত ।ধ্বংস করে দাও মানুষকে মেরে ফেলে দাও ।শ্রমজীবি মানুষকে মার,কৃষককে মার,আদিবাসীদের জমি কেড়ে নাও,অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাধা দাও,রাস্তা ঘাটা করোনা,বিজ্র তৈরি করোনা,স্কুল কলেজ তৈরি করোনা,স্বাস্থ্য ব্যবস্থা উন্নতি করোনা,এরা অন্ধকারে ছিল এদের কে আলোতে এনো না ।আমরা অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখালেন মমতা ।আজ জঙ্গলমহলে মেডিক্যাল কলেজ তৈরি হচ্ছে,ঝাড়গ্রাম বিশ্ব বিদ্যালয় তৈরি হচ্ছে,ঝাড়গ্রামে শালবনি,লালগড় কলেজ সহ সর্বত্র শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিয়ে চালানো হচ্ছে ।সাঁওতালি ভাষায় পড়ানো হচ্ছে ।দেখো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিঃশব্দে কি করেছেন ।বাঁকুড়া বিশ্ব বিদ্যালয়ে সাঁওতালি ভাষায় পঠন পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে ।নতুন করে স্কুল গুলোকে বাড়িয়ে দিয়েছে ।২৮২ টি সাঁওতালি শিক্ষকের নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে ।কি পায় নি ।যা প্রতিশ্রুতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছিলেন ।বলেছিলেন তোমদের কে মূল স্রোতে নিয়ে আসব ।তোমরা অস্ত্র ধরোনা ।তিনি মূল স্রোতে নিয়ে এসে সকলকে চাকরির ব্যবস্থা করেছেন। কাউকে হোম গার্ড কাউকে পুলিশ কাউকে অন্যত্র ব্যবস্থা করে দিয়েছেন ।আমরা যখন উন্নয়নের জয় গান গাইছি ,আমরা যখন জীবনের জয় গান গাইছি,ওরা তখন এসে বলছে এ গান গাইতে দেব না ।নতুন করে আঘাত আনছে ।নতুন করে জঙ্গলমহল অশান্ত করার চেষ্টা করছে ।তাদের কর্ম সুচি একটাই ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে বিবাদ তৈরি কর ।ভাইয়ে ভাইয়ে বোনে বোনে রক্তের হলি খেলা খেল ।তোমার রক্ত আমার জয় ।তোমার দুঃখ আমার সুখ ।এই ভাবে এ রাজ্যে বিজেপি চেষ্টা করেছে সামাজ কে দ্বিখন্ডিত করবার ।আদিবাসীদের দুখে পরিনত করার ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ২৬ দিনের জমি রক্ষার লড়াইকে ,পনেরো দিনের ধর্না কে আজ কে ছুড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে তারা ।কৃষকদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে ।আলু,পেঁয়াজ,ভজ্য তেল,শস্য সব সরকারের হাত থেকে চলে যাবে ।ফড়ে রা দাম ঠিক করবে ।কৃষান মান্ডি বাজারে বিক্রি করতে পারবেন না ।সহায়ক মূল্যও পাবে না ।।" এদিন জনসভা থেকে রাজ্য তৃণমূলের সম্পাদক ছত্রধর মাহাতো নাম না করে প্রক্তন পুলিশ কর্তা ভারতী ঘোষের বিরুদ্ধে সাওয়াল করেন। তিনি বলেন "যারা লাল জার্সি পড়ে ছিল তারা আজ গেরুয়া জার্সি পড়ে দিলীপ ঘোষের লেজুর নিয়েছে। আজ যাকে বিজেপি আপনাদের সামানে প্রচারের মুখ করে আনছে তিনি এক সময় উর্দি পড়ে থাকতেন ।তিনি এক সময় উর্দি পড়ে আপনার স্বামী,আপনার ছেলেকে তাদেরকে লাথি মারতে মারতে নিয়ে গেছে হাজত খানাতে ।আজ সে আসছে আপনাদের সামনে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করতে।"

পরে এদিন সভা শেষে শুভেন্দু প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে বলেন ' আমলাদের দল সংঙ্গবদ্ধ আছে ।ঐক্যবদ্ধ আছে ।মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে রাজ্য জুড়ে দুয়ারে সরকার,বঙ্গ ধ্বনী যাত্রা চলছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

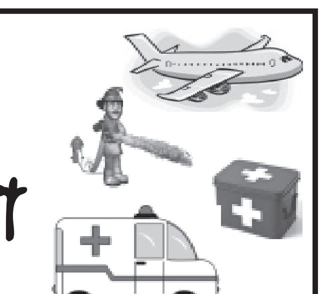

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

দলীয় বিধায়কের ওপর হেনস্থার জের, গলসীতে বঙ্গধ্বনি কর্মসূচী স্থগিত রাখল তৃণমূলের ব্লক সভাপতি

দুর্গাপুর, ১৫ ডিসেম্বর(হি.স.): বিধায়ককে হেনস্থার জের। বঙ্গধ্বনি কর্মসূচী স্থগিত রেখে প্রতিকী প্রতিবাদ জানালেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি। আর ওই ঘটনাকে ঘিরে আবারও জল্পনা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ঘটনায় নিন্দার পাশাপাশি কটাক্ষ করেছে বিজেপি। ঘটনাটি ঘটেছে পুর্ব বর্ধমানের গলসী-১ নং ব্লকে।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি রাজ্য সরকারের বিগত ১০ বছরের কাজের খতিয়ান তুলে ধরে রিপোর্ট কার্ড প্রকাশ হয়েছে। ওই কার্ড সরাসরি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে বঙ্গধ্বনি যাত্রা শুরু করেছে তৃণমূল। আর ওই বঙ্গধ্বনি যাত্রায় ডাক না পাওয়া নিয়ে তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। সোমবার দুপুর নাগাদ বুদবুদে বিডিও অফিসে চাষীদের ধান বিক্রি নিয়ে মিটিং ছিল। তাতে যোগ দিয়েছিলেন গলসীর বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি। মিটিং সেরে বেরিয়ে আসতে বিক্ষুব্ধ কর্মীরা ঘিরে ধরে বিক্ষোভ শুরু করে। বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, দলীয় কর্মসুচীতে তাদের ডাকা হচ্ছে না। সেই ক্ষোভে ফেটে পড়ে নীচুতলার তৃণমূলকর্মীরা। ঘটনাকে ঘিরে চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বুদবুদ থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। যদিও এবিষয়ে কোন মন্তব্য করতে চায়নি বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি।

মঙ্গলবার তৃণমূলের গলসী-১ নং ব্লক সভাপতি জনার্দন চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'বঙ্গধ্বনির গাইড লাইন যারা দিয়েছেন। তাদের জানিয়েছি। সবই চেনা মুখ। সিসিটিভির ফুটেজে আছে। সোমবার বিকাল থেকে আপতত বঙ্গধ্বনি কর্মসূচী স্থগিত রেখেছি।'

তিনি আরও বলেন,' নিরাপত্তারক্ষী থাকার পরও যেভাবে একজন বিধায়ককে হেনস্থা হতে হল। এরপর কোন মহিলা নেত্রীর ওপর একই ঘটনা ঘটলে তার নিরাপত্তা কিভাবে দেব? আবারও নতুন করে গাইড লাইন দেওয়ার পর বঙ্গধ্বনি যাত্রার কর্মসূচী নেওয়া হবে।'

অন্যদিকে বিধায়কের ওপর হেনস্থার ঘটনার নিন্দা প্রকাশ করে বিজেপির পুর্ব বর্ধমান জেলা সহ সভাপতি রমন শর্মা জানান,' নিজের দলের কর্মীদের দ্বারা হেনস্থা হতে হচ্ছে একজন বিধায়ককে। অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে, বর্তমান রাজ্য সরকারের বিদায় ঘন্টা বেজে গেছে।' যদিও তৃণমূলের পুর্ব বর্ধমান জেলা চেয়ারম্যান মমতাজ সঙ্ঘমিতা জানান,' ঘটনা শুনেছি। বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগ দিলেই হুগলি বেশ কিছু তৃনমুল নেতা বিজেপিতে যেতে পারে

হুগলি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.) শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করলেই হুগলি জেলার অনেক তৃণমূলের নেতা ও কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন ।এর মধ্যে রয়েছেন হুগলির হরিপালের এক নেতা, হুগলির চুচুড়া শহরের এক নেতা, হুগলি মহানাদ পঞ্চায়েতের এলাকার বেশকিছু নেতা ও কর্মী। এছাড়াও রয়েছে তারকেশ্বর, ভদ্রেশর, চাঁপদানী, চন্দননগর, ডানকুনি সহ বিভিন্ন জায়গার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীরা ।আবার এদের মধ্যে বেশকিছু তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা কর্মীয়েরাও রয়েছেন।

সূত্রের খবর তাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রথম সারির নেতা বলে পরিচিতি রয়েছে ।এক সময় সিঙ্গুর আন্দোলনে তাদের দেখা গিয়েছে ।বিজেপির শ্রীরামপুর লোকসভার সাংগঠনিক এক নেতা জানিয়েছেন ।এরা সবাই সংসদ অর্জুন সিং, সংসদ লকেট চ্যাটার্জির সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কথা বলেছেন ।শুধু অপেক্ষা শুভেন্দু অধিকারী বিজেপিতে যোগদান করলেই। এইসব হুগলির নেতা ও কর্মীরা বিজেপিতে যোগদান করবেন ।মঙ্গলবার সন্ধ্যায় হুগলির দিল্লি রোডের একটি রেস্তরাঁয় রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিজেপির নেতাদের সঙ্গে এই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা ও কর্মীদের এক চা চক্রে দেখতে পাওয়া যায়।

ইসলামপুরে বঙ্গধ্বনি যাত্রা তৃণমূল কংগ্রেসের

ইসলামপুর, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল কংগ্রেসের উদ্যোগে উত্তরদিনাজপুরের ইসলামপুরে বঙ্গধ্বনি যাত্রার আয়োজন করা হয়। মঙ্গলবার এই পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ইসলামপুর টাউন সভাপতি কৌশিক গুন সহ অন্যান্য কর্মী সমর্থকরা।

জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়াল বলেন, রাজ্য সরকার যত উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, সেইসকল উন্নয়নমূলক কাজের প্রচার কোন মঞ্চ থেকে বক্তব্যের মাধ্যমে করা সম্ভব নয় ।তাই মানুষের বাড়িতে বাড়িতে পৌঁছে তৃণমূলের দশ বছরের রিপোর্ট কার্ড দিয়ে রাজ্য সরকারের উন্নয়নমূলক কাজকে তুলে ধরা হচ্ছে। তার পাশাপাশি 'দুয়ারে সরকার' কর্মসূচি নিয়েও সাধারণ মানুষকে অবগত করা হয়।

বসবে না মেলা

আটের পাতার পর

বাড়িঘরে বড়দিনের অনুষ্ঠান পালন করার জন্য তিনি পরামর্শ দিয়েছেন ।প্রত্যেককে বাড়িঘরে থেকে সুস্থ থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ফাদার ।রাজ্যের অন্যান্য গির্জা গুলিতে এক ধরণর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

রাহুল গান্ধী

পাচের পাতার পর

প্রায় প্রতিদিনই কোনও না কোনও ইস্যুতে টুইট করে মোদী সরকারকে আক্রমণ করেই চলেছেন রাহুল গান্ধী।

মঙ্গলবার সকালে টুইট করে কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী লিখেছেন, "মোদী সরকারের কাছে ভিন্নমত পোষণকারী পড়ুয়ারা দেশ-বিরোধী। উদ্বিগ্ন নাগরিকরা শহুরে নকশাল, পরিযায়ী শ্রমিকরা কোভিড বহনকারী, ধর্ষিতারা কেউ নয়, আন্দোলনরত কৃষকরা খালিস্তানী এবং ক্রোনি পুঁজিপতিরা মোদী সরকারের অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু।" রাহুল গান্ধী এদিন একটি টুইটে একযোগে একাধিক বিষয়ে মোদী সরকারকে আক্রমণ করেছেন।

রোগী ৪৮,০০৮

পাচের পাতার পর

নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২,৪৫৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৭৩ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪৩,২৪৬। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৪৮,০০৮। এযাবৎ ইমরান খানের দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩,৮৬,৩৩৩ জন। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে পজিটিভিটি রেট ৭.১২ শতাংশ।

পুলিশি অভিযান শুরু

তিনের পাতার পর

সিনহা সহ বিশাল পুলিশ কর্মী। পুলিশ তদন্ত অভিযান শুরু করেছে। শীঘ্রই দুষ্কৃতীরা পুলিশের জালে ধরা পড়বে বলে আশাবাদী পুলিশ। এদিকে ঘটনার বিবরণ জানিয়ে গুমড়া পুলিশ ফাঁড়িতে একটি এফআইআর দাখিল করেছেন সুপারি ব্যবসায়ী হাজি আব্দুল কালাম।

সঞ্জয় রাউত

তিনের পাতার পর

কিন্তু গণতন্ত্রের এক্তিয়ারে থেকে কৃষকরা যখন বিক্ষোভে সোচ্চার হচ্ছেন তখন দাবি করা হচ্ছে যে তারা বিভ্রান্ত। এমনটা বলা ঠিক নয়।

উল্লেখ করা যেতে পারে, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহনমন্ত্রী নীতিন গডকরি দাবি করেছিলেন যে কৃষকরা বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এমনকি এই আন্দোলনে যারা মুখ হয়ে উঠেছে তারা আদতে কৃষকই নয়। বিজেপি নেতার এহেন মন্তব্য নিয়ে নিন্দায় সরব হয়ে এই কথা জানিয়েছেন সঞ্জয় রাউত।

সল্টলেক কঙ্কাল কাণ্ডে প্রকাশ্যে বিস্ফোরক তথ্য

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি স): পরোতে পরোতে রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে সল্টলেক কঙ্কাল কাণ্ডে। মঙ্গলবার সল্টলেক যুবক খুনে অভিযুক্ত গীতা মাহেনসরিয়া ও তার ছোটছেলেকে নিয়ে সল্টলেকের বাড়িতে যান পুলিশ আধিকারিকরা। তারপরেই প্রকাশ্যে আসে বিস্ফোরক তথ্য।

এদিন অভিযুক্তদের নিয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর পুলিশের অনুমান, কঙ্কালটি ওই বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল, খুনের পর অত্যন্ত ধীর গতিতে সেই দেহটি পোড়ানো হয়েছিল। যাতে আগুন কোনওভাবে ছড়িয়ে না পড়ে সেই কারণে রীতিমতো এক একটি অংশ করে পোড়ানো হয় যুবকের দেহ। যার জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ঘরের এসিও।

উল্লেখ্য,সল্টলেক এলাকার রহস্য মৃত্যু নাড়িয়ে দেয় শহরবাসীকে। বড় ছেলেকে মারতে ছোট ছেলের সাহায্য নেয় মা। মারার পর ছাদেই লুকিয়ে রাখে তার মৃতদেহ। মৃতদেহর গন্ধ আটকাতে ছাদে বিরাট কড়াইতে একই সময়ে পোড়ানো হয় কর্পূর ও ঘি। তবে, তদন্তকারীরা মনে করছেন, এইসব কিছু করার আগে ওই যুবককে শিলনোড়া দিয়ে একবার নয় বারবার মাথায় আঘাত করে খুন করা হয়েছে। কারণ বাড়ির একতলার ঘরের মেঝেতে এখনও রয়েছে সেই রক্তের দাগ । তারপর মৃত্যু নিশ্চিত করতে ওই রক্তাক্ত দেহের উপর ঢালা হয় ঘি, কর্পূর । তারপরই ছুঁড়ে দেওয়া হয় দেশলাই। এরপর আগুন নিভিয়ে চাদরে মুড়িয়ে সেই দেহ নিয়ে যাওয়া হয় ছাদে। অন্যদিকে ইতিমধ্যেই সল্টলেক যুবক খুনে তদন্তকারীরা মনে করছে, তন্ত্র সাধনার যোগ রয়েছে। ওই যুবকের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্লাস্টিকের ত্রিশূল, কোথাও লাল সুতো। ঘরময় তন্ত্র সাধনার জিনিসপত্র। ছেলেকে খুনের আগে তান্ত্রিকের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন কিনা মা সেই নিয়েও উঠেছে প্রশ্ন। ঘটনার নেপথ্যে কারা ছোট ছেলে মা ছাড়াও অন্য কেউ আছে কিনা তা জানা হচ্ছে। ঘটনার সঙ্গে বোন জড়িত কিনা সে নিয়েও উঠছে প্রশ্ন। কিভাবে খুনের পরিকল্পনা তাও জানার চেষ্টা হচ্ছে। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা ইতিমধযেই বাড়ি মেইন গেট ও ভিতর থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন। অন্যদিকে মা আর ছোট ছেলেকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ চাকরিপ্রার্থীদেব

কলকাতা, ১৫ ডিসেম্বর (হি স): করোনা কাঁটায় ভুগছে শহর। যত সময় বাড়ছে ততোই আতঙ্ক বাড়াচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। এরই মাঝে ফের চাকরির দাবিতে পথে চাকরিপ্রার্থীরা। মঙ্গলবার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে বিক্ষোভ দেখায় চাকরিপ্রার্থীরা।

চাকরিপ্রার্থীদের অভিযোগ, প্রতি বছরই নভেম্বরে, জুনে প্রকাশ হয়ে সরকারি চাকরির বড় বড় পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। কিন্তু এই বছর এখনও কিছুই প্রকাশিত হয়নি। অবিলম্বে মিসলেনিয়াস, ফুড সাব ইন্সপেক্টরের মতো অন্য পরীক্ষার দ্রুত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের দাবিতে এদিন বিক্ষোভ দেখায় চাকরিপ্রার্থীরা। পাবলিক সার্ভিস কমিশনের অফিসের সামনে ব্যানার পোস্টার নিয়ে বিক্ষোভ দেখায় তারা।

রায়গঞ্জে অবৈধ মদসহ গ্রেফতার ১

রায়গঞ্জ, ১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জের কানকি বাস স্ট্যান্ডে অভিযান চালিয়ে অবৈধ মদসহ গ্রেফতার এক যুবক ।উদ্ধার হওয়া মদের আনুমানিক বাজারমূল্য ৩ লক্ষ টাকা।

জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম রামু মন্ডল(২৮)।সে বিহারের বাসিন্দা ।মঙ্গলবার গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে কানকি বাস স্ট্যান্ডে একটি নম্বর প্লেটহীন পিক-আপ ভ্যানকে আটক করে পুলিশ। সেই গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ২৭ কার্টুন মদ ।এই ঘটনায় পিক-আপ ভ্যান চালককে গ্রেফতার করা হয়। এই চক্রের সঙ্গে আর কারা কারা জড়িত আছে জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করছে পুলিশ।

ফুলবাড়িতে দমকল কেন্দ্রের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী

শিলিগুড়ি,১৫ ডিসেম্বর (হি. স.) : শিলিগুড়ির ফুলবাড়ি দমকল কেন্দ্রের ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এই দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী।

জানা গিয়েছে, ফুলবাড়ি ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টি পার্কের সামনে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে তিন কোটি টাকা ব্যয়ে গড়ে তোলা হয়েছে এই দমকল কেন্দ্র ।মঙ্গলবার দমকল কেন্দ্রে পৌঁছে পর্যটনমন্ত্রী গৌতম দেব জানান, আপাতত দুটি দমকলের গাড়ি ও একটি মোটর বাইক পরিষেবা দেবে ।তবে পরবর্তীতে প্রয়োজনমতো পরিষেবা বাড়ানো হবে।

ডেমোক্র্যাট জো বাইডেনেই জয়ী ট্রাম্পের ঝুলিতে ২৩২টি ইসি ভোট

ওয়াশিংটন, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট জো বাইডেনকে জয়ী ঘোষণা করল ইলেক্টোরাল কলেজ। ফলে মার্কিন মুলুকের প্রেসিডেন্ট পদে জো বাইডেনের অভিষেক এখন শুধুই সময়ের অপেক্ষা। আমেরিকার সময় অনুযায়ী, সোমবার স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে, ৩০৬টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট (ইসি) গিয়েছে ডেমোক্রেট জো বাইডেনের পক্ষে। অন্যদিকে বহু আইনি লড়াইয়ের পরেও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঝুলিতে মাত্র ২৩২টি ইলেক্টোরাল কলেজ ভোট। ইলেক্টোরাল কলেজের ঘোষণার পরই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে আক্রমণ করেছেন জো বাইডেন। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্টের কথায়, "জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান করতে অস্বীকার করেছেন ট্রাম্প।"

জয়ের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বাইডেন বলেন, "আইনের শাসন, সংবিধান এবং জনগণের ইচ্ছা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।" ভোটের ফলাফল নিয়ে ট্রাম্প এবং তাঁর সহযোগীদের আদালতে যাওয়া নিয়েও মন্তব্য করেছেন বাইডেন। তাঁর মতে, "এমন আপ্রাণ চেষ্টা আগে দেখা যায়নি। ধন্যবাদ যে সুপ্রিম কোর্ট ওই আবেদন বাতিল করে দিয়েছে।"

সুস্থতা বেড়ে ৯৫.১২ শতাংশ, ভারতে ১৫.৫৫ কোটি করোনা-টেস্ট

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): ভারতে আরও কিছুটা বাড়ল করোনা-টেস্ট। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে ১৫.৪৫ কোটির বেশি করোনা-পরীক্ষা করা হয়েছে। ভারতে সুস্থতার হার বেড়ে ৯৫.১২ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৯.৯৩-লক্ষের বেশি করোনা-স্যাম্পেল পরীক্ষা করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৪ ডিসেম্বর (সোমবার সারা দিনে) ভারতে ৯,৯৩,৬৬৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে এ পর্যন্ত দেশে ১৫,৫৫,৬০,৬৫৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

বিগত ২৪ ঘন্টায় চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কমল ভারতে। ভারতে এই মুহূর্তে মাত্র ৩.৪৩ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ১, ৪৩,৭০৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৩৫৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৯,৪২,২৬,৩৬ জন (৯৫.১২ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৩ লক্ষ ৩৯ হাজার ৮২০ জন করোনা-রোগী।

প্রেস ক্লাবে শুরু সুলভ মূল্যে খাবার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। কর্মরত সাংবাদিক ও সংবাদ কর্মীদের কথা চিন্তা করে অতি সল্প মূল্যে খাবারের ব্যবস্থা করলো আগরতলা প্রেস ক্লাব। এখন থেকে আগরতলা প্রেস ক্লাব ক্যান্টিনে দুই পিস রুটি ও সব্জি পাওয়া যাবে ১০ টাকায়, চা ও বিস্কুট ৫ টাকায়। সকালের টিফিন ও চা পাওয়া যাবে সকাল ৮টা থেকে ১১টা পর্যন্ত। তাছাড়া দুপুরের খাবার হিসেবে এক বেলার জন্য ভাত, ডাল, সব্জি, ডিম, (এক পিস) ও ভাজা পাওয়া যাবে ২৫ টাকায়। পাশাপাশি ডি ১০ টাকায়, রুই মাছ ৩০ টাকায়, চারা পোনা অথবা কাতলা মাছ ৪০ টাকায় ও ব্রয়লার মাংস পাওয়া যাবে ৪০ টাকায়। দুপুরের খাবার পাওয়া যাবে সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৫টা পর্যন্ত। পার্সেল করা খাবারের জন্য আলাদা মূল্য দিতে হবে এবং খাবারের জন্য কেন্টিন কর্তৃপক্ষের সাথে আগাম যোগাযোগ বাঞ্ছনীয়।

পরিবারগুলি

● **প্রথম পাতার পর**

বাড়ি ঘর গাছ পালা ইত্যাদি ভেংগে ফেলার কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু বাঁধ সাজে কামরাংগাবাড়ি এলাকায়। কৈলাসহরের অন্যান্য এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়কের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যেসব মানুষের জমি সহ গাছপালা বাড়ি ঘর ভেংগে ফেলে যত পরিমান টাকা দেওয়া হচ্ছে সে তুলনায় অর্ধেকেরও কম টাকা দেওয়া হচ্ছে কামরাংগাবাড়ি এলাকার মানুষদের। এনিয়ে গত তিন দিন ধরে কৈলাসহরের কামরাংগাবাড়ি এলাকায় গ্রামবাসীদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ বিরাজ করছে।

কৈলাসহরের কামরাংগাবাড়ি গ্রামের এই খবর শোনে মঙ্গলবার দুপুরে কামরাংগাবাড়ি গ্রামে গিয়ে গ্রামের বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের পাশে দাঁড়ালেন কৈলাসহরের প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা। বিরজিত সিনহা বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের সংগে পুরো গ্রাম ঘুরে দেখে গ্রামে বিক্ষুব্ধ গ্রামবাসীদের নিয়ে এক বৈঠকও করেন। বৈঠক শেষে প্রাক্তন বিধায়ক বিরজিত সিনহা বলেন, গ্রামবাসীদের প্রাপ্য এবং ন্যায্য ক্ষতিপুরন না দিয়ে এই এলাকায় কাজ করানো যাবে না বলে প্রকাশ্যেই জানান। এমনকি আজ থেকে এই এলাকায় বিকল্প জাতীয় সড়কের কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন বিরজিত সিনহা। উনি প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে বলেন, কৈলাসহরের অন্যান্য জায়গায় একই কাজের জন্য অর্থাৎ বিকল্প জাতীয় সড়কের জন্য জমির মূল্য প্রতি কানি ত্রিশ লক্ষ টাকা করে দিলেও কামরাংগাবাড়ি গ্রামের মানুষদের তিন লক্ষ টাকা করে দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন। এছাড়াও বিরজিত সিনহা বলেন, প্রশাসনের তরফে অগ্রীম কোনো ধরনের নোটিশ গ্রামবাসীদের দেওয়া হয়নি

নমিনি

● **প্রথম পাতার পর**

সরকারের খাদ্য দফতর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বায়োমেট্রিক মেশিনে আঙুলের ছাপ দিয়ে যে সকল বয়স্ক ব্যক্তির রেশন সামগ্রী গ্রহণ করতে সমস্যার সম্মুখিন হতে হচ্ছে তাদের বাড়িতে যদি অন্য কোনও সদস্য না থাকেন তা-হলে ওই রেশন দোকানের যে কোনও গ্রাহককে তিনি তাঁর নমিনি করতে পারবেন। বিকল্প হিসেবে তাঁর হয়ে নমিনি রেশন সামগ্রী কিনতে পারবেন। তাঁর বক্তব্য, তেমন প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট এলাকার খাদ্য পরিদর্শকও নমিনি হতে পারবেন।

তিনি বলেন, যদি কোনও বয়স্ক ব্যক্তি কাউকে নমিনি করতে চান, তা-হলে সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে যোগাযোগ করতে হবে। তাঁর সাফ কথা, প্রত্যেক ব্যক্তি যাতে তাঁর প্রাপ্য রেশন সামগ্রী পান সে ব্যাপারে ত্রিপুরা সরকার দায়বদ্ধ ও যত্নশীল। মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই বয়স্ক মানুষদের সুরাহা দিতে রাজ্য সরকার এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডিসেম্বর

● **প্রথম পাতার পর**

আবেদনের জেলাশাসক স্বাস্থ্য দফতরের কাছে মৃত্যুর কারণ জেনে নেবেন। স্বাস্থ্য দফতরের অনুমোদন মিললেই আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৩৭৫ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তাঁরা আর্থিক সহায়তার জন্য আবেদন জানাতে পারবেন। সরকারি নির্দেশিকা মেনেই তাঁদের সহায়তায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন জেলাশাসক। তিনি সাফ জানিয়েছেন, ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই যোজনা চালু থাকবে। এর পর এই যোজনার মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে যাবে। তাঁর কথায়, ইতিমধ্যে জেলাশাসকের কাছে আবেদন জমা পড়তে শুরু করেছে।

প্রধানমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর**

বসা হলেও কোন সমাধান সূত্র বেরিয়ে আসেনি। উল্টে পরিস্থিতি জটিল আকার ধারণ করে গিয়েছে ক্রমাগত। কেন্দ্রের তরফে নতুন কৃষি আইন সংশোধনের প্রস্তাব দেওয়া হলেও মানতে নারাজ কৃষক সংগঠনগুলির। তাদের দাবি নতুন তিনটি কৃষি আইন বাতিল করতে হবে। এমনটা না করলে আন্দোলন চলবে।

অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক মন্ত্রী দাবি করেছে যে বর্তমান কৃষি আন্দোলনের নামে কিছু বহিরাগত প্রবেশ করেছে যারা আদতে কৃষক নয়। কৃষক আন্দোলনে রাজনৈতিক রঙ লেগেছে বলে দাবি করা হয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় সরকারের এই দাবি খারিজ করে দিয়েছে কৃষক সংগঠনগুলির। দিল্লি-হরিয়ানা সীমান্তবর্তী এলাকার সিংঘু কার্যত আন্দোলনের নগরীতে পরিণত হয়েছে।

গাড়ি

● **প্রথম পাতার পর**

ছিল না। তবে তিনি আশঙ্কা করছেন এটি একটি নাশকতামূলক অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ।গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার সংবাদ ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। উল্লেখ্য জিবি বাজার সংলগ্ন এলাকায় বহু মানুষ তাদের যানবাহন রাস্তার পাশেই রাখেন ।গতকাল গভীর রাতে রামকৃষ্ণ পল্লীতে গাড়িতে অগ্নিসংযোগের ঘটনার পর ওই সব এলাকায় যেসব মানুষজন গাড়ি রাস্তার পাশে রাখেন তারা গাড়ির নিরাপত্তা নিয়ে রীতিমতো দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

কৃষক

● **প্রথম পাতার পর**

করছিলেন। ধান মাড়াই করার সময় কৃষকের হাত মেশিনের ভিতরে ঢুকে যায় ।ধান মাড়াইয়ের মেশিনে হাত ঢুকে যাওয়ায় কৃষকের হাতটি কেটে গুরুতরভাবে আহত হয় ওই কৃষক। তার চিৎকারে অন্যান্য লোকজন ছুটে আসেন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে নিয়ে যান ওই এলাকার বাসিন্দারা। জানা গেছে অসাবধানতার কারণেই এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে ।বর্তমানে ওই কৃষক গোমতী জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

প্যাটেলের দেখানো পথ দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৫ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রয়াণ দিবসে 'লৌহ মানব' সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের দেখানো পথ দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে। ১৯৫০ সালের ১৫ ডিসেম্বর মুম্বইয়ে প্রয়াত হয়েছিলেন দেশের প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল।

প্রয়াণ দিবসে "লৌহ পুরুষ"-কে শ্রদ্ধা জানিয়ে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, "শক্তিশালী, সুদৃঢ় এবং সমৃদ্ধ ভারতের ভিত্তি স্থাপনকারী, লৌহ পুরুষ সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে পুন্যতিথিতে শত শত প্রণাম। তাঁর দেখানো পথ দেশের ঐক্য, অখণ্ডতা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষায় আমাদের সর্বদা অনুপ্রাণিত করবে।" প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও প্রয়াণ দিবসে লৌহ পুরুষকে স্মরণ করেছেন কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখ।

বিশ্বকাপ বাছাইয়ের 'নতুন শুরুতে' পয়েন্ট চায় বাংলাদেশ

বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দলের সঙ্গে নতুন চুক্তির পর ইংল্যান্ডে বসেই আগামী দিনের ছক কষতে শুরু করেছেন জেমি ডে। তার পরিকল্পনায় সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য পাচ্ছে, ২০২২ কাতার বিশ্বকাপ ও ২০২৩ এশিয়ান কাপের বাছাইয়ের পরের চার ম্যাচ থেকে পয়েন্ট তুলে নেওয়ার বিষয়টি। করোনাভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে গত মার্চ থেকে স্থগিত হয়ে আছে ফিফার প্রতিযোগিতাগুলো। পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হওয়ায় আগামী অক্টোবর থেকে মাঠে খেলা ফেরানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফুটবলের বিশ্ব সংস্থাটি। ৮ অক্টোবর আফগানিস্তান ম্যাচ দিয়ে পুনরায় বাছাইয়ের প্রিলিমিনারি রাউন্ডের দ্বিতীয় রাউন্ড শুরু করবে বাংলাদেশ।বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের ভিডিও কনফারেন্সে এসে বৃহস্পতিবার আগামী দিনের পরিকল্পনা নিয়ে কথা বলেন ডে। বাছাইয়ের গত চার ম্যাচে বাংলাদেশের প্রাপ্তি ভারতের সঙ্গে ড্রয়ে পাওয়া ১ পয়েন্ট। বাকি তিন ম্যাচে হার।
পরের চার ম্যাচের তিনটি নিজেদের মাঠে খেলবে বাংলাদেশ; আফগানিস্তান, ভারত ও ওমানের বিপক্ষে। আরেকটি ২০২২ বিশ্বকাপের আয়োজক কাতারের বিপক্ষে। করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে ইউরোপের ফুটবল ফিরেছে দর্শকহীন স্টেডিয়ামে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের ম্যাচগুলোতেও দর্শক থাকবে না। 'হোম ম্যাচে' সমর্থকদের পাশে পাওয়ার সুবিধা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় হতাশ ডে।"সামনে আমাদের চারটি ম্যাচ আছে; এর মধ্যে তিনটি হোম ম্যাচ। এখান থেকে কিছু পয়েন্ট পেতে চাই। যদিও জানি, কাজটা সহজ নয়।""আফগানিস্তান ও ভারত দুটিই কঠিন প্রতিপক্ষ। কিন্তু তাদের বিপক্ষে পয়েন্ট পাব না, এই মানসিকতা নিয়ে মাঠে নামা যাবে না। সর্বোচ্চ চেষ্টা করব যেন, ওদের বিপক্ষে পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়তে পারি। যে অবস্থা তাতে মনে হচ্ছে দর্শকশূন্য মাঠে খেলা হবে; সেক্ষেত্রে হোম অ্যাডভান্টেজ পাওয়া হবে না।"খেলোয়াড়, কোচের কথায় ঘুরেফিরে আসে কলকাতার সল্টলেক স্টেডিয়ামে ড্র করা ম্যাচটি। ভারতের মাঠে শুরুতে এগিয়ে গিয়েও শেষ দিকে গোল খেয়ে জয় হাতছাড়া হয়েছিল দলের। ডে ওই ম্যাচের প্রসঙ্গ টানলেন আবারও।"ভারতের বিপক্ষে আমাদের ভালো সুযোগ ছিল। সামনের ম্যাচগুলোতে যদি ইতিবাচক ভাবনা নিয়ে মাঠে নামি, তাহলে কঠিন হলেও জয় পাওয়া সম্ভব। নেতিবাচক চিন্তা করে নামলে তা হবে প্রতিপক্ষের জন্য ভালো।"অগাস্টের প্রথম সপ্তাহে ক্যাম্প শুরুর কথা জানিয়েছে বাফুফে। তবে ডে ইংল্যান্ডে বসেই জামাল-জীবনদের ফিটনেস নিয়ে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। জানালেন বাছাইয়ের আগে প্রস্তুতির জন্য সপ্তাহ ছয়েক সময় দরকারের কথাও।"ছেলেরা ঘরে বসে ফিটনেস নিয়ে কাজ করছে। তাদের সঙ্গে সবসময় যোগাযোগ রাখছি। নির্দেশনা দিচ্ছি। আসলে যে কোনো প্রাক মৌসুম হয় চার থেকে ছয় সপ্তাহের। কেননা, দীর্ঘায়িত হলে অনেক সময় নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। সেরা সুযোগ-সুবিধা পেলে ছয় সপ্তাহ যথেষ্ট।"বাংলাদেশের কোচ হিসেবে গত দুই বছর মূল্যায়ন করেছেন ডে। তুলনামূলকভাবে প্রাপ্তিই বেশি বলে মনে করছেন এই ইংলিশ কোচ। এশিয়ান গেমসে কাতারকে হারানো, বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দ্বিতীয় রাউন্ডে ওঠা, ভারতের সঙ্গে ড্রকে প্রাপ্তি মনে করা কোচের হতাশা গত এসএ গেমসের ফাইনালে উঠতে না পারা।

ভেরনারকে দলে ভেড়াল চেলসি

বেশ কিছুদিন ধরে চলা গুঞ্জন সত্যি হলো। জার্মান স্ট্রাইকার টিমো ভেরনারকে দলে টানতে তার বর্তমান ক্লাব লাইপজিগের সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছেছে চেলসি।এক বিবৃতিতে বৃহস্পতিবার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ইংলিশ ক্লাবটি। ভেরনারকে পেতে কত খরচ হচ্ছে, তা অবশ্য জানানো হয়নি। তবে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যমের খবর, তার রিলিজ ক্লজের পাঁচ কোটি ইউরো দিতে হচ্ছে স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দলটিকে।
এখনই অবশ্য নতুন ঠিকানায় যোগ দিচ্ছেন না ভেরনার। বুন্ডেসলিগার চলতি মৌসুমের বাকি সময় লাইপজিগে খেলে জুলাইয়ে চেলসিতে যোগ দেবেন ২৪ বছর বয়সী এই স্ট্রাইকার।নতুন ক্লাবে যোগ দিয়ে উচ্ছ্বসিত ভেরনার ধন্যবাদ জানিয়েছেন তার বর্তমান ক্লাবকেও।
"চেলসির সঙ্গে চুক্তি করে আমি আনন্দিত। দুর্দান্ত এই ক্লাবের সঙ্গে চুক্তি করাটা আমার জন্য অত্যন্ত গর্বের।"
'অবশ্যই এখানে কাটানো দারুণ চারটি বছরের জন্য আরবি লাইপজিগ, ক্লাব ও সমর্থকদের ধন্যবাদ জানাতে চাই। তোমরা সারাজীবন আমার হৃদয়ে থাকবে।""নতুন সতীর্থ, নতুন কোচ ও অবশ্যই চেলসি সমর্থকদের সঙ্গে পরের মৌসুম কাটানোর জন্য আমি মুখিয়ে আছি। আমাদের সামনে দারুণ সফল ভবিষ্যত অপেক্ষা করছে।"২০১৬ সালে স্টুর্টগার্ট থেকে লাইপজিগে যোগ দেওয়া ভেরনার চলতি মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে আছেন।
সব প্রতিযোগিতা মিলে করেছেন ৩২ গোল। সব মিলে ক্লাবটির হয়ে তার গোল ৯৩টি, সতীর্থদের দিয়ে গোল করিয়েছেন ৪০টি।আগামী মৌসুমের জন্য চেলসির দ্বিতীয় নতুন খেলোয়াড় হলেন ভেরনার। গত ফেব্রুয়ারিতে মরক্কোর ফরোয়ার্ড হাকিম জিয়াশকে দলে টানতে তার বর্তমান ক্লাব আয়াক্সের সঙ্গে চুক্তিতে পৌঁছায় চেলসি।

শেষ মুহূর্তের গোলে আর্সেনালের হার

পুরো ম্যাচে আক্রমণে আধিপত্য দেখাল আর্সেনাল। গোল করে এগিয়েও গেল। কিন্তু জয়টা রয়ে গেল অধরা। ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়নের বিপক্ষে হেরে গেছে মিকেল আর্তেতার দল।নিজেদের মাঠে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-১ গোলে জিতেছে ব্রাইটন। যোগ করা সময়ে তাদের জয়সূচক গোলটি করেন নিয়াল মুপে।নতুন শুরুর পর লিগে নিজেদের প্রথম দুই ম্যাচেই হারল আর্সেনাল। আগের ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির মাঠে হেরেছিল তারা ৩-০ গোলে।সিটির বিপক্ষে হেরে যাওয়া ম্যাচ থেকে শুরুর একাদশে এদিন পাঁচটি পরিবর্তন আনেন আর্সেনাল কোচ। লাল কার্ডের খাড়ায় ছিলেন না ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার দাভিদ লুইস।প্রথম দশ মিনিটে দুটি সুযোগ পায় আর্সেনাল। ষষ্ঠ মিনিটে প্রতিপক্ষের ভুলে বল পেয়ে ডি-বক্সের সামনে থেকে উড়িয়ে মারেন ফরোয়ার্ড পিয়েরে-এমেরিক অবামেয়াং।দুই মিনিট পর ভাগ্যের ফেরে গোলবঞ্চিত হয় সফরকারীরা। ডি-বক্সের সামনে থেকে তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার বুকায়ো সাকোর জোরালো শট ফিরে আসে ক্রসবারে লেগে।৩১তম মিনিটে গোল পেতে পারতেন আলেকসাঁদ লাকাজেত। বক্সের ভেতরে সাকোর নিচু করে বাড়ানো ক্রসে লাকাজেতের ডাইভিং হেড ডান দিকে ঝাঁপিয়ে ঠেকান ব্রাইটন গোলরক্ষক ম্যাট রায়ান।৩৮তম মিনিটে বড় ধাক্কা খায় আর্সেনাল। বল ধরতে গিয়ে প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের সঙ্গে সংঘর্ষে চোট পান গোলরক্ষক বার্নড লেনো। বেশ কিছুক্ষণ চিকিৎসা নেওয়ার পর মাঠ ছাড়েন স্ট্রেচারে করে।বদলি গোলরক্ষক হিসেবে মাঠে নামার পরপরই ব্রাইটনের আরন মুইয়ের একটি প্রচেষ্টা রুখে দেন এমিলিয়ানো মার্তিনেস।আর্সেনাল আক্রমণের ধারা ধরে রাখে দ্বিতীয়ার্ধেও। ৪৮তম মিনিটে অবামেয়াংয়ের প্রচেষ্টা রুখে দেন গোলরক্ষক।চার মিনিট পর অবামেয়াং বল জালে পাঠালেও ভিএআরের সহায়তা নিয়ে গোল বাতিল করেন রেফারি। সাকোর থেকে বল পাওয়ার সময় অফ সাইডে ছিলেন অবামেয়াং।৬৮তম মিনিটে দারুণ এক গোলে আর্সেনালকে এগিয়ে নেন নিকোলাস পেপে। সাকোর বাড়ানো বল বক্সের ভেতর ডান দিকে পেয়ে বাঁ পায়ের বাঁকানো শটে ওপরের কর্নার দিয়ে জাল খুঁজে নেন আইভরি কোস্টের ফরোয়ার্ড।র্সেনালের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ অবশ্য বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ৭৫তম মিনিটে সমতায় ফেরে ব্রাইটন। জটলার মধ্যে খুব কাছ থেকে বল জালে পাঠান লুইস ডাঙ্ক।এরপর ড্রই মনে হচ্ছিল ম্যাচের সম্ভাব্য ফল। কিন্তু পাঁচ মিনিটের যোগ করা সময়ের শেষ মিনিটে গোল হজম করে বসে আর্সেনাল। সতীর্থের বাড়ানো বল ধরে এগিয়ে গিয়ে গোলরক্ষককে ফাঁকি দেন মুপে।এই হারে ৩০ ম্যাচে ৪০ পয়েন্ট নিয়ে নবম স্থানেই আছে আর্সেনাল। ৩২ পয়েন্ট নিয়ে ১৫তম স্থানে আছে ব্রাইটন।

সেভিয়ার মাঠে বার্সেলোনার হোঁচট

ফেরার পর 'সহজ' দুই ম্যাচে জেতা বার্সেলোনা প্রথম কঠিন পরীক্ষাতেই হোঁচট খেল। ব্যর্থ হলো শিরোপা ভাগ্য নিজেদের হাতে রাখতে। বিবর্ণ ফুটবল খেলা কিকে সেতিয়েনের দল ড্র করেছে সেভিয়ার মাঠে।রিয়ালের পয়েন্ট হারানোর আশায় বার্সা কোচবার্সার লিগ জেতা কঠিন, মানছেন পিকেলা লিগায় শুক্রবার গোলশূন্য ড্র করেছে বার্সেলোনা। লিগে ১৬ ম্যাচ পর দলটির বিপক্ষে গোল করতে ব্যর্থ হলো স্প্যানিশ চ্যাম্পিয়নরা।৩০ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে এখনও শীর্ষে আছে বার্সেলোনা। তবে রোববার রিয়াল সোসিয়েদাদের বিপক্ষে জিতলেই তাদের জায়গা নেবে রিয়াল মাদ্রিদ।পয়েন্ট তালিকার শীর্ষ ও তৃতীয় স্থানে থাকা দলের মধ্যে লড়াইয়ে ছড়ি ঘুরিয়েছে সেভিয়া। বেশি তৈরি করেছে সুযোগ। দ্বিতীয়ার্ধে অন্তত দুবার গোল হজমের হাত থেকে দলকে বাঁচিয়েছেন বার্সেলোনা গোলরক্ষক। দ্বাদশ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগ পায় সেভিয়া। একটুর জন্য শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি জুল কুইন্দি। ২১তম মিনিটে লিওনেল মেসির ফ্রি-কিক হেড করে ব্যর্থ করে দেন ফরাসি এই ডিফেন্ডার।২৫তম মিনিটে একটা সুযোগ আসে বার্সেলোনার সামনে। শুরুর একাদশে ফেরা লুইস সুয়ারেসের শট ফেরাতে গিয়ে তালগোল পাকান সেভিয়া গোলরক্ষক। ছুটে যাওয়া মার্টিন ব্রাথওয়েট কাজে লাগাতে পারেননি সুযোগটি।৫৫তম মিনিটে খুব কাছ থেকে লুকাস ওকাম্পোসের বুলেট গতির শট ফিরিয়ে বার্সেলোনার ত্রাতা মার্ক-আন্দ্রে টের স্টেগেন। দুই মিনিট পর মুনির এল হাদ্দাদির শট ফিরিয়ে দেন জার্মান এই গোলরক্ষক।ম্যাচের শেষ দিকে আক্রমণের ধার বাড়ায় বার্সেলোনা। ৮৮তম মিনিটে সুযোগও এসে যায় তাদের সামনে। ডি-বক্স থেকে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি অরক্ষিত সুয়ারেস। নষ্ট হয় ম্যাচে সফরকারীদের সেরা সুযোগ।যোগ করা সময়ের প্রথম মিনিটে সের্হিও রেগিলন খুব কাছ থেকে টের স্টেগেন বরাবর দুর্বল শট নিয়ে নষ্ট করেন সুবর্ণ সুযোগ। ২০১১ সালের পর লিগে এই প্রথম গোলশূন্য ড্র হলো এই দুই দলের ম্যাচ।

TRIPURA TRIBAL AREAS AUTONOMOUS DISTRICT COUNCIL
OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
NORTH DIVISON, MACHMARA, UNAKOTI TRIPURA
NOTICE INVITING TENDER No. 08/EE(N)/ADC/MCM/2020-21
Dated, Machmara the 14/12/2020

Separate sealed percentage rate tenders(2nd Call) are invited bu the Executive Engineer, North Division, TTAADC on bahalf of the authority of TTAADC from approved & eligible contractors registered in appropraite class of State PWD/TTAADC/CPWD/MES/P&T in form No. PWD-7 upto 3.00 pm on 08/01/2021 for the below mentioned works. The tender should reach to the office of the undersigned only by registered Post with A/D in/c. all relevant valid tender documents.

BY REGISTER POST / COURIER SERVICE ONLY

DNIT No.	Name of work	Estimatd cost (in Rs.)	Earnest Money 1% of estimated cost (in Rs.)	Time allowed for completion	Last date of receipt of application for tender form and cost of tender form	Issue of Tender form	Date & Time of opening of
1	2	3	4	5	6	7	8
05(02)/CE/ADC/PD-II/ 2020-21 Dated 19/10/2020	Construction of 50 seated ST Girl's College Hosted buiding at Ambedkar College, Fatikroy, Unakoti District during the year 2020-21 / S.H:- (1) Building Portion in/c water Supply and sanitary Installation (2) Construction of boundary wall (Length =150.00 mtr) and (3) Sinking and installation of MTDW	Rs. 1,63,69,178/-	Rs. 1,63,692/-	12 (Twelve) months	Upto 15:00 Hour on 24/12/2020 & Rs. 2500.00	28/12/2020 to 31/12/2020 (within office hour.)	08/01/2021 (After 15:00 hours)

Detailed tender notice, Terms and condition (DNIT) can be seen at the office of the undersigned on any working days during office hours upto 15:00 Hrs. on 08/01/2021.

(Er. D. DEBBARMA)
Executive Engineer
North Divison, TTAADC
Machmara, Unakoti Tripura

TTAADC/ICAT/C-40/20

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
P.W. DIVISION NO.IV
AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION
No. 1645-48/F.460/Div-IV/AMC/2010
Dated 15/12/2020

Corrigendum

The PNIeT-08/EE/Div-IV/AMC/20-21 please read document 24.12.2020 instead of 24.11.2020
All other terms & condition remain unchanged.

Executive Engineer
Division-IV
Agartala Municipal Corporation

Corrigendum

Name of Work:- Up-gradation/Strengthening of ANM School at Durjoynagar Agartala Tripura (West) /SH: Construction of Administrative and Academic Building G Plus 2 storied building portion including internal water supply sanitary installation sewage and drainage works.
Estimated Cost:- Rs.7,45,33,827.00
PNIT NO:- 11/EE/MCD/PWD(R&B)/2020-21.
E-TENDER ID:- 2020_CEPWD_13588_1
Due to unavoidable circumstances the date of opening of the Technical Bid for the above noted work is hereby,extended up to16.00 Hrs on 22th December, 2020 and accordingly BID Submission end da' has also be'enixterded up to 15.00 Hrs. on 22th December, 2020. ti Other terms and condition will remain unchanged.

ICA/C-2451/2020-21

(Er. D.K. Roy)
Executive Engineer Medical College Division, PWD (R & B),
Agartala, West Tripura

GOVERNMENT OF TRIPURA
PUBLIC WORKS DEPARTMENT (DWS)
PNIT No:- 30/PNIeT/EE/DWS/BLN/2020-21

P.rcentage rated e-tender in single bid are invited for the following works:-

Sl. No.	Name of Work & DNIT No	Estimated Cost	Tender Fee	Deadline for online biding
1	Extension & Remodeling of Pipe line under B.C. Nagar Block (Gr-III). 66/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 42,47,813.35	₹ 1,000.00	Up to 15.00 Hrs on 28.12.2020
2	Extension & Remodeling of Pipe line under B.C. Nagar Block (Gr-V). 68/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 44,26,459.65	₹ 1,000.00	
3	Extension & Remodeling of Pipe line under B.C. Nagar Block (Gr-VI). 69/DNIeT/SE/DWSC/UDP/2020-21	₹ 46,16,959.65	₹ 1,000.00	

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: This detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inatfree of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-Procurement website www.tripuratenders.2ov.in For details please visit www.tripuratenders.2ov.in for any query please contact :- 03823-224-812
For and on behalf of Governor of Tripura.

ICA/C-2444/2020-21

(T. K. Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Belonia Belonia,
South Tripura

`Conserve Water and Save Life

CLAIMANT NOTICE

WHEREAS, it has been brought to the notice of the undersigned by Sri Sunil Tripura, Forester, I/C, Wildlife Protection Unit, Joychandpur under Trishna Wildlife Sanctuary Vide his O.R. No. 78/WLPU-Trishna/2020-21 dated, 29/11/2020 has seized a vehicle bearing Registration No. TR-04A-1754 (TATA RX Di) from Nidaya area under Nidaya WL Beat on 28/11/2020 at about 05:30 PM for illegally carried 13(thirteen) nos. of Acacia logs over 1.520 cum. Upon enquires by the Forester along with the other staffs of WLPU, Joychandpur it was found that the said vehicle was carrying illegally Acacia logs (13 nos) over 1.520 cum without any permission of Forest Department and without GP / TP Then the said vehicle had been detained and brought in the safe custody as the said vehicle was involved in illegal carrying of Forest produce.
NOW THEREFORE, in exercise of power conferred upon me vide Notification No. F.7(310)/For/FP/2016/ 25,701-747 dated, 15/11/2016 of Govt. of Tripura as an Authorized Officer for the purpose of above mentioned Indian Forest Act 1927, it is contemplated to confiscate the seized vehicle Registration No TR-04A-1754 (TATA RX Di) for the commission of offence under Section 41 42 of Indian Forest Act, 1927 and under Tripura Rules notified vide Notification No.F.7 / 44. FP / 901 22,795 dt. 07.05,199C of Government of Tripura.
NOW THEREFORE, it is brought to the notice of the authorized owner of the said vehicle Registration No TR-04A-1754 (TATA RX Di) to prefer their claim over the same vehicle to Authorized Officer (Vvildlife Warden, Trishna Wildlife Sanctuary, Joychandpur), within 15(Fifteen) days from the date of issue of this notice either by his/her legally authorized person along with all relevant documents in originalregarding ownership of the vehicle. It the owner of the vehicle or their authorized representatives fails to prefer any claim for the said vehicle before the undersigned within the stipulated period, the decision regarding the confiscation of the said vehicle shall be taken ex-parte.

(A. Debnath, TES) Authorized Officer
Wildlife Warden Trishna Wildlife
Sanctuary Joychandpur

ICA/D-1075/2020-21

গর্ভবতী মায়েদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। হেমন্ত দেববর্মা ম'তি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন মঙ্গল চন্দ্র উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে জয়ক'ষ্ণ পাড়াতে ১২ ডিসেম্বর গর্ভবতী মহিলাদের প্রাক-প্রসব স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। সেই সঙ্গে তাঁদের গর্ভকালীন সময়ে প্রয়োজনীয় নিয়ম নীতি মেনে চলার জন্য পরামর্শ দেওয়া করা হয়। এই কর্মসূচিতে তিন জন গর্ভবতী মহিলার প্রাক-প্রসব স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। গর্ভবতী মহিলাদের হাসপাতালে প্রসব করানোর জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়। হাসপাতালে প্রসব হলে যে সুযোগ সুবিধাগুলি পাওয়া যায় সে সম্পর্কেও অবহিত করা হয়। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন এম পি এস সুব্রত আচার্য্য, আশা ফেসিলেটর সহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

পেচারথলে স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। ঊনকোটি জেলার পেচারথল প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গত ১২ ডিসেম্বর একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ২৭ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। স্বাস্থ্য শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

আয়ুষ চিকিৎসা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতামূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। পূর্ব যোগেন্দ্রনগর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং ধলেশ্বরস্থিত ভলকান ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে গত ১২ ডিসেম্বর আয়ুষ চিকিৎসা সম্পর্কিত স্বাস্থ্য শিবির ও সচেতনতা মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শিবিরে উপস্থিত ছিলেন যোগেন্দ্রনগর আরবান প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত চিকিৎসক, আয়ুর্বেদিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক, কমিউনিটি হেলথ অফিসার, ফার্মাসিস্ট, ল্যাব-টেকনেশিয়ান, এএনএম সহ আশাকর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে বিশেষ মাত্রা এনে দেয়। এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল আয়ুষ চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে জনগণকে অবহিত করা এবং স্বতঃস্ফূর্ত জনসমর্থন লাভ করা। এই শিবিরে মোট ২২৪ জন চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন ৯৩ জন, আয়ুর্বেদ পরিষেবা ৭১ জন, হোমিওপ্যাথিক ৬০ জন। শিবিরে কমিউনিটি হেলথ অফিসার অসংক্রামক ব্যাধি সনাক্তকরণ করেন। এই শিবিরে ব্লাড সুগার পরীক্ষা করা হয় ৬৬ জনের। ম্যালেরিয়া সনাক্তকরনের জন্য ৫০ জনের রক্তের নমুনা সংগ্রহ করা হয়। হোমিওপ্যাথিক ইমিউনিটি বুস্টার দেওয়া হয় ৫২ জনকে। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

মঙ্গলবার উমাকান্ত একাডেমীর প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় এক র‍্যালীর। ছবি-নিজস্ব।

গোমতী জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। গোমতী জিলা পরিষদের শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির এক সভা গতকাল জিলা পরিষদের সভাগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন শিল্প বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি সতি দাস। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন গোমতী জিলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, সহকারি সভাধিপতি দেবল দেবরায়, কমিটির সদস্য-সদস্যাগণ এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় সেরিকালচার দপ্তরের উদয়পুর মহকুমা কার্যালয়ের প্রতিনিধি জানান, মহকুমা এলাকার টেপানিয়া, মাতাবাড়ি ও কাকড়াবন ব্লক এলাকার ৭টি গ্রাম প'ায়েত এলাকায় তুঁতচাষ করা হচ্ছে। তিনি বলেন, চলতি অর্থবছরে এম জি এন রেগার মাধ্যমে মহকুমা এলাকায় ৩০ জন তুঁতচাষী ১৫ একর জমিতে তুঁতচাষ করেন। এতে মোট শ্রমদিবস সৃষ্টি হয়েছে ২,৫৫০টি। তিনি বলেন, মহকুমা এলাকায় চলতি অর্থবছরে নভেম্বর মাস পর্যন্ত কোকন উৎপাদন হয়েছে ৫৫৬.৩ কেজি। যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৩২ হাজার ৪৩২ টাকা। রেশম সুতা উৎপাদন হয়েছে ৭০ কেজি, যার বাজার মূল্য ১ লক্ষ ৫৪ হাজার টাকা। সভায় সেরিকালচার দপ্তরের অমরপুর কার্যালয়ের প্রতিনিধি বলেন, অমরপুর ব্লকের ৪টি গ্রাম প'ায়েতে তুঁতচাষ করা হচ্ছে। এতে মোট ৬১ একর জমিতে তুঁতচাষের আওতায় আনা হয়েছে। তিনি বলেন, এম জি এন রেগার মাধ্যমে চলতি অর্থবছরে অমরপুর মহকুমায় ২৫ একর জমি তুঁতচাষের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এতে মোট ৫০ জন তুঁতচাষী উপক'ত হবে। এছাড়া সভায় হস্ততাঁত ও হস্তকারু দপ্তর এবং ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের উন্নয়নমূলক কাজকর্ম নিয়েও আলোচনা হয়।

মৌমাছি পালন নিয়ে খোয়াইয়ে ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। দিব্যোদয় ক'ষি বি'ান কেন্দ্রের উদ্যোগে ও জেলা প্রশাসনের আর্থিক সহায়তায় দিব্যোদয় ক'ষি বি'ান কেন্দ্রের কনফারেন্স হলে গতকাল থেকে মৌমাছি পালনের উপর ৩ দিনের প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হয়েছে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা, জেলাশাসক মিতা মল, ক'ষি বি'ান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বি'ানী দীপঙ্কর দে, উদ্ভিদ রক্ষণ বিশেষ' অর্ধেন্দ চক্রবর্তী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা বলেন, পরিবারের আর্থিক উন্নয়নে মৌমাছি পালন একটি বিকল্প আয়ের উৎস। মৌমাছি পালনের মাধ্যমে নিজেদের স্ব-নির্ভর করে তুলতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গৌরনগর ব্লক এলাকায় বনায়নের ব্যাপক উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। গৌরনগর ব্লক এলাকায় বন দপ্তরের উদ্যোগে চলতি অর্থবছরে (২০২০-২১) এম জি এন রেগায় বনায়নের ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্লকের ১০ হেক্টর এলাকায় রুপাই বাঁশের প্ল্যান্টেশনের কাজ শেষ হয়েছে। ৩০ হেক্টর এলাকায় গন্ধকী প্ল্যান্টেশনেরও কাজ শেষ হয়েছে। এরজন্যে প্রতি হেক্টরে ব্যয় হয়েছে ৬৫,২৫০ টাকা। রাস্তার ধারে ৩৮ কিমি এলাকায় বনায়নের কাজ চলছে। নদীর ধারে বনায়নে ৯ কিমি এলাকায় কাজ চলছে। এই কর্মসূচি রূপায়ণে ১৫ হাজার ৬৫৬ শ্রমদিবসের কর্মসংস্থান হয়েছে। সেই সঙ্গে গৌরনগর ব্লকে ৪৫ হাজার বিভিন্ন রকমের গাছের নার্সারি তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। এই নার্সারির জন্যে প্রতি হেক্টারে ব্যয় হবে ১৫,৬৪৪ টাকা। মহকুমা বনাধিকারিক পল্লব চক্রবর্তী এই সংবাদ জানান।

খোয়াইয়ে সুবিধাভোগীদের মধ্যে হাঁস ও মোরগের ছানা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। খোয়াই পুর পরিষদের উদ্যোগে টাউন হলে আজ এক অনুষ্ঠানের মধ্যদিয়ে দীনদয়াল অন্তোদয় যোজনা জাতীয় শহরী জীবিকা প্রকল্পে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সুবিধাভোগীদের মধ্যে হাঁস ও মোরগের ছানা বিতরণ করা হয়। প্রদীপ জেলে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত। উদ্বোধকের ভাষণে তিনি বলেন, মানুষকে আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে ও সঠিক সুবিধাভোগী নির্বাচন করে সরকারের বিভিন্ন সহায়তা পৌঁছে দিচ্ছে। সঠিকভাবে হাঁস, মুরগী পালনের মাধ্যমে পরিবারের আয় বাড়াতে ও নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলতে তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি তথা জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা বায়োফ্লক ফিসফার্মিং, পোলট্রি ফার্ম, মৌ পালন ও মোসাম্বী চাষের মাধ্যমে নিজেকে স্বনির্ভর করে তুলতে সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি পুর পরিষদের ভাইস চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণে সরকার বিভিন্ন কাজ বাস্তবায়িত করছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত ভাষণ দেন মহকুমা শাসক তথা পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক অসিত কুমার দাস। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা ক্রীড়া পর্ষদের সচিব অমিত রক্ষিত, সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা সহ অন্যান্য অতিথিগণ সুবিধাভোগীদের হাতে হাঁস ও পোলট্রি মুরগীর ছানা তুলে দেন। অনুষ্ঠান শেষে পুর পরিষদের ১৫টি ওয়ার্ডের ৩৭৫ জনকে ১০টি করে হাঁসের ছানা ও ১৫০জনকে ১০ টি করে পোলট্রি মোরগের ছানা প্রদান করা হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন উষা ভ-াচার্য (বিশ্বাস)।

খাঁসিয়ামঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতে গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনা সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। আগামী অর্থবছরের গ্রাম উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্যে গতকাল তেলিয়ামুড়া ব্লকের খাঁসিয়ামঙ্গল গ্রাম পঞ্চায়েতে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। গ্রাম প'ায়েতের প্রধান উমা চৌধুরীর সভাপতিত্বে আয়োজিত সভায় উপস্থিত ছিলেন তেলিয়ামুড়া পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান অপু গোপ, খোয়াই জিলা পরিষদের সদস্য শেখর দাস, পঞ্চায়েতের উপপ্রধান আশীষ কুমার দেব, বিভিন্ন দপ্তরের প্রতিনিধিগণ সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণ। আলোচনায় সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর থেকে জানানো হয় এলাকার ২৪ জন প্রধানমন্ত্রী মাত্র বন্দনায় এবং অন্যান্য ভাতা প্রকল্পে ১৩৬ জন ভাতা পাচ্ছে। মৎস্য দপ্তর থেকে জানানো হয় আগামী অর্থ বছরে এলাকার ১৫ জনকে নিবিড় মৎস্যচাষের জন্য, গলদা চিংড়ি চাষের জন্য ৩ জনকে, ৮৬ জনকে কানিজাল, ৩ জনকে পাবদা চাষে এবং অন্যান্য আরও প্রকল্পে এলাকার মৎস্যচাষীদের সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। কৃষি দপ্তর থেকে জানানো হয় আগামী অর্থবছরে ২০ হেক্টরে শ্রী পদ্ধতিতে হাইব্রিড ধান চাষে রাষ্ট্রীয় ক'ষি বিকাশ যোজনায় ১৫ হেক্টরে ধান চাষে, ৩০ জনকে পাম্পসেট ও মেশিনারী ইত্যাদি দেওয়ার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

কাশিদাসপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার চম্পকনগর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের আওতাধীন কাশিদাসপাড়া উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রের উদ্যোগে ১২ ডিসেম্বর একটি বিশেষ স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৩ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। উক্ত স্বাস্থ্য শিবিরে প্রয়োজনীয় ওষুধও বিতরণ করা হয়। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানান।

গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। সিপাহীজলা জেলার কিরনময়ী অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে গতকাল গ্রামীণ স্বাস্থ্য ও পুষ্টি দিবস উদযাপন করা হয়েছে। আলোচনাসভায় পরিবার পরিকল্পনা, শিশুদের নিয়ম অনুযায়ী ভ্যাকসিন দেওয়ার উপযোগিতা, প্রাতিষ্ঠানিক প্রসব এবং টিবি রোগ সহ সমস্ত সংক্রামক ও অসংক্রামক রোগ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হয়। এই সমস্ত রোগ থেকে মুক্তি পেতে সরকারী সমস্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের জন্য আবেদন জানানো হয়। রাজ্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ সমিতির সদস্য সচিব এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

খোয়াই জিলা পরিষদের কার্যকরী কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। খোয়াই জিলা পরিষদের কনফারেন্স হলে সম্প্রতি জিলা পরিষদের সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মার সভাপতিত্বে কার্যকরী কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় জিলা সভাধিপতি জয়দেব দেববর্মা মানুষের কল্যাণে গৃহীত উন্নয়ন মূলক কাজগুলি দ্রত সম্পন্ন করতে দপ্তর প্রতিনিধিদের প্রতি আহ্বান জানান। সভায় প'ায়েত দপ্তরের সহ অধিকর্তা অনুপম চাকমা জানান, প'দশ অর্থ কমিশন থেকে চলতি বছর ৯ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা পাওয়া গেছে। পাবলিক ফিনানশিয়াল ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমে এই অর্থ ব্যয় করে বিভিন্ন কাজ করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর যোজনায় তুইচিন্দ্রাই বাজারের ২০ জন এবং কল্যাণপুর বাজারের ২১ জন ক্ষুদ্র ও মাঝারী ব্যাবসায়ীকে ট্রেডলাইসেন্স দেওয়া হয়েছে। দুটি বাজারের ৫৪ জন ব্যাসায়ীকে বীমার আওতায় আনা হয়েছে। সভায় গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের প্রতিনিধি জানান, মধ্য ক'ষ্ণপুর প'ায়েত অফিস সংলগ এলাকায় এমজিএন রেগায় ১৬ লক্ষ টাকা ব্যায়ে দেড় কিলোমিটার দৈর্ঘের ১টি ইট সলিং রাস্তা তৈরী এবং সোনাতলার ভবতোষ পাড়ায় ১২০ মিটার দৈর্ঘের ১টি ফুট বীজ তৈরী করা হবে। তুলাশিখর ব্লকের শিকারী বাড়ীতে বি এ ডি পি প্রকল্পে ৭৫ লক্ষ টাকা ব্যায়ে ১টি ফুটি বীজ, পদ্মবিল ব্লকের বগাবিলে ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১টি কমিউনিটি হল নির্মাণ করা হবে। এছাড়া খোয়াই ব্লকের কাছে ৪৮লক্ষ টাকা ব্যায়ে ওয়ান স্টপ সেন্টার নির্মাণ করা হবে বলেও সভায় জানানো হয়।

সভায় উদ্যান ও ভূমি সংরক্ষণ কার্যালয়ের আধিকারিক জানান, খোয়াই জেলায় বিভিন্ন ক'ষি মহকুমায় মিশন ফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচার স্কিমে ৪১০ হেক্টর জমিতে বাঁধা কপি, ফুল কপি, মরিচ, টমেটু বেগুন, গাজর ইত্যাদির এই কর্মসূচিতে খোয়াই ক'ষি মহকুমা এলাকায় ১০৫ হেক্টর, পদ্মবিল ক'ষি মহকুমায় ৩০ হেক্টর, তুলাশিখর ক'ষি মহকুমায় ৬৫ হেক্টর, তেলিয়ামুড়া মুঙ্গিয়াকামী ক'ষি মহকুমায় ১৪০ হেক্টর, কল্যাণপুর ক'ষি মহকুমার এলাকায় ৭০ হেক্টর জমিতে সব্জি চাষ করা হবে। এতে ব্যয় হবে ১ কোটি ২ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। খোয়াই জেলায় মিশনফর ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট অব হর্টিকালচার স্কিমে ২০টি জারবেরা স্টাকচার তৈরী করা হয়েছে। এরমধ্যে খোয়াই ক'ষি মহকুমা এলাকায় ৫টি, কল্যাণপুর ক'ষি মহকুমা এলাকায় ৫টি, তেলিয়ামুড়া ক'ষি মহকুমা এলাকায় ৬টি তুলাশিখর ক'ষি মহকুমা এলাকায় ২টি ও পদ্মবিল ক'ষি মহকুমা এলাকায় ২টি জারবেরা স্ট্রাকচার তৈরী করা হয়েছে। প্রতিটিতে ব্যয় হয়েছে ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার টাকা। এছাড়া জেলার বিভিন্ন ক'ষি মহকুমায় ১০ হেক্টরে গাঁদা ফুল চাষ করা হবে বলেও সভায় জানানো হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সহকারি সভাধিপতি হরিশঙ্কর পাল, জিলা পরিষদের সদস্য ও সদস্যাগণ, জিলা পরিষদের সদস্য সচিব বিধান চন্দ্র রায় সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ।

উমাকন্ত একাডেমির প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। রাজ্যের অন্যতম বনেদি স্কুল উমাকান্ত একাডেমি ১৩১ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে মঙ্গলবার রাজধানী আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।শোভাযাত্রাটি উমাকান্ত একাডেমি ময়দান থেকে শুরু হয় আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।একাডেমির ছাত্র-ছাত্রী ,প্রাক্তন ছাত্র ছাত্রী , শিক্ষক এবং অভিভাবকরা এই শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আয়োজিত শোভাযাত্রায় ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয়। শোভাযাত্রা উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উদ্যোক্তারা বলেন উমাকান্ত একাডেমি কাকে ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাঙ্গন।এই শিক্ষাঙ্গনের ঐতিহ্য যাতে আগামী দিনেও বহাল থাকে সেদিকে ছাত্র-ছাত্রী অভিভাবক শিক্ষক শিক্ষিকা সহ সকলের সহযোগিতা আহ্বান করেছেন তারা।

কাশিপুরে সাফাই অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। কাশিপুর বাজার ব্যবসায়ী কমিটির উদ্যোগে এবং ৯নং ওয়ার্ডের সহযোগিতায় মঙ্গলবার কাশিপুর বাজারে সাফাই অভিযান সংগঠিত করা হয়। এই সাফাই অভিযান এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেন এলাকার বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।সাফাই অভিযান উপলক্ষে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিধায়ক রতন চক্রবর্তী বলেন দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশকে স্বচ্ছ দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য যে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন সেই অঙ্গীকারক বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে এ ধরনের সাফাই অভিযান যথেষ্ট সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। সাফাই অভিযানে অংশ নিয়ে প্লাস্টিক বিরোধী দেশ গঠনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।বিধায়ক শ্রী চক্রবর্তী বলেন করুণা ভাইরাস সংক্রমণ পরিস্থিতি থেকে আমরা যে শিক্ষা গ্রহণ করেছি তাকে আগামী দিনেও বজায় রাখতে হবে। স্বচ্ছতা বজায় রাখার উপায় দেশ একটি স্বচ্ছ দেশে পরিণত হতে পারে বলেও তিনি উল্লেখ করেন। প্লাস্টিক মুক্ত দূষণমুক্ত ভারত গড়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। এই নতুন স্লোগান দেশকে আরো শক্তিশালী করবে বলেও তিনি আশা ব্যক্ত করেছেন।সচেতন নাগরিকদের পরিচ্ছন্ন মনোভাব গোটা দেশকে পরিচ্ছন্ন দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বলেও তিনি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।আগামী দিনগুলোতেও এ ধরনের স্বচ্ছ ভারত অভিযান অব্যাহত রাখতে সচেতন নাগরিকদের প্রতি বিধায়ক রতন চক্রবর্তী আহ্বান জানিয়েছেন।

বড়দিনে মরিয়মনগরে বসবে না মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। আগামী ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন।খ্রিস্ট ধর্ম অবলম্বী সাড়াও আমাদের দেশ এবং রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মের লোকেরা প্রভু যীশুর জন্মদিন নানা অনুষ্ঠানে উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে পালন করে থাকেন। গির্জা গুলি নতুন সাজে সেজে ওঠে। রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন এলাকা প্রভু যীশুর জন্মদিন উপলক্ষে বাহারি আলোয় আলোকিত হয়ে ওঠে। কিন্তু এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে প্রভু যীশুর জন্মদিন পালনে তেমন বড় ধরনের কোনো উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না।করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি উৎসাহ-উদ্দীপনায় অনেকটাই ভাটার টান এনেছে।রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন মরিয়ম নগর গির্জায় প্রতিবছর বড়দিন উপলক্ষে তিন দিনব্যাপী মেলা ও উৎসবের আয়োজন হয়ে থাকে। কিন্তু এবছর করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত কারণে কোন বড় ধরনের অনুষ্ঠান হচ্ছে না। মরিয়ম নগর গির্জার ফাদার জানিয়েছেন এবছর মরিয়মনগর গির্জায় বড় ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়নি।

ছয়ের পাতায় দেখুন

সুতারমুড়া এডিসি ভিলেজে বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যার কথা শুনলেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৫ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার বেলা ১২ ঘটিকায় চড়িলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত সুতারমুড়া এডিসি ভিলেজ অফিসের ভিতরে বিশালগড় বিদ্যুৎ নিগমের আধিকারিকরা সমস্ত স্টাপ এবং লাইন স্টাফদের নিয়ে উপস্থিত হয়। সুতারমুড়া এলাকার গ্রাহকদের বিভিন্ন সমস্যা গুলি নিগমের আধিকারিকরা শুনেন। ভিলেজ অফিসের ভেতরে বিদ্যুৎ নিগমের দুটি কাউন্টার খোলা হয়।গ্রাহকদের সমস্যাগুলি গ্রাহকরা আধিকারিকদের সামনে তুলে ধরেন। কোনো গ্রাহকের এক মাসে ২০০০ ইউনিট বিল হয়েছে। কোনো গ্রাহকের মিটার পাল্টাতে হবে। কোনো গ্রাহকের বিদ্যুৎ খুঁটির সমস্যা রয়েছে। কোনো গ্রাহকের সার্ভিস কানেকশন এর অসুবিধা হচ্ছে।আবার কোনো গ্রাহকের বাড়িতে বিদ্যুৎ লাইন নিতে গেলে ৫থেকে ৬ টি খুঁটি সমস্যা রয়েছে।সমস্ত বিষয়গুলি মন দিয়ে শোনেন বিশালগড় বিদ্যুৎ নিগমের ডিরেক্টর জেনারেল ম্যানেজার রাজীব কুমার রায় এবং সিনিয়র ম্যানেজার সুষেন চৌধুরী এবং ম্যানেজার শর্মিলা চৌধুরী।তাদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভিলেজের চেয়ারপারসন এবং অন্যান্য সদস্যরা। রাজীব কুমার রায় বলেন ত্রিপুরা বিদ্যুৎ নিগমের নতুন ম্যানেজিং ডাইরেক্টর কাজে যোগ দিয়েই গ্রাহকদের সমস্যা সমাধানের জন্য একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। রাজ্যের আটটি জেলাতেই ডিস্ট্রিক্ট গার্জিয়ান নিয়োগ করেন। সিপাহীজলা জেলাতে ডিস্ট্রিক গার্জিয়ান হলো এস সিং ডোগরা। উনি বিদ্যুৎ নিগমের ফাইন্যান্স ডিরেক্টর।আগামী দিনেও জেলার বিভিন্ন ভিলেজ এবং পঞ্চায়েতে গিয়ে আধিকারিকরা তাদের সমস্যাগুলি সমাধানের চেষ্টা করবেন।

আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির উদ্যোগে স্মারকলিপি প্রদান

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৫ ডিসেম্বর।। আইপিএফটি সেন্ট্রাল কমিটির উদ্যোগে ত্রিপুরা রাজ্যের রাজ্যপালের উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা রাজ স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের সময় সীমা পেরিয়ে গেলেও নির্দিষ্ট সময়ে নির্বাচন না হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে মুঙ্গিয়াকামি ব্লকের বিডিও জয়দীপ দেববর্মার নিকট এক স্মারকলিপি জমা দেন আজ। আইএনপিটি সেন্ট্রাল কমিটির সাধারণ সম্পাদক রঞ্জিত দেববর্মা নেতৃত্বে সাত জনের এখ প্রতিনিধি দল আজ মুঙ্গিয়াকামি ব্ল আধিকারিকের নিকট স্মারকলিপি তুলে দেন।

প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা ঃ উত্তর জেলায় ৭,৬৯৪ জন এ পর্যন্ত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেয়েছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।।প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় উত্তর ত্রিপুরা জেলায় এখন পর্যন্ত ৭ হাজার ৬৯৪ জন রোগী চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ পেয়েছেন। রোগীদের সহায়তা করতে এই প্রকল্পে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের ২ কোটি ৭৯ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫৪ টাকা ব্যয় হয়েছে। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের উত্তর জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা. অরুনাভ চক্রবর্তী এই সংবাদ জানান।

জেলাভিত্তিক কোভিড-১৯ টিকাকরণ শীর্ষক টাস্কফোর্স কমিটির পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। পশ্চিম ত্রিপুরা জেলাভিত্তিক কোভিড-১৯ টিকাকরণ শীর্ষক টাস্কফোর্স কমিটির এক পর্যালোচনাসভা আজ পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও সমাহর্তা কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. শৈলেশ কুমার যাদব। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার, সদর, মোহনপুর ও জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসকগণ, পশ্চিম জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক সহ অন্যান্য দপ্তরের প্রতিনিধিগণ। সভায় জানানো হয় ৩ পর্যায়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় কোভিড-১৯ টিকাকরণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে। প্রথম পর্যায়ে স্বাস্থ্য কর্মী, দ্বিতীয় পর্যায়ে আরক্ষা কর্মী ও পুর সাফাই কর্মী এবং ত'তীয় পর্যায়ে ৩১.০১.১৯৭০ সাল এবং এর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছেন এমন সব বয়স্ক লোকের টিকাকরণ করা হবে। সভায় পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় প্রথম পর্যায়ে টিকাকরণের জন্য ২৮টি টিম গঠন এবং এদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়া বিভিন্ন পর্যায়ে সরকারি নির্দেশিকা অনুযায়ী ডাটা তৈরির জন্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে পরামর্শ নেওয়া হয় এবং প্রথম পর্যায়ে যেসব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে টিকাকরণ করা হবে তা পরিদর্শন করার জন্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে পরামর্শ দেওয়া হয়।

খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক স্টেট লেভেল অ্যাডভাইজরি কমিটির সভা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।।খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক স্টেট লেভেল অ্যাডভাইজরি কমিটির এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আজ ১৫ ডিসেম্বর মহাকরণে অনুষ্ঠিত হয়েছে। খাদ্য সুরক্ষা এবং সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য দপ্তর কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা বৈঠকে করা হয়। পাশাপাশি ভবিষ্যতে খাদ্য সুরক্ষা ক্ষেত্রে করণীয় পদক্ষেপ সম্পর্কেও বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভার শুরুতে এই বিষয়ে দপ্তরের কার্যক্রম সম্পর্কে অবহিত করেন ডেপুটি ফুড সেফটি কমিশনার ডাঃ অনুরাধা মজমদার। সভায় উপস্থিত সদস্যরা এক্ষেত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। বর্তমানে যেভাবে পরিকল্পনা রূপায়িত ও বাস্তবায়িত হচ্ছে তাতে অচিরেই এর সুফল রাজ্যবাসী পাবেন বলে সভায় আশা প্রকাশ করা হয়। উল্লেখ্য এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকারের এফ এস এস এ আই এর আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা এই উদ্যোগকে বাস্তবায়িত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এন ই ডিরেক্টর এফএসএসএআই (চ্ছছজ্জ্জু কর্ণেল প্রমোদ দাহিতুলে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে এই সভায় যুক্ত হন। এছাড়াও সমাজশিক্ষা ও সমাজকল্যাণ দপ্তরে সচিব দীপা ডি নায়ার, পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক অধিকর্তা ডাঃ রাধা দেববর্মা, এম ডি এন এইচ এম ডাঃ সিদ্ধার্থ শিব জসওয়াল, তথ্য ও সংস্ক'তি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস, এআইজিপি (আইন শৃঙ্খলা) সুব্রত চক্রবর্তী প্রমুখ সভায় উপস্থিত ছিলেন। পরিবার কল্যাণ ও রোগ প্রতিরোধক দপ্তরের অধিকর্তা এক প্রেস রিলিজে এই সংবাদ জানিয়েছেন।

কৃষক আইন প্রত্যাহারে দাবিতে অনড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৫ ডিসেম্বর।। বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকারের কৃষক স্বার্থ বিরোধী ও জনবিরোধী এবং কর্পোরেট স্বার্থবাহী তিনটি কৃষি আইনি ও বিদ্যুৎ আইন ২০২০ প্রত্যাহারের দাবিতে কৃষক সংগঠনগুলি দেশব্যাপী দীর্ঘদিন যাবত আন্দোলন সংগঠিত করছে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২৬ নভেম্বর থেকে বিভিন্ন রাজ্যের কৃষকরা পুলিশ প্রশাসনের বাধা ও প্রবল শীতপ্রবাহকে উপেক্ষা করে তিনটি কৃষি আইন ও বিদ্যুৎ আইন প্রত্যাহারের দাবিতে দিল্লির চতুর্দিনেক বিভিন্ন রাস্তায় অবস্থান করছে। সরকার তাদের দাবিকে উপেক্ষা করে এই আইনের কিছু পরিবর্তন কার প্রস্তাব দিয়েছে। কিন্তু কৃষকরা আইনে প্রত্যাহারের দাবিতে অনড়।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।